অঞ্জলি
১৪২৪
ANJALI 2017
DURGA PUJA MAGAZINE

Dipa

সূচীপত্র

Message from the Board Utpal Roychowdhury 3

সম্পাদকীয় Pradipta Chatterji 4

Bengali poems

প্রাণের মেলা Birupakkha Pal 5

উপেক্ষিত ; খেলাঘর; তারাদের দেশে; লুকোচুরি; অচেনা আপন Arnab Dasgupta 6-8

হলোনা তার যাওয়া Surama Das 9-10

কথামালা Arup Ratan Mitra 11

প্রাপ্তি Words Asish Mukherjee; painting Amria Banerjee 12

Articles & Stories in Bengali

দুর্গতি নাশের আকুতি Birupakkha Pal 13-14

স্মৃতিমন্থনে Sheema Roychowdhury 15-16

শ্রী রামকৃষ্ণ এবং কল্পতরু উৎসব Amiya Bandopadhyay 17-19

কালীঘাট পট Anusua Datta 20-21

নেকলেস Pravat K Hazra 22-24

শংকুর ইতিহাস সাধনা Sushovita Mukherjee 25-27

মার্কিন খামার Gautam Sarkar 28-29

বিশ্বরূপ কি? কখন এবং কার দর্শন হয় Amal Shastri 30-33

Children's' Section

Lake Ontario & View beyond the clouds (photography) Arpan Dasgupta 34

About Durga Puja & Drawing Banshika Mangal 35-36

Ella Bagchi **Drawing** 37

Lisa Paul **Drawing** 38-39

Rhea Paul **Drawing** 40-41

Sureeta Das **Drawing** 42

Sriram Chakravadhanula **Drawing** 43

My trip to Agra Meenakshi Chakravadhanula 44

My Adventures in India Arpan Dasgupta 45-47

Paintings and Alpana by adults

Alpana Vaswati Biswas 48-49

Painting Swapnila Das 50

Painting (Shakuntala) Dipa Dasgupta 51

Painting (Vivekananda) Gopa Roy 52

Painting Amrita Banerjee 53-54

Poems in English

Destination Words: Asish Mukherjee; Drawing: Amrita Banerjee 55

A festival to renew Dipankar Dasgupta 56

Dadu & The Search Gaurav Choudhury 57-59

Stories & articles in English

Ali Saheb Aditi Ganguly 60-61

Goddess Durga Archana Susarala 62-63

The World of Waterlilies Bulu Dey 64-66

Education Nita Mitra 67-68

Haule, Haule….The lighter side of life! Sushma Madduri 69-70

Durga Puja Sankar Chanda 71-80

Taj Mahal Archana Susarla 81-83

Courtesy Does Not Cost Much? Nita Mitra 84-85

DhobiDa Sushma Madduri 86-88

Nine Different Places Navratri is Celebrated Archana Susarla 89-90

It's All about Puffins Pradipta Chatterji 91-92

Greater Binghamton Bengali Association: 2017 Committees 93

Durga Puja Programs:2017 94

Message from the Board

Dear Friends,

The Greater Binghamton Bengali Association (GBBA) will proudly celebrate the Durga Puja for the tenth year on September 23, 2017. It is a milestone for any community. It is more so for our small community. This momentous achievement has been realized only because of the sustained efforts of dedicated volunteers and the enthusiastic support from our dear patrons from Binghamton and several other neighboring towns.

As part of the Durga Puja celebration, the evening program will present local talents, including performances by children. The after-dinner music by the invited artist will present a cornucopia of Bengali songs and Bollywood music. We cordially invite your family and you to join us on this festive occasion.

We deeply appreciate your continuing participation and support for the celebration of Durga Puja and other community activities. The board firmly believes that active involvement in such celebrations further strengthen the existing friendship and fellow feeling among our community members.

Sincerely,

2017 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
http://www.binghamtonpuja.org/

সম্পাদকীয়

দেশে ও প্রবাসে এখন বাঙালি মেতে উঠেছে তার সবচাইতে আনন্দের এবং ভালবাসার অনুষ্ঠানটি উদযাপনের প্রস্তুতিতে। কলকাতা ও তার চারপাশের লোকালয়গুলি নতুন সাজে সেজে উঠেছে সারা বছরের প্রতীক্ষিত বাঙালির সবচাইতে আনন্দময় উৎসবটি পালন করার উদ্যোগে। সেই আনন্দের ছোঁওয়া বুঝি এসে লেগেছে আমাদের মতো প্রবাসী বাঙালিদের অন্তরে ও চারিপাশে। শরতের আগমনের বার্তা পৌঁছে গেছে এখানেও। তাই বোধহয় আমাদের রোজকার মেঘলা আকাশে মাঝে মাঝে সোনালী রোদের আভাস দেখা যায়, কখনও বা চোখে পড়ে গাঢ় নীল আকাশে ভাসা সাদা মেঘের গুচ্ছ। আবার এসেছে সারা বছরের প্রত্যাশিত সেই শুভ সময়... আমাদের দুর্গাপূজা। অন্তরের এই উপলব্ধি আমাদের দৈনন্দিন আশা নিরাশার উর্ধ্বে নিয়ে যায় এক অপার্থিব চেতনার জগতে যখন আমরা প্রস্তুত হই দেবীর আরাধনার প্রয়াসে, শক্তির উপাসনার আশায়, মায়ের পূজার জন্য।

আজ গত দশ বছর ধরে আমাদের এই ছোট্ট শহর আর তার আশপাশের কিছু মানুষ মিলে প্রভূত আড়ম্বর এবং অসীম ন্যায়, নিষ্ঠা, ও ভালবাসার সঙ্গে করে চলেছে দেবীর বন্দনা। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান সবার জন্য, তাই এই পূজা এককালে বারোয়ারি থেকে হয়ে উঠেছিল সর্বজনীন, আমাদের এই ছোট্ট শহর বিংহাম্টনের দুর্গাপূজাও আমাদের এলাকার সকল মানুষের জন্য, শুধু বাঙালির নয়।

বাঙালির দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। দেশে ও বিদেশে সকল দুর্গাপূজার মধ্যে দিয়ে বাঙালি চিরদিনই প্রকাশ করে চলেছে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, ও সামাজিকতা। দুর্গাপূজার উদযাপনে দেখা যায় বাঙালির শিল্প, সংস্কৃতি এবং সৌন্দর্য বোধের অনন্য এবং সৃষ্টিশীল সমন্বয়। শারদ সাহিত্য চিরদিনই দুর্গাপূজার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থেকেছে। এই ঐতিহ্য বজায় রেখে, আমরাও প্রতি বছরেই আপনাদের জন্য নিয়ে আসি অঞ্জলি; মায়ের পূজায় আমাদের সাহিত্য নিবেদন।

সাহিত্য সমাজের প্রতিফলন, তবে সাহিত্য শুধু মানুষকে তার পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে অবহিত করেই থেমে থাকেনা, সাহিত্যের দায় অনেক বেশী। সাহিত্য সমাজকে পথ দেখাতে সাহায্য করে, মন্দ থেকে ভালোতে, অন্যায় থেকে ন্যায়ের পথে মানুষকে পথ দেখাতে সাহায্য করার প্রচেষ্টায় থাকে। সাহিত্যের দায় দায়িত্ব তাই অনেক। আবার সাহিত্যের মাধ্যমে লেখকের সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ঠভাবে মানসিক যোগাযোগ ঘটে, সাহিত্যের এটি অমূল্য অবদান। অঞ্জলি আমাদের অতি ক্ষুদ্র ও বিনীত আয়োজন এইসব দায়িত্বপালনের প্রয়াসে এবং আপনাদের ভাল লাগার আশায়।

দুর্গাপূজা সকল মানুষের মিলনের ও ভালবাসার সময়, সকল বিরোধ ও ভেদাভেদ ভুলে যাবার সময়, তাই আজ আমরা সকল মানুষকে আহ্বান করি ময়ের পুজায় অংশগ্রহণ করার জন্য আর আমাদের ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে চাই সকলকার মধ্যে, আর এই সঙ্গে মায়ের কাছে সারা জগতের কল্যাণ ও শান্তির জন্য কামনা জানাই।

আমাকে যাঁরা অঞ্জলি তৈরির কাজে সাহায্য করেছেন, নিজেদের ব্যক্তিগত এবং দুর্গাপূজা সংক্রান্ত জরুরি কাজকে তুচ্ছ করে, তাঁদের উদ্দেশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা যাঁরা সাহিত্য ও শৈল্পিক অবদানের দ্বারা অঞ্জলিকে সম্ভব করেছেন তাঁদের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

আপনাদের সবাইকার জন্য রইল অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ও শুভকামনা অঞ্জলির পক্ষ থেকে।

আসুন আমরা সকলে এবার দেবী-বন্দনার আনন্দ-যজ্ঞে যোগদান করি।

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

প্রাণের মেলা

বিরূপাক্ষ পাল

শরৎ আনে পূজার খবর
সবার মিলন মেলা,
শরৎ মানে মনের মধ্যে
শুভ্র মেঘের ভেলা।
পূজার দিনে গ্রামের বাড়ি
কোলা হলের ছড়াছড়ি
সবার মাঝে প্রাণের নাচন
ঢাকের তালে তাল।
সুখদুঃখের পৃথিবীতে
আনন্দ চায় সাধ্যমতে
ধনী গরীব কেউ থাকে না
অন্তরে কাঙাল।

সারা বছর অপেক্ষাতে
কেটেছে দিন রাত।
প্রাণের সাথে প্রাণের সন্ধি
হাতের সাথে হাত।
শক্তিপূজার ভক্তিগীতি
মনের মধ্যে জাগে ,
মানবতার মন্ত্র টানে
গভীর অনুরাগে।

উপেক্ষিত

অর্ণব দাশগুপ্ত

দেখেছি তোমারে দূর হতে প্রিয়া বেসেছি মনেতে ভালো
বহু বেদনার দিনে রাতে তুমি ছিলে যে আশার আলো
দিয়েছো আমায় প্রেরণা যদিও জানিতে পারোনি কভু
মোর পথচলা তোমার চিন্তা রাঙিয়ে গিয়েছে তবু।

তারপর এলো সেইদিন যবে ভাবলাম কাছে যাই -
এখন হয়েছি যোগ্য তোমার হাতখানি যদি পাই !
বুঝিতে পারিনি খুঁজে পেতে পথ অনেক হয়েছে দেরি
তুমি জাননাই চলে গেছ দূরে আর কারো হাত ধরি।

ভয় ছিল যদি করি প্রস্তাব তুমি করো প্রত্যাখ্যান
তাই না বলা কথারা রয়ে গেলো হয়ে নীরব প্রেমের আখ্যান
কেউ জানলোনা জানবেনা কভু ঘুমাবে আমার কবরে
বিরহ বেদনা মিলাবে নিশীথ রাত্রির মাঝে আঁধারে ।।

খেলাঘর

শেষ হবে পথচলা শেষ হবে কথা
নেই কোনো আফসোস নেই মনে ব্যাথা,
শুন্যতে শুরু হয়ে শুন্যতে শেষ
মাঝে কিছু গল্পের মিষ্টি আবেশ !
আপনাতে আপনি নিজ ঘরে বাস
মুঠোয় ধরতে চাই বিরাট আকাশ -
সেইপানে চেয়ে থাকি লাগে বড় ভালো
উড়ে যাওয়া ভেসে যাওয়া মেঘ সাদা কালো।

তারপর আসে ঝড় কার প্রেরণায়
আঁধারের মাঝে বিদ্যুৎ চমকায় !!
বলে আছি আমি আছে প্রেম পারাবার -
আর আছে অসীম আনন্দ অপার

ভেঙে দিয়ে ক্ষনিকের খেলাঘর খানি
আপন স্বরূপ আজ নে গো তুই চিনি
আয় ফিরে আয় নিজ ঘরে আয় ফিরে
শুন্যের গান শেষ শুন্যের সুরে।।

তারাদের দেশে

দূর হতে ভালোবাসি রাতের তারা
সাধ্য নাহি যে কাছে আসি
দিনের আলোর মাঝে দৃষ্টিহারা
নাহি দেখি তবু ভালোবাসি

জানি তাঁরও প্রেম আছে কোথাও লুকায়ে
দিনের ব্যস্ততায় যাঁহারে হারাই -
সারা হলে সব কাজ সাঁঝের বেলা
তারাদের দেশে তাঁরে পাই৷

লুকোচুরি

মেলে দাও আশার ডানা খুঁজে দেখ অনন্ত আকাশে -
আছে আলো আছে একজন যে তোমারে অকারণ ভালোবাসে৷
যদি নাহি পাও দেখা রসিক সে খেলে লুকোচুরি
ব্যাকুল হৃদয়ে তবু ডাকো সকল আশা দেবে সে পূর্ণ করি ||

অচেনা আপন

মনে হয় যেন কেহ নহে আপনার
আপন আমার ধরা কি দিবে না কভু ?
বড় এক লাগে দুস্তর সংসার
মনে হয় যেন শুধু তুমি মোর আপনার জন প্রভু।

তোমারে খুঁজিতে যদি যাই দূরে চলি,
জানিনা তাহাতে কারো কিছু যায় আসে -
যাইব সহসা কাহরে কিছু না বলি
ফিরিব ঘুরিয়া বহুদূর পরবাসে।

কেহ যদি থাকে পথপানে মেলি আঁখি
প্রদীপ জ্বালায়ে বসি জানালার পাশে,
জানিব চিনিতে পারি নাই তারে আমি
অন্তর হতে মোরে সেই ভালোবাসে।

আসিব ফিরিয়া করাঘাত করি দ্বারে
শুধাইব কেন যায়নাই মোরে ত্যাগি
দেবতা আমার দেখিও তুমি তাহারে
সে যেন নাহয় একেলা আমার লাগি।

Arnab lives with his wife Dipa and son Arpan in Utica since 2002. He writes poems for fun and likes “antomil”in his poems which is not common in modern poetry any more.

হলোনা তার যাওয়া

সুরমা দাশ

সে যে যেতে যেতে ফিরে তাকায়

চেয়েও সে যেতে না পায়,

কে যেন আজ বেঁধেছে তাকে

চুপি চুপি তার মনের কোঠায়।

আঁধার ঘনায় সাঝের বেলায়

সূর্য্যের অস্ত বুঝি যায় যায়,

ঐ ডাকে ধেনু গোয়াল ঘরে

ডাকে তার বাছাকে'আয় ঘরে আয়'।

ঘন নীল মেঘে,সাদা সাদা মেঘ

যেন রাজহংস নীল জলে,

কচুরি পানার ফাকে ফাকে ফুল

ডুবকি লাগায় পানকৌরি জলের তলে।

সে যে আঁচল ছড়িয়ে দাড়িয়ে আছে

ভাবে কি করি হায় হায়,

বুকের মাঝে ব্যাথা টন টন করে

মনে হয় আছড়ে পরে সে বেদনায়।

দল বেধে বলাকা যায় উড়ে উড়ে

যেতে যেতে যেন কিছু বলে যায়,

কিছুটা সূর্য্য দেখা যায় দূরে

লালিমায় ভরেছে আকাশ ঐ দূর ছায়।

কিছুটা লালিমা ছড়িয়ে পরেছে

তার ঐ আধো মুখের চারিধার,

হালকা হালকা আঁধার হয়েছে

আর বুঝি হলোনা যাওয়া তার।

সন্ধ্যা ফুলের খুশবু ভেসে বেড়ায়

দেখা যায় একটু চাঁদের আলো,

সাদা কাশ ফুল হেলে দুলে পরে

তাদের ছোঁয়ায় লাগে যে তার ভালো।

থম্‌কে দাড়ায় সে পথের মাঝে

মনে হয় কেও যেন আছে দাড়িয়ে,

করে দুরু দুরু বুকের মাঝে

মন যেন তার যায় হারিয়ে।

যাবে যাবে করে হলোনা যাওয়া

সে যে ফিরে আসে তার আশায়,

তবে কেন সে আসেনা কাছে!

দাড়িয়ে কেন সে ঐ আঙ্গিনায়!

হয়েছে ভালবাসা দুজনের মাঝে

কেও কাওকে বলিতে না পায়,

চায় যে সে মনে মনে তাকে

সে যেন কাছে এসে হাত বাড়ায়।

Surama Das was born in Comilla (located in present Bangladesh). She has intense passion for writing poems on woman's issues. Her poems focus on contemporary human relationship and romanticism and reflects her heightened interest in nature along with her expression of emotion and imagination. She lives in Pune city of Maharashtra, India

কথামালা

অরূপ রতন মিত্র

স্বামী স্ত্রী সংলাপ:

দোহাই তোমায়, থামো এবার অনেক হয়েছে কথা বলা
কি যে সারাদিন বলে যাও কথা – শুধু কথার পিঠে কথা বলা।
ঠিক বলেছ! কথায়ে কথায়ে হয়ে গেল বেলা
কিন্তু কি করি বল, রয়েছে বাকি না বলা অনেক কথা।
ঢের হয়েছে – বন্ধ কর কথামালা, জানো না কথায়ে শুধু কথা বাড়ে।
তা বাড়ে, আমাদের শুধুই কথা, সারাদিন কত কথা···
ভাল কথা, মন্দ কথা, আমার কথা, তোমার কথা, এ কথা, ও কথা,
কাজের কথা, অকাজের কথা, ওদের কথা বলা নিয়ে কথা।
ও তো তোমার কথা- তাও যদি বলতে পার জীবনের সারকথা।।
সত্যি কথা! সার কথা- কি যে সে কথা? সব কথার এক কথা।
জানি আমি, পারবে না তো বলতে সেই সার কথা –
তোমার শুধু অসার কথা।।
জানি গো জানি! সবাই কি আর পরম পুরুষ – কথায়ে কথায়ে কথামৃত!
সত্যি বাবা! পারোও বটে- পারিনা আমি বলতে অতো কথা।
তবে একটা কথা তো জান – বাঙ্গালিরা "শুধু কথায়ে মারিতং জগত"।
হ্যাঁ জানি বইকি, লোকে বলে- আজ বাঙালি বলে যে কথা
কাল হবে তা ভারত কথা।
নাহ তুমি দেখছি খালি কর কথার বেসাতি।
ঠিক বলেছ! না বললে কথা, কি করে হবে কথার তেজারতি।
দোহাই তোমার! থামো এবার! কানে বাজে খালি তোমার কথা।
ঐ দেখ – হাটের মধ্যে উঠলো কথা – "যার কথা তার গায়ে বাজে"।
থামো থামো! বাজিয়ো না আর কথার ঢোল- খুলে যাবে জ্ঞানের ডোল।
কখনো কি হওনা কথায়ে ক্লান্ত –
কি করি বল- আমি তো নই যে কমলাকান্ত, যে আমার স্বরে পঞ্চম লাগে।
আচ্ছা বাবা – অনেক হল কথা বলা, হল না আমার না বলা কথা
তাই শুধু গাঁথি কথামালা।।

Arup Ratan Mitra, brother of Anasua Datta, lives in Baroda, India.

প্রাপ্তি

কথা: আশিস মুখার্জি

অঙ্কন: অমৃতা ব্যানার্জি

সবুজ বনানী ঘিরে
রুপোলি নদীর নীরে
বিজন স্নিগ্ধ তীরে
এনেছ কি পথিককে টানি?

কত ভুল পথ হলো চলা
কত ভুল কথা হলো বলা
কত ঝঞ্ঝাতে ডানা মেলা
হিসাবে লাভ কি ক্ষতি, একথা কিই বা জানি

যতো দুঃসাধয় সোপান, যতো দুর্বোধ্য ধাঁধা
যতো অবাধ্য আশা, যতো অকারণ গান সাধা
যতো স্বপ্নের ছিল যে বাধা
তুচ্ছ হলো আজ পরাজয়ের সব গ্লানি

সবুজ বনানী ছায়ে
হলো তোমাসাথে মহা পরিচয়
আর কিছু চাওয়া নাহি রয়

দুর্গতি নাশের আকুতি

বিরূপাক্ষ পাল

বাঙালীর দুর্গতির আর শেষ নেই। তাই দুর্গতি নাশিনীর পূজা তার কাছে এত প্রিয়। অদৃষ্ট নির্ভর বাঙালী হিন্দুর বীমায় বিশ্বাস কম। তাই ভক্তিই তার কাছে বড় 'ইনস্যুরেন্স'। দুর্গা পূজা বাঙালী হিন্দুর জীবনে এক 'কম্প্রিহেন্সিভ ইনস্যুরেন্স'। এমন সর্ব ব্যাপ্ত অর্চনা আর দুটো নেই। এ অর্চনায় সর্ব দেবতা, এমন কি ভূত প্রেত, গন্ধর্ব, দানব – কারো তুষ্টি সাধন বাদ যায় না। অথচ রামচন্দ্রের দুর্গাপূজায় এত সবের সংযোজন ছিল না। কালক্রমে দুর্বল ভক্তেরা এগুলো যুক্ত করেছে যাতে দুর্গা পূজা হয়ে ওঠে 'একের ভেতরে সব'। এই ধরণের 'প্যাকেজ' সরলমনা বাঙালীর খুব পছন্দ। তাই সব ছাপিয়ে দুর্গা পূজাই বাঙালী হিন্দুর জীবনে বৃহত্তম উৎসব। এই উৎসবের ফল্গুধারায় দুর্গতি নাশের আকুতিই মূল স্রোতে প্রবাহিত।

দুর্গা পূজার আদি সংস্করণ হচ্ছে বাসন্তী পূজা। ওটা হয় বসন্ত কালে। একই রকম সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিসর্জন। আবহাওয়াও ভাল থাকে। তার পরও সেটি বাঙালীর জীবনে প্রিয় হল না কেন? এর উত্তর অসাধারণ নয়। একেবারেই সাধারণ মনস্তত্ত্ব। সুখ, শান্তি কে না চায়? কিন্তু তার আগে চায় অসুখ দমন, অশান্তি হরণ তথা এক কথায় দুর্গতি নাশ। রামচন্দ্রের দুর্গা পূজার মূল তাগিদই ছিল দুর্গতি নাশ। রাক্ষসপতি রাবণ তাকে মহা দুর্গতিতে ফেলে দিয়েছে। সীতা হরণের পর যুদ্ধ হয়ে উঠল অনিবার্য। রাক্ষস হলেও রাবণ বড় ভক্ত। ভক্তের অধীন ভগবান। তাই ভগবতী রাবণের সহায়। এমতাবস্থায় রাবণকে হারানো অসম্ভব। জীবন সঙ্কটাপন্ন হলে আমরা যে রকম ডাক্তারকে ডেকে তুলি, রামচন্দ্রও তাই করলেন। অকাল বোধনে দেবীকে জাগিয়ে তুলে তাঁর মনস্তুষ্টি এবং কৃপা ভিক্ষা করলেন। বাঙালী উন্নতি চায়। কিন্তু তার আগে চায় দুর্গতি নাশ। তাই দুর্গতি নাশিনীর পূজা বাঙালী হিন্দুর জীবনে এত প্রিয়।

'শ্রী চণ্ডী' বর্ণিত দুর্গার একশ আটটি নাম। সবচেয়ে ভারী নাম হচ্ছে 'ভগবতী' বা 'মহেশ্বরী'। কিন্তু কই, কেউ তো মহেশ্বরী পূজা বলে না। দুর্গাই রয়ে গেল। শব্দটির সাথে মনোজাগতিক চাহিদার সম্পর্ক। কেউ বলেন এটি তো শক্তি পূজা। কিন্তু বিপদে না পড়লে বাঙালী শক্তির অন্বেষণ করে না। সে প্রথমত শক্তি চায় প্রাত্যহিক জীবনের 'অসুর গুলো' কে দমন করতে। এটি প্রতিরক্ষা মূলক প্রবণতা। কোনো ভাবেই আক্রমণাত্মক প্রবণতাজাত শক্তি সাধনা নয়। আত্মরক্ষা বড় ধর্ম। বাঙালী হিন্দু সে অর্থেই ধার্মিক। একাত্তরে কত পরিবার দুর্গা পূজার মানত করে ফেলেছে।

যুদ্ধের দেবী শ্রীচণ্ডী বাঙালীর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন নি। দুর্গাপূজায় চণ্ডীমণ্ডপ থাকে এক কিনারে। ব্রাহ্মণের কড়াকড়িতে কেউ সেখানে যায় না। পণ্ডিতের শুদ্ধ উচ্চারণে শুধু চণ্ডীপাঠ শোনা যায় 'ওঁ চণ্ডিকা চামুণ্ডায়ৈ নমঃ' – কিংবা 'সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনাং শক্তিভূতে সনাতনী/ গুণাশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমঃস্তুতে'। বাঙালী রক্তবীজ বধ করতে চায় না যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তবীজ তাকে কামড় না দেয়। তাই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির 'প্রিএমটিভ অ্যাটাক' তার পছন্দনীয় নয়। ভবিষ্যতে বিপদ আনবে – এমন সম্ভাবনায় কোনোও অসুরকে সে আক্রমণ করেনি। সর্বাবস্থায় তার প্রার্থনা দুর্গতি নাশ। শিশু যেমন দুর্গতি দেখলে মায়ের কাছে ছুটে আসে, বাঙালী হিন্দুও সেরকম একটা মাতৃরূপী শক্তির আশ্রয় চায়। তার কাছে পিতা ক্ষমতা আর মাতা নিরাপত্তার প্রতীক।

রামচন্দ্র সূচনাকৃত দুর্গা পূজা খোদ রামবাদী রাজনৈতিক দল, উত্তর ভারতীয় বা অযোধ্যার জনগোষ্ঠীর কাছে বৃহত্তম উৎসব না হয়ে অপেক্ষাকৃত মধ্যপন্থী বাঙালী হিন্দুর কাছে জনপ্রিয় হল কেন? ভৌগোলিক অবস্থানেও বাঙালী ঐ সকল লীলাভূমি থেকে বেশ দূরে। আসলে এর উত্তর মেলে বাঙালীর মনস্তাত্ত্বিক গড়নে। দুর্গতিনাশের প্রার্থনা বড় হলেও বাঙালী ইতোমধ্যে এটিকে পারিবারিক বৃত্তের রূপ দিয়েছে। কারণ পরিবার তার কাছে বড় আশ্রয়। মা তার কাছে বড় আরাধ্য। রামের দুর্গাপূজায় দেবী ছিলেন একা। বাঙালী হিন্দুর দুর্গাপূজায় ভগবতীর পরিবারে কাউকে বাদ দেয়া হয় নি। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এবং মাথার ওপরে শিব। মা হচ্ছেন যৌথ পরিবারের মূল গ্রন্থি।

তাহলে আমরা দুর্গতিনাশের প্রার্থনায় মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনার প্রেক্ষিত পেলাম। বাদ থাকল ভক্তির প্রসঙ্গ। কেউ বলবেন দুর্গাপূজায় ভক্তিই আসল। ভক্তি অবশ্যই রয়েছে। রামচন্দ্র পূজায় বসে দেখলেন, একটি নীল পদ্ম পাওয়া যাচ্ছে না। হনুমান ত্রিভুবন ঘুরে এসে জানাল, ‘সরোবরে প্রতিদিন একশ আটটি পদ্মই ফোটে। আমি তো সবই এনেছি।’ এবার রামচন্দ্র নিজের চক্ষু উৎপাটনে প্রস্তুত হলেন। দেবী রামের ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে লুকোনো পদ্মটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এই আত্মনিবেদন মূলক ভক্তির অনুসঙ্গটি বাঙালী হিন্দুর ভাল লেগেছে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই ভক্তির পেছনেও শক্তির প্রার্থনা যার দ্বারা দুর্গতিনাশ সম্ভব। দুর্গতির নব নব রূপ। তার আগমন অশেষ। তাই ভক্ত বাঙালী হিন্দুর জীবনে দুর্গতি নাশিনীর আরাধনা বেঁচে থাকবে অশেষ আবেদনে।

Dr. Biru Paul is a passionate writer. He is a Professor of Economics at the State University of New York in Cortland, NY. He was the chief Economic Advisor for the Bangladesh Bank last year.

স্মৃতিমন্থনে

সীমা রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র সাহিত্যের সংস্পর্শে প্রবাসী বাঙালিরাও অসাধারণ ভাবে প্রভাবিত। কিন্তু চর্চার অভাবে বেশিরভাগ সময়ে পারদর্শিতার ধার মলিন হয়ে যায়। আমার ও তাই হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের স্রোতে মাঝে মাঝে একটু আধটু পড়লেও লেখাটা যেন আর সাবলীল নয়। তবু ভাবছি স্মৃতিপুঞ্জের মালা থেকে একটা ছোট্ট কথা লিখি।

বিংহামটনের স্থানীয় সবাই জানে আমি ফুল খুব ভালোবাসি। এখানকার সীমিত গ্রীষ্ম কালের মধ্যে যতটুকু পারি সেই শখ টুকু পুরিয়ে নিতে চেষ্টা করি। বলা বাহুল্য এই প্রয়াসে উৎপল ও অনেক সহায়তা করে।

আমার এই ফুলপ্রীতির কুঁড়ি স্থাপিত হয়েছিল ছোটবেলা থেকে। আমার দাদুর বাড়ির প্রচণ্ড সীমানায় কত রকমের গাছ ছিল - আম, জলপাই, পেয়ারা, কালোজাম, কাঁঠাল - কি ছিল না সেখানে। বাবার ঝোঁক ছিল ফুল বাগানের দিকে। ওনার ক্লিনিক এর সামনে এবং বাড়ির ভেতরে নানা রকম মরশুমি ফুল দিয়ে পরিপূর্ণ থাকতো বাগান। বিভিন্ন ধরনের ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, বোগেনভিলিয়া, পপি, ক্লিওম, কসমস, হোলিকিসম্, হোলিহক দিয়ে ভরপুর থাকতো বাগান। দৈনন্দিন দেখাশোনা মা আর বাবাই করতেন ভোরে চা খাবার সময়ে সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে। জল দিতাম আমি স্কুলের পরে। ভাই সাহায্য করতো। কিন্তু ও ছোট বলে ওস্তাদিটা আমিই করতাম।

ফুলগুলো ছিল বাবার প্রাণ। যদি কোনো ফুল ভেঙে পড়তো ঝড়ে বা ফুলের ই ভারে, কাঠি লাগিয়ে নানারকম প্রয়াসে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। বাড়ির ছোট্ট কুকুর ও সেটা বুঝতে পারতো। ছুটতে ছুটতে আসতে থাকলে বাগানের সীমানায় এসে পড়লে ই থমকে দাঁড়িয়ে যেত। বলা বাহুল্য বাবা বিচলিত হতেন গাছের কিছু হলে।

এ নিয়ে ই একটা ছোট্ট স্মৃতি। অসময়ে আমাদের বাড়ির বাইরে যাওয়া ছিল বারণ। সে সময় টেক্সটিং, টেলিভশন এর প্রচলন ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাতাম ব্যাডমিন্টন বা বল খেলে ওরা বাড়িতে এলে। সময় কেটে যেত হাসি আর গল্প করে। এমন ই এক দিনে বাবা ক্লিনিক থেকে ফিরে মাকে ডেকে বললেন 'একটু দেখে যাও'। মা গিয়ে দেখতে পেলেন একটা মস্ত ডালিয়ার ডাল ভেঙ্গে পড়ে আছে। কেউ সেটা আবার সূঁচ/সূতো দিয়ে সেলাই করার চেষ্টা করেছে। তারপর একটা কাঠির সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। বাবা বুঝলেন জিজ্ঞাসাবাদে যে ওটা ভাই আর বন্ধুর প্রয়াস ডালটাকে বাঁচিয়ে রাখার। একটু ভয় যে মনে ছিলোনা তা বলা যাবেনা তবু স্বপ্রতিভ ভাবেই ভাই বাবাকে বলল, 'তুমিতো কেটে গেলে সেলাই করে দাও অনেক সময়, রোগী ভালো হয়ে যায়। ডালটা ভালো হবে না?' ভাইয়ের বয়স তখন চার কি পাঁচ।

সেদিনের সেই ফুলের নেশার প্রতিফলন হিসেবে আমার আজকের বাগানের কয়েকটা ছবি দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

Educated in India & USA. Recently retired from Specialty Chemical Industry. Looking forward to leisurely time.

শ্রী রামকৃষ্ণ এবং কল্পতরু উৎসব

শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পুরাণ গ্রন্থে সমুদ্র মন্থনের কথা লেখা আছে। সমুদ্র মন্থনের সময় বিভিন্ন বস্তু, দ্রব্য, ঐরাবত হাতি এবং অমৃত ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছিল। কিন্তু কল্পান্ত হলে, অর্থাৎ যুগের বা কল্পের অন্তে, যে সব বস্তু সমুদ্র মন্থনে ওঠে, তা ঐ যুগের বা কল্পের শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র গর্ভে চলে যায়। ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ মতে বর্তমানে শ্বেত বরাহ কল্প চলছে। ভগবান দশাবতারের মধ্যে 'শ্বেত বরাহ' এক অবতার অর্থাৎ এক কল্প।

একমাত্র ভগবানই কল্পতরু। তবে সাধনা দ্বারা ভগবানের কর্ম সম্পাদন করার জন্য শ্রী রামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছিলেন। সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে মহান পুরুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্তাবস্থায় ঈশ্বরের নির্দেশে ক্রিয়া করেন।

সাধনা বিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি অষ্টাঙ্গ মার্গের কথা 'যোগ সূত্র' গ্রন্থে লিখেছেন। অষ্টাঙ্গ যোগের অর্থ আট অবস্থা। জম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারনা-ধ্যান-সমাধি। শ্রী রামকৃষ্ণ সমাধির স্থিতিতে 'সাধনা চতুষ্টয়' সাধনাও করেছিলেন। 'সাধনা চতুষ্টয়' হচ্ছে চার স্থিতিতে গমন করা।

১) বিবেক ২) বৈরাগ্য ৩) সম্পত্তি ৪) মুমুক্ষু

মুমুক্ষুর স্থিতিতে সাধক নিজের সত্বা হারিয়ে ভগবানের হয়ে যাওয়া। এই স্থিতিতে যাবার পরই ভগবান তাঁর কাজ ভক্তের দ্বারা সম্পাদন করে থাকেন। শ্রী রামকৃষ্ণ 'পঞ্চ অস্থি বিদ্যার' স্থান অর্থাৎ 'হার্ট পয়েন্ট' থেকে ঈশ্বরের কাজের জন্য কল্পতরু হয়েছিলেন। ভূমা অর্থাৎ পরাৎপর থেকে ঈশ্বরের দিব্য জ্যোতির ধারায় কোনোও বিশেষ মহান ঋষি বা আত্মার প্রত্যেক কর্মে ঈশ্বর তাকে সহায়তা করেন। সেই সময় এই ভূমণ্ডলে ঐ দিব্য আত্মা সর্ব প্রকার শুভ কাজ সম্পন্ন করেন এবং কল্পতরু হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেন।

কল্পতরু হচ্ছে ঈশ্বরের দ্বিতীয় নাম। কল্পতরু অভীষ্টদায়ক অর্থাৎ কল্পতরুর কাছে যা প্রার্থনা বা কামনা করা যায় তা পূর্ণ হয়। ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ ভক্তদের মনের অভীষ্ট বাসনা পূর্ণ করার জন্য কল্পতরু হয়েছিলেন। সেই দিনটি ছিল ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬ সাল। কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে শ্রী রামকৃষ্ণের দিব্যতা ভরা, ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবাপন্ন, সেই দিনের স্থিতিই হল 'কল্পতরু উৎসব'। আজও প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী 'কল্পতরু উৎসব' পালন করা হয়।

শ্রী রাম ও শ্রী কৃষ্ণ, এই দুই দিব্য পুরুষের সমন্বয় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের মধ্যে। জগতের জীবকে দয়া ও কৃপা করতেই ঠাকুরের এই জগতে আবির্ভাব। ঠাকুরের কাছে যে যখন যা কামনা করেছে, তাকে তিনি তাই প্রদান করেছেন। শ্রী রামকৃষ্ণের কৃপার অন্ত ছিল না। শ্রী ঠাকুর শুধু কল্পতরু হয়েই ভক্তের ওপর কৃপা করেননি। পরন্তু ঠাকুর, যখন যেখানে থেকেছেন, সেই অবস্থাতে তাঁর অসীম কৃপার ধারা ঝরে পড়েছে।

এই প্রসঙ্গে সেবক স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ লিখছেন, 'শ্রী রামকৃষ্ণ সদাই কল্পতরু'। প্রতিটি জীবকে কৃপা করাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল। আমরা চোখের সামনে দেখেছি, ঠাকুর নিত্যই কত জীবকে, কত ভাবে কৃপা করতেন। তবে, হ্যাঁ, কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬ সালের সেইদিন, ঠাকুর একই সঙ্গে অনেক ভক্তকে কৃপা করেছিলেন। সেই হিসেবে, ১লা জানুয়ারী, দিনটার একটা বিশেষ মহত্ব আছে। শ্রী রামকৃষ্ণ কৃপাসিন্ধুরূপী কল্পতরু। তা সেই দিনকার ঘটনায় তাঁর ভক্তরা বিশেষ ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে ঠাকুর নিত্য কল্পতরু।

স্বামী সারদানন্দজীর 'স্মৃতি গ্রন্থ' থেকে জানা যায় যে ১লা জানুয়ারী শ্রী রামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হবার সময় ছাড়াও, ঠাকুর অনেক সময় অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ কথামৃতের ঘটনা। শ্রী শশধর পণ্ডিতের সঙ্গে ঠাকুর দেখা করতে এসেছেন। আলাপ আলোচনা চলছে। শশধর পণ্ডিত বললেন, 'ভগবানের অনুভূতি হলে হৃদয়ের বা মনের কামনা, বাসনা, ইচ্ছা অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থির বন্ধন, মনের সর্ব প্রকার সংশয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও সন্দেহ ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের বাধা দূর হয়ে যায়।' গূঢ় অর্থ, মন মুক্ত অবস্থার স্থিতিতে ঐশ্বরীয় আনন্দে বিচরণ করে। তারপর ঠাকুর বললেন, 'এই জগতে তিন প্রকার আনন্দ।'

১) বিষয়ানন্দ ২) ভজনানন্দ ৩) ব্রহ্মানন্দ

১) বিষয়ানন্দের মানে, ‘এই জগতের যারা সদাসর্বদা কামিনী ও কাঞ্চনের আনন্দ নিয়ে থাকে, তারা হল ‘বিষয়ানন্দে’।

২) যে ভক্তরা ভজন অর্থাৎ নাম, কীর্তন, গান, বাজনা ইত্যাদি শুনে মনে ও প্রাণে যে সাধক আনন্দ গ্রহণ করে, তারা ‘ভজনানন্দে’।

৩) আর যে ভক্তরা ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পাগল অবস্থায় ভগবৎ দৈবিক ধারার স্থিতি অনুভব করে এবং তখন হৃদয়ে যে চিরন্তন পরমানন্দের সৃষ্টি হয়, তা হল ব্রহ্মানন্দ।

শ্রী রামকৃষ্ণদেব শশধর পণ্ডিতকে আবার বলছেন, ‘শ্রী চৈতন্যদেবের তিন প্রকার অবস্থা। প্রথমে, বাহ্য দশা, তারপর অর্ধ বাহ্য দশা, শেষ অবস্থা অন্তর্দশা।

ক) বাহ্য দশা হচ্ছে জাগ্রত অবস্থা। চৈতন্য মহাপ্রভু বাহ্য দশায় ভগবানের নাম গুন ও কীর্তন করতেন।

খ) অর্ধ বাহ্য দশার অবস্থায় ‘কীর্তন হচ্ছে, অন্তরে, কিন্তু চৈতন্যদেবের বাইরের জগতের কোনই হুঁশ থাকত না।

গ) অন্তর্দশায় শ্রী চৈতন্যদেবের হৃদয় প্রদেশে বা অন্তরে ভগবৎ অনুভূতির অবস্থা। মহাপ্রভু ‘সমাধি’ স্থিতিতে চলে যেতেন। একে শূন্য অবস্থা বলা হয়।

রামকৃষ্ণ বলছেন, ‘সমাধি কাকে বলে?’ যখন মনের লয় অবস্থা হয়, সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। যারা এই জগতের পুঁথি বিদ্যার জ্ঞানে জ্ঞানী, তাদের সমাধি হয় না। এই জগতের জ্ঞানীদের ‘আমি’ ভাব অর্থাৎ দেহবোধ এবং অহংকারের অবস্থায় সব সময় তারা বর্তমান থাকে। সেই কারণেই সমাধির স্থিতি হয় না।

৭ই মার্চ, ১৮৮৫ সাল, বেলা ৩/৪ টে সময়। ভক্তরা সবাই ঠাকুরের পদসেবা করছেন। শ্রী রামকৃষ্ণ একটু হেসে ভক্তদের বলছেন, ‘পদসেবার অনেক মানে আছে।’ আবার নিজের হৃদয়ে হাত রেখে বলছেন, ‘এর ভেতর যদি কিছু থাকে, পদসেবা করলে ‘অজ্ঞান’, ‘অবিদ্যা’ একেবারেই চলে যাবে।’ হটাৎ রামকৃষ্ণ গম্ভীর হলেন, যেন কোনও গুহ্য কথা বলবেন। ভক্তদের বলছেন, ‘এখন বাইরের কোনও লোক নেই, তোমাদের এক গুহ্য কথা বলছি। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে কৃষ্ণরূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সেটা সত্ব গুণের ঐশ্বর্য্য’ ‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিরভবতি ভারত’ ‘হে ভারত (অর্জুন) যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়ে, নিজেকে সৃষ্টিকার দেহ ধারণ পূর্বক অবতীর্ণ হই।’

কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণায় অস্থির। ভাতের তরল মণ্ড গলাধিঃকরণ হচ্ছে না। তখন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বসে ভাবছেন, ‘এই যন্ত্রণার মধ্যে যদি ঠাকুর বলেন যে আমি সেই ঈশ্বরের অবতার, তাহলে বিশ্বাস হয়’। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বললেন, ‘যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ রূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন’।

অনন্তকে জানা যায় না। অন্তরে অনুভূতি করতে হয়। ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যে খুঁজবে। তখনই ঈশ্বরের কথা শুনতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যেই তাঁর বিলাস। মানুষের মধ্যে নারায়ণ। দেহ হল আবরণ। যেমন, লণ্ঠনের মধ্যে আলো জ্বলছে, কিন্তু বলছে, ‘আমি মানুষের মধ্যে রয়েছি। তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর।’

মানুষের মধ্যে যখনই ঈশ্বর দর্শন হবে, তখনই পূর্ণ জ্ঞান হবে। তিনি এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও ছদ্মরূপে, কোথাও খলরূপে। মন, শরীর ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়, যখন ধীর, স্থির, নিশ্চল, নির্বাক, নির্লিপ্ত হয়, তখনই সমাধি। জগতের সমস্ত বস্তু এক। বর্ণনা বিচিত্র, বিবিধ বা বহু বস্তু। ‘একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি’। অর্থাৎ ঈশ্বর এক, তবে তাঁকে বহু বলা হয়।

শ্রী ভগবান কল্পতরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু। ভাবগ্রাহী, অন্তর্যামী। যে তাঁকে যে ভাবে উপাসনা করে, ঈশ্বর তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করে থাকেন। শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন, ‘প্রার্থনা করো। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের কথা শুনবেন না? ভগবান কল্পতরু। তাঁর কাছে যে যা চাইবে, সে তা পাবে।’

শ্রী রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথা কল্পতরু বিষয়ে। ঠাকুর গল্প বলছেন, 'ঈশ্বর কল্পতরু অর্থাৎ ভগবানের অন্য নাম কল্পতরু'। "কল্পতরু বৃক্ষের নীচে বসে একজনের খুব ইচ্ছে হল, আমি রাজা হই। অমনি সে রাজা হয়ে গেল। পরের মুহূর্তে তার ইচ্ছে হল, যদি সুন্দরী স্ত্রী পাই। সঙ্গে সঙ্গে খুব সুন্দরী স্ত্রী সে পেল। তারপর তার মনে হল যদি বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে। অমনি বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলল। চঞ্চল মন স্থিরতা লাভ করে সাধনার দ্বারা।"

An unstable mind is a disturbed mind, needs so many things of the world. A stable mind or a strong mind needs nothing from the worldly perishable things.

শ্রী রামকৃষ্ণ আবার বলছেন, ভগবান হলেন সেই রকমের কল্পতরু। যে ভগবানের সামনে বসে নিজেকে অভাগা, গরীব ভাববে, সে সেই রকমই অবস্থা লাভ করবে। কিন্তু যে ভাবে ও বিশ্বাস করে, ভগবান তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেনই। তার ইচ্ছা ও মনোকামনা সত্যি সত্যিই পূর্ণ হয়। এর অর্থ হল, ঈশ্বর পূর্ণ কল্পতরু। ঈশ্ + বর্ = ঈশ্বর।

১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬ সালে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে কল্পতরু হয়ে প্রত্যেক ভক্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' এর অর্থ ঠাকুরের ভাষায়, 'তোমাদের চিত্তে চেতনার উৎপত্তি হয়ে, তোমরা চৈতন্যতা লাভ করে, চৈতন্যের অনুভূতি করো'। এর অন্য অর্থ হল, 'মানুষ চৈতন্য স্বরূপ। সব মানুষই চৈতন্য সত্ত্বা থেকে উদ্ভুত। এই জীবনের উদ্দেশ্যই হল, চৈতন্য সত্ত্বাতে নিমগ্ন থেকে মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরে মিলিত হওয়া বা বিলিকরন স্থিতিতে বিরাজমান থাকা'।

Mrs. Amiya Banerjee is a Baccalaureate of Arts from Burdwan University. She has keen interest and has read many books on Shri Ramakrishna Paramahansa. She had attended many lectures of Swamyji's (Sanyasis) of Ramakrishna Missions. This article discusses spirituality with supporting events from some real-life stories of Shri Ramakrishna.

কালীঘাট পট

অনাসূয়া দত্ত

গ্রামীণ ধর্মীয় ও লৌকিক শিল্পের হাত ধরে কালীঘাট পট শিল্পর সূচনা। আনুমানিক উনিশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রিটিশ শোষণে পীড়িত মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গ্রাম্য পটুয়ারা জীবিকা নির্বাহর তাগিদে কলকাতা শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে। এই সময়ে দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট মন্দির তীর্থযাত্রী ও বিদেশি পর্যটকদের সমাবেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় জায়গা। গ্রামের পটুয়ারা ধর্মীয় পট বিক্রির আশায়ে মন্দিরের আনাচে কানাচে বসতি শুরু করে – এবং সেখানেই ছবি এঁকে বিক্রি শুরু করে।

বিভিন্ন সমালোচকের মতে এই পট শিল্প অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সহজ চিত্রের প্রকাশ ভঙ্গি– তুলির একটা লম্বা দৃপ্ত মোচড়ে রেখাগুলি আঁকা যেখানে কোন দ্বিধা নেই, সামান্য কাঁপুনি নেই- রেখার চলনগুলির শুরু এবং শেষ ঠাওর করা কঠিন। ছবির প্রান্তরেখা বরাবর শিল্পীরা এক ধরণের স্থূল রেখা টানতেন যার ফলে ছবিগুলির মধ্যে এক তীব্র আকুলতা অনুভব করা যেতো। পটুয়ারা ছবির ভিতরে যে বিশুদ্ধ রঙের গাঢ় থেকে হাল্কা তুলির টান দিতেন তাতে ছবিগুলির আয়তন মাত্রা বজায় থাকতো এবং আরো সংবেদনশীল হয়ে উঠত। এই ছবিগুলির রেখার গুন ও রঙের বিন্যাস সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি- কোণ বিদেশি আর্ট-এর প্রভাবে তৈরি হয়নি।

কালীঘাট পট-চিত্রের প্রবর্তন মূলত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে:

১) ১৮০০-১৮৫০ – পটের মূল বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় ও পৌরাণিক, বলিষ্ঠ রেখা, solid background, উজ্জ্বল রঙ, প্রান্তরেখা বরাবর স্তর নির্মাণ করে আয়তনের আভাস।

২) ১৮৫০ – ১৮৯০ – সামাজিক বার্তাকে তুলে ধরার প্রয়াস, রঙে বিভিন্ন পরিবর্তন, নির্মাণ ভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, কারখানা নির্মিত কাগজে বিদেশী জলরঙের প্রয়োগ।

৩) ১৮৯০ – ১৯৩০ – (ট্র্যাডিশন এর শেষ পর্যায়ে) অনেক বেশি সরলতার দিকে ঝোঁক, শহরের নব্য সমাজকে উপহাস করার প্রচেষ্টা এবং শহরের বিসদৃশ রূপকল্পর সৃষ্টি।

পট-চিত্রের শর্ত অনুযায়ী এইসব চিত্রে কোন শিল্পীর নাম থাকতো না। চিত্রগুলি আঁকা হতো পারিবারিক প্রয়াসে। প্রধান পটুয়ারা প্রাথমিক পেনসিল স্কেচ করে দিতেন। পরিবারের নারীরা ছবির রং তৈরি এবং প্রলেপ দেবার দায়িত্বে থাকতেন এবং সব শেষে পরিণত শিল্পীরা দৃঢ় তূলি চালিয়ে অন্তিম রেখা টেনে ছবির পূর্ণতা এনে দিতেন।

চীন এবং জাপানী চিত্রে যে রেখার গুরুত্ব চোখে পড়ে, বাঙালি পটুয়াদের শিল্পতে এই একই ভাবনার প্রকাশ ঘটে। অনেক চিত্রবিদরা এই শিল্পকে Chinese Calligraphy-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। পরবর্তীকালে ঁযামিনী রায়ের ছবিতেও কালীঘাট পট-চিত্রর আদর্শ দেখা যায় এবং বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ইউরোপিয়ান শিল্পীর চিত্রে এই শিল্প শৈলীর সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

বহু চিত্র ইতিহাসবিদদের মতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই দ্বিপাক্ষিক ছবি আধুনিক শিল্প হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং এর চাহিদা নিজস্ব মহিমায়ে আকাশ ছোঁয়া ছিল। সেই সময়ে কলকাতায় বিদেশী চিত্র সংগ্রহকরা এই ছবি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করেছিলেন এবং আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ইউরোপ এর মিউজিয়ামে আজও সেই সব ছবি সংরক্ষিত আছে।

কিন্তু এই শিল্পকে বেশী দিন ধরে রাখা যায়েনি। এক সময় প্রচুর পরিমাণে ছবি বানানোর তাগিদে এবং আর্থিক মূল্য কম রাখতে শিল্পীরা manual labor কমিয়ে বিদেশী প্রেসের সাহায্য নিতে শুরু করে। লিথোগ্রাফিক প্রেসে প্রচুর পরিমাণে নিম্নমানের নিকৃষ্ট ছবি ছেপে বিক্রি শুরু হয়। কলকাতার শহুরে মানুষেরা এই নিকৃষ্ট মানের ছবির থেকে ভিক্টোরিয়ান শিল্পের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পরেন এবং ধীরে ধীরে এই শিল্পের চাহিদা কমতে থাকে। এছাড়া বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, শৈলীর বৈচিত্র্যের অভাবও এর পতনের কাড়ন হিসাবে ধরা হয়। ১৯৩০ সালের পরে প্রকৃত শিল্পীর অভাবে এই শিল্প সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হয়ে যায়।

কালীঘাট পট তীর্থ যাত্রীদের ধর্ম পূরণের চাহিদা মেটাতে শুরু হলেও এই ছবির ধারা সামাজিক জীবনে বিপুল ভাবে প্রবেশ করে এবং প্রায় একশো বছরের বেশি ভারতীয় চিত্রশিল্পে অক্ষুণ্ন ছিল। গ্রামীণ মানুষের সহজ দক্ষতায় এবং অল্প মূল্যে তৈরি কালীঘাট পট বিশ্বের দরবারে এক নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। ইদানীং কালে বাংলার পটুয়ারা আবার এই শিল্প ফেরত আনার চেষ্টা করছেন- এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম রামপুরহাট জেলার কালাম পটুয়া।

Compiled by Anasua Datta from articles published in Parikrama (Sahitya o Sanskriti Bishayak Patrika) and Websites on Kalighat Paintings

References:

1. কালীঘাট পট: সমাজের করুন মুখচ্ছবি – Published in Parikrama by Sanjay Ghosh
2. বিশ্বের আধুনিক ছবিতে কলকাতার ছবি - Published in Parikrama by Shobhon Shome
3. Artist of a Lost Art by Damayanti Datta – Published in India Today, Oct 12, 2012.

Longtime resident of Ithaca, NY, Anasua Datta was born and brought up in South Calcutta in the vicinity of Kalighat. Currently she is employed at Cornell University in the IT sector.

নেকলেস

প্রভাত কুমার হাজরা

Georgia Atlanta শহরের এক সম্ভ্রান্ত অঞ্চলের চার্চে উইলিয়াম আর ওফেলিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরে মধু-চন্দ্রিকার সময়টা ওরা সমুদ্রের উপর জাহাজে ঘুরে বেড়াবে ঠিক করেছ। Atlanta থেকে Miami বন্দরে ওরা গাড়ী চালিয়ে আসবে। তারপরে সেখান থেকে Royal Caribbean Cruise Line ধরে Key West বন্দরে এসে পড়বে।

উইলিয়াম আর ওফেলিয়া জাহাজে স্থান করে নিয়েছে। ওদের রূপ অর্থ আর সমাজে উচ্চ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সব কিছুর মধ্যে উপছে পড়ছে। এর আগে ওফেলিয়ার একবার বিয়ে ঠিক হয়েছিল ওর সহপাঠী বালক বন্ধুর সঙ্গে। ও বাগদত্তা হয়ে ছিল কিছু দিন। কিন্তু সে বিয়ে ভেঙ্গে গেছল। ওফেলিয়া মন মরা হয়ে ছিল কিছুদিন। তারপর ও উইলিয়ামকে খুঁজে পেয়েছে।

জাহাজ অনেক রকমের যাত্রী নিয়ে ভর্তি। কিছু যাত্রী নিজেদের খেয়াল খুশী মত এই সমুদ্র ভ্রমণটি উপভোগ করতে চায়। কিছু যাত্রী বিবাহ বার্ষিকী পালন করতে এসেছে। তাদের মধ্যে আছে এক বর্ষীয়ান দম্পতি। মিস্টার ওয়ালটার স্মিথ আর স্ত্রী শীলা। ওরা ওদের পঞ্চাশ বছর বিবাহ পূর্তির জন্যে এসেছে।

আর একজন যাত্রী।সে একটু অস্বাভাবিক। ভীষণ রোগা। পোশাক অপরিষ্কার। কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে ও অন্য যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু ভাল করে আলাপ করতে পারছেনা। ওর নাম ভিক্টর। অল্প সময়ের মধ্যে জানা গেল ও ভীষণ জুয়াড়ি। কথায় কথায় বাজী ধরে। একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজে বার করে বাজী ধরতে বাধ্য করে। এ বিষয়ে ওর ক্ষমতা অসাধারণ। বাজীতে যে জিতবে সে কত টাকা পাবে সে অঙ্কটা ও ধাপে ধাপে বাড়িয়ে তোলে।

ভিক্টরের জীবন মোটেই সুখের হয়নি। অল্প বয়সে ওর মা মারা গেছল। ওর বাবা আবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু নূতন পরিবেশে ভিক্টর তেমন স্থান পায়নি। প্রায় সারা জীবন ও ভবঘুরে হয়ে কাটিয়েছে। ছেলে বেলা থেকে বাজী খেলে টাকা রোজকার করায় ও আসক্ত। ও বিয়ে করেছিল একবার। কিন্তু ভিক্টর বাজী খেলার নেশা ছাড়তে পারেনি বলে ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছল।

--- ২ ---

অল্প সময়ের মধ্যে জাহাজ Miami বন্দর ছেড়ে Key West বন্দরে দিকে এগিয়ে চলল। ইতি মধ্যে বাজী খেলার জন্য ভিক্টর একজন যাত্রীকে ধরে ফেলেছে। বাজীর শর্ত হ'ল ভিক্টরের হাতে দশটি তাস থাকবে। তা থেকে বিপক্ষ ব্যক্তি একটি তাস তুলে নিয়ে সব দর্শকদের দেখাবে। তারপর তাসটি ভিক্টরের হাতে ফেরত দেবে। ভিক্টর তখন দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চলনে ঐ তাসটি সব তাসের সঙ্গে মিশিয়ে টেবিলের উপর উবুড় করে রাখবে। এর পরেই আসল বাজী আরম্ভ হবে। বিপক্ষ যদি একবারের চেষ্টায় ওর তাসটি বার করতে পারে তা হলে বিপক্ষ এক ডলার পাবে। তা না হলে ভিক্টর এক ডলার পাবে। মজার বাজী। অনেকই বাজী খেলল। কিন্তু সবাই ভিক্টরের কাছে হেরে গেল। হার জিতের অঙ্কটা খুব কম। তাই ভিক্টর বেশী প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পেলনা।

Key West এ জাহাজ পৌঁছবার জন্যে যাত্রীরা অধীর অপেক্ষা করে আছে। ইতিহাসের পাতায় এই বন্দরটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৯৮ সালে স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধে এই দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নোবেল বিজয়ী Ernest Hemmingway এবং অনেক বিখ্যাত লোক এখানে বাস করতেন। দৈর্ঘ্যে চার মাইল আর প্রস্থে দেড় মাইল এই ছোট বন্দরে প্রায় চল্লিশটি সেতু আছ। তার মধ্যে একটি সাত মাইল লম্বা। ১৯০০ সালে ঝড়ে বিধ্বস্থ এই দ্বীপ আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। এখানে আরও অনেক দেখার মত জিনিস আছে। বন্দরটি ভাল করে দেখবার জন্যে যাত্রীরা জাহাজ থেকে নেমে এসেছে। অল্প বয়সের ছেলে

মেয়েরা ক্যামেরা হাতে নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ভিক্টর তাদের মধ্যে বাজী খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী না পেয়ে ফিরে গেল। পরের দিন সকালে জাহাজ Nassau দ্বীপের দিকে পাড়ি দেবে।

Nassau বন্দরে জাহাজ পৌঁছতে দেরী আছে। জাহাজের উপর যাত্রীরা মহা আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিক্টর বাজী খেলার জন্যে লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ বৃদ্ধ স্মিথ দম্পতিদের উল্লেখ করে ও বলে উঠল —"বন্ধুগণ এই দম্পতি তাঁদের পঞ্চাশতম বিবাহ বার্ষিকী পূর্তির জন্যে এসেছেন। আসুন এই উপলক্ষে আমরা সকলে ওঁদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে ওঁদের বিবাহ আজ থেকে কেবল চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে হয়েছিল।" ভিক্টরের কথা শুনে সব যাত্রীরা অবাক হয়ে গেল। সকলে জানে যে স্মিথ দম্পতি পঞ্চাশ বিবাহ বার্ষিকীর জন্যে এসেছেন। জাহাজের কর্তৃপক্ষ সে জন্যে ওঁদের বিশেষ সম্মানের সঙ্গে স্থান করে দিয়েছেন। জাহাজের সব যাত্রীরা ভিক্টরের কথার প্রতিবাদ করে উঠল। বাজী ধরার এ সুযোগ ভিক্টর ছেড়ে দেবে কেমন করে? এক জন যাত্রী ভিক্টরের সঙ্গে বাজী ধরতে চাইল। হার জিতের অঙ্কটা খুব কম নয়। কিন্তু বাজীর মীমাংসা হবে কেমন করে তা কেউ ঠিক করতে পারছেনা। এমন সময় স্মিথ দম্পতি এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। বললেন ওঁদের বিয়ে হয়েছিল বিয়াল্লিশ বছর আগে। ওঁদের বয়স এখন বাহাত্তর বছর। আরও আট বছর বাঁচবেন কিনা ঠিক নেই। তাই পঞ্চাশ বিবাহ বার্ষিকী একটু তাড়া তাড়ি সেরে নিলেন। হার জিতের টাকা প্রচুর। ভিক্টর অনেক টাকা উপার্জন করল।

--- ৩ ---

আজ সকালে জাহাজ Bahama তে নোঙর করেছে। এই বন্দরের রাজধানী Nassau খুব আকর্ষণীয়। কাঁচের নৌকাতে চড়ে স্ফটিক স্বচ্ছ জলে ঘুরে বেড়ানো, ডলফিন মাছের সঙ্গে সাঁতার কাটা এ সব সুযোগ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তা ছাড়া এ বন্দর শুল্কহীণ। বহু লোক এই সুযোগ নেবার জন্যে এসেছে। একটি সুরক্ষিত বড় ঘরে যাত্রীরা স্থান করে নিয়েছে। আকাশ চুম্বি দামের নেকলেস, হিরের আংটি আরও পণ্য সামগ্রী স্তরে স্তরে সাজানো আছে। উইলিয়াম আর তার নবপরিণীতা স্ত্রী ওফেলিয়া নানা ধরণের গহনা দেখে ঘুরে বাড়াচ্ছে। একটা সুন্দর নেকলেস দেখে উইলিয়াম ওফেলিয়ার জন্যে কিনবে ঠিক করল। এ কথা শোনা মাত্র ওফেলিয়া চমকে উঠল। কিছু বলবার থাকলেও বলতে পারলনা। একটু পরে বলল—" না না। আমার তো একটা নেকলেস আছে। উইলিয়াম বলল--- "হ্যাঁ। জানি। তবে তুমি বলেছিলে নেকলেসটা মেকী মুক্ত দিয়ে তৈরি একটা সস্তা নেকলেস। নয় কি?" অবশ্যই ঠিক। ওফেলিয়া বলেছিলে নেকলেসটা ওর প্রথম প্রেমিক ওকে উপহার দিয়েছিল। একটু পরে উইলিয়াম আর একটা নেকলেসের দিকে আঙ্গুল তুলে বলল—"এই নেকলেসটা আসল মুক্ত দিয়ে তৈরি। তুমি নেবে?" ওফেলিয়া বলল—"না। না। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। তারপর আবার একটা নেকলেস? " ওফেলিয়ার জন্যে নেকলেস কেনার কথা ঐ খানে শেষ হয়ে গেল। একটু পরে উইলিয়ম হঠাৎ লক্ষ করল ভিড়ের মধ্যে ভিক্টর মনোযোগ দিয়ে একটার পর আর একটা গহনা দেখে চলেছে। উইলিয়াম ভিক্টরকে নিচু চোখে দেখে। ও মনে মনে বলল একটা বাজী খেলায় আসক্ত অশিক্ষিত কৃপণ লোক এখানে কি করছে?

--- ৪ ---

জাহাজ যে পথ ধরে এত দূর এগিয়ে এসেছে সে পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে Miami বন্দরে। যে দিন জাহাজ বন্দরে পৌঁছবে তার ঠিক একদিন আগে জাহাজের ক্যাপ্টেন যাত্রীদের জন্য একটি নৈশ ভোজের আয়োজন করেছিলেন। অতিথিদের জন্য প্রচুর খাদ্য আর পানীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোজ পর্বের শেষে সকলে নিজেদের পছন্দ মত গ্লাস ভর্তি পানীয় হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ উইলিয়াম দেখল ভিক্টর দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বেশী পান করার জন্যে অপ্রকৃস্থিত। উইলিয়ামও তাই। ভিক্টর আজ পর্যন্ত একবারও বাজী ধরে হেরে যায়নি। উইলিয়াম ঠিক করল আজ ও ভিক্টরকে হারিয়ে দেবে। ও ভিক্টরকে লক্ষ করে বলল---" সাধারণ লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আপনি বাজী জিতেছেন। একবার আমার সঙ্গে বাজী ধরুন।" কথার মধ্যে যে খোঁচাটা ছিল তা ভিক্টর সহ্য করতে পারলনা। বেশ উস্মিতা দেখিয়ে বলল---"আমি বাজী ধরে বিপক্ষকে হারিয়ে দিই ঠিক। কিন্তু তার কারণ সব বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে বলে তাই। বেশ তো একটা কিছু নিয়ে আমার সঙ্গে বাজী ধরুন।" দুজনের মধ্যে তর্কা তর্কী চলল কিছুক্ষণ। কিন্তু কি নিয়ে বাজী ধরা হবে তা ঠিক হয়নি। Nassau বন্দরে সেদিন উইলিয়াম অনেক নেকলেস দেখেছে।

একটা নেকলেসের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। উইলিয়াম জানে ওফেলিয়া সব সময় একটা নেকলেস পরে থাকে। এখনও পরে আছে। ওফেলিয়ার গলা থেকে নেকলেস খুলে হাতের মধ্যে রেখে উইলিয়াম ভিক্টরকে বলল—" এই নেকলেসটার দাম কত বলতে পারেন?" উইলিয়ামের হাত থেকে নেকলেসটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করল ভিক্টর। তারপর বিনা দ্বিধায় বলল—"এ নেকলেস অত্যন্ত দামী। এর দাম অন্তত দশ হাজার ডলার।" উইলিয়াম চমকে উঠল। তারপর বিদ্রূপ করে বলল---" একটা মেকী মুক্ত দিয়ে তৈরি তুচ্ছ নেকলেসের দাম দশ হাজার ডলার? আপনার জ্ঞান সীমিত অথবা আপনি মূর্খ। আপনি আপনার বাজী ফিরিয়ে নিন।" ভিক্টর ভর্ৎসণা মিশিয়ে বলল—"এ শর্মা বাজী ফেরত নেয়না। তার কারণ সে কখনও বাজী ধরে হেরে যায়না। ভিক্টর আরও বলল—আপনি যদি হেরে যান তাহলে আমাকে কত টাকা দিতে চান?" উইলিয়াম বলল—"আমি হেরে গেলে আপনাকে দশ হাজার ডলার দেবো। আর আপনি হেরে গেলে আমাকে কত টাকা দেবেন?" এক মূহুর্ত সময় নষ্ট না করে ভিক্টর বলল---"আমি হেরে গেলে আমার ব্যাগে যত টাকা আছে তা আপনার হাতে তুলে দেব।" দুই পক্ষ যখন তর্ক করে চলেছে তখন ওফেলিয়া সবার অলিক্ষিতে স্বামীর পিছনে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে। মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। ওফেলিয়া একবার মুখ তুলে ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে দেখল। ভিক্টরও তখন ওফেলিয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। দুজনের দৃষ্টি এক মূর্তের জন্যে একত্রিত হ'ল। তারপর সব কিছু চুপ চাপ। এত বড় একটা বাজীর মীমাংসা কি হয় জানবার জন্যে সকলে অপেক্ষা করে আছে।

ভিক্টর তখন হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল। নেকলেসটা তখনও ওর হাতে। নেকলেসের দু'একটা মুক্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ও আবার ভাল করে পরীক্ষা করল। তারপরে নেকলেসটা দুই হাতে তুলে হতাশার সুরে বলল "বন্ধুগণ আমি ভীষণ গাফিলতি করেছি। তার জন্যে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। এই নেকলেস খুবই সস্তা দামের। এই মুক্তগুলো একেবারে মেকী। যে হীরা-গুলো দেখছেন তা মোটেই হীরা নয়। শুধু ভাঙ্গা কাঁচ। এই বাজীতে আমি হেরে গেলাম। আমি ভুল করেছি। তার মূল্য আমাকে দিতে হবে। এই কথা বলে ওর ব্যাগের সব টাকা টেবিলের উপর ফেলে দিলো। একজন লোক ব্যাগে এত টাকা রাখতে পারে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। ভিক্টর যখন হার স্বীকার করেছে তখন ওর আর কোনও দায়িত্ব নেই। উপস্থিতিরও প্রয়োজন নেই। খালি ব্যাগ হাতে নিয়ে ও নিজের কেবিনে চলে গেল।

পরের দিন জাহাজ Miami বন্দরে এসে পৌঁছল। যাত্রীরা একে একে জাহাজ থেকে নেমে আসছে। কিন্তু ভিক্টরের দেখা নেই। বোধ হয় ও এখনও নিজের কেবিনে আছে। উইলিয়াম একবার ভিক্টরের কেবিনের দিকে তাকিয় বলল—" ব্যাটা জুয়াড়ি জীবনে আর কখনও বাজী ধরবেনা।"

Pravat Hazra lives in the Boston area, he is a retired Professor and renowned writer in Bengali Language in the United States.

শংকুর ইতিহাস সাধনা

সুশোভিতা মুখার্জি

সুন্দর একটি শরতের সকাল, পুজো প্রায় দোরগোড়ায় এসে গেছে, শংকুর বাবা চেয়ার এ হেলান দিয়ে ভাবছেন অতীতের কথা। আজ শংকু ফিরছে বস্টন থেকে নাতিকে নিয়ে। শংকু এখন খ্যাতনামা ধ্রুপদী সঙ্গীতশিল্পী, আমেরিকা গিয়েছিল বঙ্গ সম্মেলনের আমন্ত্রণ পেয়ে। তাঁর মন পরে গেল বিশ বছর আগের কিছু স্মৃতি।

শংকু সেদিন হাফ ইয়ারলি ইতিহাস পরীক্ষা দিতে যাবে। বাবা অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন আর ঠাকুমা এক কোনে গম্ভীর মুখে জপ করে চলেছেন। তাতে শংকুর কোনো তাপ উত্তাপ নেই। যাকে বলে "যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই"। কোয়াটার্লি পরীক্ষায় সে বিরাট গোল্লা পেয়েছে। টিকা লিখতে দেওয়া হয়েছিল "পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট এক্ট অফ বেঙ্গল। পাঠকরা যাঁরা ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা জানেন ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস এই আইন প্রচলন করেছিলেন। জমিদার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এইভাবে জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। শংকু মাথা চুলকে এক পাতা লিখে দিয়েছিলো যে এই আইন ব্রিটিশরা চালু করেছিল পারমামনেটলি সেটল করবার জন্যে। পেণ্ড স্যার শুধু কানমলা দিয়েই শান্ত হননি, পরীক্ষার খাতায় বড় করে শূন্য এঁকে দিয়েছিলেন। নেহাত কোয়াটার্লি পরীক্ষাতে প্রোমোশান এর ব্যাপার নেই, তাই সে যাত্রা শংকু বেঁচে গিয়েছিলো।

শংকুর বোধগম্য হয়না মানুষ ইতিহাস কেন পড়ে। মুঘল আর ইংরেজদের উপর তার খুব রাগ। ঐ ব্যাটাদের জন্যেই ইতিহাস বই দুশো পাতা বেড়ে গেছে। গুনে দেখেছে সে। ওই মোটা বইটা দিয়ে একটাই ভালো কাজ হয় পড়বার সময়, সেটা হলো বালিশ। পরীক্ষার সময় সাল গুলো খুব জ্বালায়। দাদু বলেছিলেন অপ্রয়োজনীয় জিনিস মাথায় না রাখতে। ব্রেনের মধ্যে তার সব সময় ঘুরপাক খাচ্ছে গুলতি, ঘুঁড়ি, লাটাই, ক্রিকেট, গাভাসকার। ওই সব সাল টাল মনে রাখবার মতো স্থান তার মগজে নেই। তাই চোথাই ভরসা। ভালো চোথা বানানোও একটা জটিল এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ইতিহাস বইয়ের আশি শতাংশ জরুরি তথ্য, যেগুলোর ব্যবহারিক জীবনে কোনো প্রয়োজন নেই, অথচ পরীক্ষার খাতায় না লিখতে পারলে ফেল অনিবার্য, সেগুলোর স্থান হয় চোথায়। একটা এক ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি কাগজে ছোট্ট ছোট্ট হরফে লেখা। এতই ছোট যে নিজেরই পড়তে অসুবিধা হয়। মুশকিল হয় পেণ্ডস্যার কে নিয়ে। তিনি নিজগুনে বিড়াল হয়ে গেছেন। তিনি নাকি চোথার গন্ধ পান এবং চোথা যার কাছে আছে তাকে ধরে ফেলেন, তা সে যেখানেই লোকানো থাকে না কেন - জ্যামিতি বাক্স, হাতঘড়ির নিচে, বগলের তলায়, কোনো জায়গায়ই নিরাপদ নয়। একবার ধরে ফেললেই হলো। স্কেলের মার্ আর বাড়িতে কমপ্লেন। এছাড়াও শংকু বিশেষ কিছু রচনা তৈরি করে রাখে যেমন বাবর, আকবর, নেতাজি, গান্ধীজি। এগুলো লেখার ছক এক। প্রথম লাইনে মনীষীর নাম, তারপর জন্মদিন, জন্মস্থান, বাবা, মা কাকার নাম, কি কি করেছেন, আর মারা যাওয়াতে কি ক্ষতি হলো। মোটামুটি লিখে দিলেই হলো।

তাই আজকের সকালবেলাটা গুরুত্বপূর্ন। ঠাকুরমা সকাল থেকে নাতির কপালে দইয়ের ফোটা লাগাতে ব্যস্ত।

মা চিত্কার করে বলতে লাগলেন "প্রশ্নপত্র মন দিয়ে পড়বে, যেটা জাননা সেটা পরে লিখবে"। হাফিয়ার্লি পরীক্ষা থেকে ২৫ শতাংশ নম্বর ফাইনালে নেওয়া হবে, তাই চিন্তার বিষয়। প্রশ্নপত্র দেখেই শংকুর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। প্রথম প্রশ্ন "টিকা লেখ, একজন ক্রীড়া অনুরাগী মোঘল সম্রাট সম্বন্ধে। শংকু চোথা হাতড়ে দেখল যে চোথা তে লেখা নেই। বইতে পড়েছে কিনা মনে করতে পারলনা। পাশে বসা হনুমন্ত র সাথে চোখাচোখি হতেই সে ফিসফিস করে বলল পতৌদি পতৌদি , সে মাদ্রাজের ছেলে, নাম হনুমন্ত রাও। অঙ্কে খুব মাথা, কিন্তু ইতিহাসে শংকুর মতই নৈব নৈব চ। শংকুর বুক থেকে যেন পাথর নেবে গেল। সত্যি তো, পতৌদি তো রাজাও ছিলেন আবার ক্রিকেট ও তো খেলতেন। ঠাকুরমা ঠিক কথাই বলেন, তেঁতুল জল খেলে বুদ্ধি বাড়ে। এর পর শংকু পেন নিয়ে একনাগাড়ে দু পাতা লিখল- পতৌদির জন্ম কোথায়, কোথায় ক্রিকেট খেলা শিখেছিলেন, কটা সেঞ্চুরি, লর্ডস এর মাঠে কটা ছক্কা, মন খুলে লিখল। পরীক্ষা শেষ হবার পর খাতা জমা দিয়ে জল খেয়ে, বন্ধুদের সাথে গল্প করে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ নিতেই শংকুর যেন বাঘের মুখে পা পড়ল। দূর থেকে শংকু দেখল পেণ্ডস্যার গর্জন ছাড়তে ছাড়তে তার দিকে

ষাঁড় এর মতো এগিয়ে আসছেন। "কোথায়, যাওয়া হচ্ছে শুনি"? "পতৌদি যে আগের জন্মে আকবর ছিল একথা কস্মিনকালে পড়িনি। তুই কি আমার চাকরিটা খাবি"? কালকেই বাবাকে দেখা করতে বলবি"। এদিকে সমস্যা দাঁড়ালো যে শংকু পেগু স্যারের ভালো নামটাই ভুলে গেছে। বাবা ইতস্তত করে বললেন "ওনাকে তো আমি পেগুবাবু বলতে পারিনা, নামটা জানা দরকার। বিরক্ত হয়ে বললেন "এই তোর দোষ শংকু, স্যারের নামটাও জানিসনা? তাই গাড্ডা খাচ্ছিস। দুরেই শংকুর মাতৃদেবী সেলাই করছিলেন। ফস করে বললেন "আচ্ছা স্যার পেগু বললে কেমন হয়?" পরের দিন শংকুর পিতৃদেব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো করজোড়ে স্যারের সামনে উপস্থিত হলেন। কথোপকথন ঠিক মনে নেই। পেগুস্যার বলেছিলেন "অধমের নাম পল্লব কান্তি ঘোষ, ছাত্ররা পেগু বানিয়ে দিয়েছে. স্যার খুব নরম ভাবে বলেছিলেন "শংকু খুব ভালো ছেলে, তবে ইতিহাসের ব্যাপারে বড় উদাসীন"।

শংকুর মাতৃদেবী খুব কড়া ধাঁচের মানুষ। তিনি বাড়িতে কার্ফু দিলেন, শংকুর পাঁচটার পর বাড়ির বাইরে থাকা চলবেনা, আর বাপেরও ক্লাবে গিয়ে তাস পেটানো চলবেনা। ছেলের ভূত ভবিষ্যত নষ্ট হচ্ছে, গোল্লায়ে যাচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। বাবার এই হেনস্থা দেখে শংকুও মুখ কাঁচুমাচু করলো। যতই হোক বাবা তার পরম বন্ধু, সে ক্রিকেট ম্যাচই হোক বা ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের খেলা। মনে মনে ঠিক করলো, ইতিহাসটা এবার পড়তে হবে।

এক রবিবার সকালে বাবা আর শংকু তে ইতিহাস চর্চা শুরু হলো। এপাতা সেপাতা পড়বার পর বাবার নজর পড়ল শাহজাহানের ছবিটার ওপর, বললেন জানিস শংকু, এই শাহজাহান অতি দরদী সম্রাট ছিলেন, তিনিই তো অনবদ্য সৃষ্টি করেছেন তাজমহল, কত কবি, নাট্যকার যে শাহজাহান কে কেন্দ্র করে রচনা লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে আছে তো? "এই কথা জানিতে তুমি ভারত সম্রাট শাহজাহান, কালস্রোতে বয়ে যায়, যৌবন ধনমান"। শংকু শুধু একটি "হু" শব্দ করলো। তারপর ডি এল রয়ের শাহজাহান নাটকটা? অন্ধ শাহজাহান, চোখে অশ্রুধারা বইছে, তাজমহলের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল তুলে বলছেন "ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়ে", বাবার বাচনভঙ্গি বোধ হয় বেশি আবেগপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কাজের মেয়ে টুসি বেনি দুলিয়ে ঝাঁটা হাতে ঘরে ঢুকতেই একলাফে ঘরের বাইরে। সোজা মাতৃদেবীর কাছে নালিশ "মা, বাবু কেমন করতেছে"। মা বললেন "দাঁড়া উনি ছেলে পড়াচ্ছেন"। মাথা নাড়িয়ে টুশি বলল "না না বাবুকে নিশ্চই ভুতে ধরেছে"।

এইভাবে কিছুদিন গেল। শংকুর কিছি উন্নতি হয়েছে। প্রায়ই সে ইতিহাস বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। গরমের ছুটিও এসে গেল। বাবা একদিন বললেন "ইতিহাস ভালবাসতে হলে শুধু বই পড়লেই হবেনা। চাক্ষুষ দেখতে হবে"। কিছুদিন পরে বাড়ি ফিরে বাবা চারটি ট্রেনের টিকেট এগিয়ে দিলেন মার দিকে। সগৌরবে বললেন আমরা দিল্লি আগ্রা লখনৌ যাব, বেড়ানো হবে, ইতিহাস চেনাও হবে। দিল্লিতে নেমে শংকু বিস্ময় চারিদিক তাকিয়ে দেখে, বড় বড় রাস্তা, বাড়ি, গাড়ি যা তাদের ছোট শহরে কিছুই নেই | মা বাবার সঙ্গে শংকু গেল লাল কেল্লা দেখতে যা তৈরী করেছিলেন সম্রাট আকবর। এই দুর্গ তৈরী হয়েছিল সাত বছর ধরে। পাশেই যমুনা বয়ে যাচ্ছে। পর পর দেখল দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, যার একটি কোন দেখিয়ে গাইড বলল, এখানেই থাকতো ময়ুর সিংহাসন। দেয়ালের এক কোনে আমির খুস্রুর লেখা সেই লাইনগুলি খোদাই করা যার বাংলা তর্জমা হলো "স্বর্গ যদি কথাও থাকে সে এখানে"। এর পর তারা ঘুরে দেখল মতি মসজিদ, হায়াত বক্স ইত্যাদি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল | বাবা আঙ্গুল তুলে বললেন এই লাল কিল্লা শুধু মোঘল সাম্রাজ্যেরই সাক্ষী নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও জড়িত, ১৯৪৭ সালে এখানেই জওহরলাল নেহেরু ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন"।

পরের দিন যাওয়া হলো ফতেহপুর সিক্রি। দুর্নিবার এর আকর্ষণ। অদ্ভূত তার স্থান নির্বাচন। মাইলের পর মাইল সমতলের মধ্যে একটি ছোট পার্বত্যভূমি। শত্রুর অতর্কিত আক্রমন থেকে থেকে রক্ষার জন্যে তৈরী হয়েছিল এই দুর্ভেদ্য নগরী। লাল পাথরে ঘেরা বিরাট মিনার। বিরাট প্রবেশ দ্বার বুলন্দ দরওয়াজা। বিস্তিত চত্তর। চারিদিকে সূর্যরশ্মি চড়িয়ে পড়ছে সমানভাবে। চারিদিকে লাল পাথর, মাঝখানে স্বেত মর্মরে গড়া ফকির সেলিম চিস্তির সমাধি – মনে হয় যেন ধ্যানস্থ এক মহাযোগী। সর্বধর্মে বিশ্বাসী সম্রাট আকবর একই জায়গায় তৈরী করেছিলেন মন্দির, মসজিদ আর গির্জা। একই জায়গায় গড়ে উঠেছিল নতুন ধর্ম দিন-ই-ইলাহী। মহলের পর মহল পার হলো শংকু। হিন্দুস্থানী গাইড পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল আর একটানা সুরে বলে চলেছিল ইতিহাসের কথা। বাবা আবেগের সাথে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে উঠেলন "হে মোর চিত্ত পুন্যতির্থে জাগোরো ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে," এর পর শংকুরা চাঁদনী রাতে তাজমহল দেখল। শংকু মুগ্ধ হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরলে ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করলেন "শংকু কি দেখলি রে?"

শংকু মাথা নেড়ে বলল "অনেক কিছু"। তারপর মাথা চুলকে চিত্কার করলো "আমার দেশ মহান"।

বছরের শেষ প্রায় এসে গেল , ফাইনাল পরীক্ষার আর বেশি দেরী নেই। একদিন পেগুস্যার ক্লাসে বললেন "এবারের পরীক্ষার পদ্ধতিটা অন্যরকম হবে"। পঁচিশ নম্বর থাকবে হাফিয়ার্লি আর ক্লাসের পরীক্ষা থেকে, পচিশ থাকবে লিখিত পরীক্ষা থেকে, আর পঞ্চাশ থাকবে ক্লাসের নাটকে অভিনয় থেকে। ছাত্ররা নিজেরাই পাঠ বেছে নেবে, নিজেরাই সাজ পোশাক ও সংলাপ তৈরী করবে। নাটকের নাম হবে আকবর দ্য গ্রেট। স্কুলের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য ক্লাসের ছেলেদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে। হনুমন্ত শংকুর কানে ফিসফিস করে বলল "তু আচ্ছা গাতা হ্যায়, তানসেন বন যা"। বাড়ি ফিরে ঠাম্মার কাছে সমস্যার কথা জানাতেই, তিনি বললেন "তোর আর মোঘলের গুতুনি গেলনা"। এর পর এসে গেল নাটকের দিন। হল ভর্তি ছাত্র ও শিক্ষক। পেগুস্যার স্টেজের সামনে বসেছেন খাতা কলম নিয়ে। স্টেজে রয়েছেন আকবর সাথে রয়েছেন বীরবল, কবি ফইজি, রাজা মানসিংহ। তানসেন মিসিং। সে সাইড স্ক্রিন এ বসে লুচি পায়েশ গোগ্রাসে খাচ্ছিল, সময় বুঝে স্টেজে ঢুকবে বলে। প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা চলছে। কে কি সংলাপ বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা। হলে মৃদু গুঞ্জন। দুই সেপাই বারবার চিত্কার করতে লাগলো "দিল্লির মসনদ তথা ভারতবর্ষের সম্রাট মহম্মদ আকবর উপস্থিত। তাতে কোনো লাভ হলনা। আকবর দুতিনটে হাই তুলে বসে রইলেন। মানসিংহ এক ধাক্কা মারতেই আকবর নাকি সুরে বলে উঠেলন "আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা"। সন্তু অর্থাত মানসিংহ বলল "শাহেনশাহ আপনি কি কাল রাতে ঘুমোননি?" আকবর বললেন "না তা নয়" সন্তু ফিসফিস করে জিগেশ করলো "হয়েছেটা কি তোর"? আকবর বললেন আমার কন্টাক্ট লেন্স হারিয়ে গিয়েছে। প্রম্পটার বেগতিক দেখে বললেন "সবাই কন্টাক্ট লেন্স খোঁজ"। সন্তু চিত্কার করে বলল "রাজ দরবারে শত্রু ঢুকে পড়েছে, খুঁজে বার করতে হবে। এইভাবে সবাই লেন্স খুঁজতে লাগলো। শংকু দেখল এই সুযোগ। গানটা গেয়ে ফেলা যাক। সে তানপুরা নিয়ে স্টেজে ঢুকে পেগুস্যারের চোখাচোখি হতেই বলে ফেলল "নমস্কার স্যার"। ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো স্যার চেয়ার এর ওপর লাফিয়ে উঠে চিত্কার শুরু করলেন "মাইনাস দশ, কথাটা স্যার নয়, জাহাঁপনা হবে"। এরপর শংকু বন্দিশ গাইল রাগ মিঞা কি মালহার, "বিজুরী চমকে বরসে, মেহরায়া আইলো"। মা তাকে যত্ন করে এই রাগটা শিখিয়েছিল। গান শেষ হতেই অডিটোরিয়াম করতালিতে ফেটে পড়ল।উত্তেজিত পেগুস্যার চিত্কার করে বললেন "তুই আমার মান বাঁচিয়েছিস, I আই গিভ ইউ ১০০ পার্সেন্ট, প্রোমোটেড টু স্ট্যান্ডার্ড এইট"।

এর পরে শংকুকে ফিরে তাকাতে হয়নি। বহু বছর পেরিয়ে গেছে। আজ সে প্রতিষ্ঠিত গায়ক। দেশে বিদেশে তার গানের অনুষ্ঠান হয়। শংকু ইতিহাসকে আর অনীহা করেনা , কারণ তার সঙ্গীত চর্চার নেপথ্যে রয়েছে তার বাল্যজীবনের ইতিহাস চর্চা।

কল্লিং বেল বেজে উঠলো। বাবার দিবাস্বপ্নে ছেদ পড়ল। শংকুর গানের পরে সেই হাততালি আজ মনে আছে তাঁর।

Sushovita Mukherjee

Sushovita Mukherjee lives in Ohio, she is a research scientist in Ann Arbor Michigan, and writes humorous stories in her spare time

মার্কিন খামার

গৌতম সরকার

আমি যেখানে থাকি সেই দক্ষিণ মিনেসোটায় শহরগুলোর বাইরে গেলেই দেখা যায় ক্ষেত, খামারবাড়ি, চাষি এইসব। অ্যামেরিকার ছোট-বড় সব শহরের ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। এখানে চাষবাস করা যায় শুধুই গ্রীষ্মকালে। এপ্রিল মাসে বরফ গলার পর, মে মাসে বীজ বপন, আর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকেই ফসল গোলায় তোলা; কারণ অক্টোবরের শেষেই তো আবার হয় স্নোয়িং শুরু আর নইলে শুরু তার জন্য দিন গোনা।

এদিকটায় চাষ হয় মূলত ভুট্টার। সেই ভুট্টার বেশিরভাগটাই আবার চাষ করা হয় গোরুকে খাওয়ানোর জন্য, কারণ মানুষই তো খায় আবার সেই গোরুকে! ভুট্টা ছাড়াও মূলত চাষ হয় আলু, নানান ধরণের বিনস্, আর সূর্যমুখী ফুলের (যার বীচি থেকে পাওয়া যায় তেল)।

এখানকার বেশিরভাগ চাষিদের (হয়তো সব চাষিরই) ছোটোখাটো প্লেন ওড়ানোর লাইসেন্স থাকে, কারণ ওরা প্লেন উড়িয়েই পেস্টিসাইড ছড়ায় ওদের ক্ষেতে। চাষিরা বেশ ধনী; বাড়ি, গাড়ি (একাধিক) এইসব তো থাকেই, সাথে থাকে চাষাবাদের প্রচুর জমিজমা, সরঞ্জাম আর এমনকি পেস্টিসাইড ছড়ানোর ঐ প্লেন পর্যন্ত! সব মিলিয়ে শহুরে মধ্যবিত্তদের থেকে এরা বেশী বিত্তবান।

তবে এদের ধন নয়, বছর তিরিশ আগে এদেশে আসার পর প্রথম প্রথম আমাকে যা অবাক করেছিলো (এখনো করে) তা হোল এই চাষিদের জ্ঞানের গভীরতা। চাষিরা মোটামুটি সকলেই নিদেনপক্ষে হাইস্কুল-গ্র্যাজুয়েট, আবার অনেকের কলেজ ডিগ্রীও থাকে; চাষাবাদ সংক্রান্ত বিষয়েই, এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং বা জেনেটিক-ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত! আমার ধারণা এই চাষিরা আমাদের কোলকাতার ইউনিভার্সিটির গড়পড়তা বটানি, জুওলজি বা ঐ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলজের স্নাতকদের থেকে গাছপালা, পোকামাকড় বা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বেশী জানে! আর শুধু জানেই না, সেই জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে রোজ কাজেও লাগায়, চাষের কাজে। দেশে ছাত্রাবস্থায় 'সবুজ বিপ্লব' সম্পর্কে পড়েছি, কিন্তু 'সবুজ বিপ্লব' যে ঠিক কতটা 'সবুজ' হতে পারে তা এদেশের ক্ষেত-খামার না দেখলে ঠিক জানতেই পারতাম না! পাঞ্জাবের সর্ষের ক্ষেত, বাংলার ধানের ক্ষেত, কেরালার নারকোলের 'ক্ষেত', কলোম্বিয়ার কলার ক্ষেত, ইটালির টমেটোর ক্ষেত বা জার্মানির আঙ্গুরের ক্ষেত; এইরকম অনেক ক্ষেতই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার - তবে অ্যামেরিকার ক্ষেতগুলো আলাদা, বিজ্ঞান, বিপ্লব আর ব্যবসা মিলেমিশে একাকার। দেখে মালুম হয় যে চাঁদ-মঙ্গলগ্রহ পাড়ি দেওয়ায় বা ফি-বছর সায়েন্স-টেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় গুচ্ছের খানেক নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় নয়, অ্যামেরিকার আসল কৃতিত্ব হোল 'সেই টেকনোলজিকে' মানুষের সবচেয়ে প্রাথমিক প্রয়োজনের স্তরে, এমনকি এই চাষাবাদের প্রাথমিক স্তরেও এইভাবে কাজে লাগানোয়। আবার এইসব দেখার পর এও মনে হয়েছে যে এর জন্য আবার 'বিপ্লবের' দরকার কেন? এই চাষিগুলো-তো দেখছি কোনরকম 'বিপ্লব' না করেই দিব্যি চারিদিক সব সবুজে-সবুজ করে দিয়েছে! এইসবের কন কিছুর জন্যই যে কন রকম বিপ্লবের দরকার হতে পারে তা নিশ্চয় এদের ধারনার বাইরে। এই চাষিদের অনেকেই মহিলা।

ক্ষেতের ফসল ছাড়াও এদের থাকে 'লাইভ-স্টক' - গুচ্ছের খানেক গোরু, ভেড়া, শুয়োর, মুরগী এইসব। ফসল ফলানোর কাজ গ্রীষ্মকালের মধ্যে শেষ হলেও এই 'লাইভ-স্টক' সংক্রান্ত কাজ চলে সারা বছর। তবে এইসবের অনেক কিছুই করা হয় কৃত্রিম উপায়ে। যেমন গাই-গোরুর সাথে গাভীর 'মিলন' চাষিদের না-পসন্দ (গাই-গাভীদের রাখা হয় আলাদা খোঁয়াড়ে)। অথচ গাভীরা সারা বছরই অন্তঃসত্ত্বা! সৌজন্যে বেশ বড়সড় সিরিঞ্জ, যাতে কোরে চাষিরা গাই-গোরুর থেকে বার করা স্পার্ম (দোকানে কিনতে পাওয়া যায়) ঢুকিয়ে দেয় গাভীর শরীরে। এই গাভীদের কথা ভেবে আমার খারাপ লাগে; মিলন-সুখ যে কি জিনিস তা এরা জানতেও পারে না, শুধু জানে প্রসব-যন্ত্রণা! আর যখন প্রসবে আসে অক্ষমতা, তখন এদের নিয়তি কারোর রান্না-ঘরের পথে। শুয়োর, ভেড়ার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। পুরুষ আর মহিলা ভুট্টা, বিনস্ বা সূর্যমুখী ফুলের 'মিলনও' নৈব নৈব চ;

এদের ফলনের সৌজন্যে থাকে জেনেটিক-ইঞ্জিনিয়ারিং! গোরুর দুধ দোয়ানো হয় মেশিনের সাহায্যে, পাম্পের মাধ্যমে যা সোজা চলে যায় 'ঠাণ্ডা'-ঘরে। দুধে যে জল মেশানো যেতে পারে তা শুনলে এরা হয় হাসবে, নইলে মান-হানির মামলা করবে (কারনে-অকারণে মামলা রুজু করতে এরা আবার ওস্তাদ)। লাইভ-স্টক দেখাশোনা করার চাষিদের সাধারণত বলা হয় 'ডেয়ারি-ফার্মার' বা 'পোল্ট্রি-ফার্মার'; যাদের মুল কাজ হয় দুধ, ডিম বা মাংস সংক্রান্ত, শস্য নিয়ে নয়।

চাষিদের খামারগুলো সাধারণত হয় পরিবার ভিত্তিক, বংশ পরম্পরায় তা হস্তান্তরিত হয় পুরুষানুক্রমে। একই চাষি পরিবারে এমনটা দেখতে পাওয়া একেবারেই বিচিত্র নয় যেখানে পরিবারের সকলেই চাষাবাদের কন না কন বিষয়ে ইউনিভার্সিটির স্নাতক - হয়তো বাবা ভুট্টা সংক্রান্ত জেনেটিক-ইঞ্জিনিয়ারিঙয়ে, মা ডেয়ারি-সায়েন্সে আর ছেলে মেকানিকাল-ইঞ্জিনিয়ারিঙয়ে। স্বভাবতই বাবার কাজ শস্য ফলানো, মায়ের কাজ দুধ দোয়ানো (মেশিনের সাহায্যে), আর ছেলের কাজ বাব-মায়ের কাজের কল-কব্জাগুলোকে চলনসই রাখা। খামারের সামগ্রিক ধারণা হোল যে খামারে বেড়ে না উঠলে খামার ধরে রাখতে পারা বা খামারের কাজ করা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ, ডাক্তার বাবা-মার বাড়িতে বড় হওয়া কেউ হটাত কোরে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে না যে সে চাষি হবে (অ্যামেরিকান সমাজে চাষি হওয়া বা ডাক্তার হওয়ার মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই, দুটোই প্রায় সমান সম্মানজনক জীবিকা)! এর আবার একটা মর্মান্তিক দিকও আছে, সৌজন্যে 'ডিভোর্স' - যখন 'ওলসন' পরিবারের মেয়ে 'স্মিথ' পরিবারের খামারে বৌ হয়ে আসার পর ডিভোর্স চায়! পুরুষানুক্রমে তিল-তিল কোরে গায়ের রক্ত জল কোরে গড়ে তোলা স্মিথ-খামারের একাংশ তখন চলে যায় 'ওলসন' পরিবারের মেয়ের জিম্মায়, যে হয়তো চাষাবাদের কিছুই জানে না। তবে এই মর্মান্তিক পরিণতিতেও কন রকম মারামারি বা খুনোখুনির কথা কোনদিন শুনিনি; এরা সভ্য, ডেমোক্রেসিতে এরা বিশ্বাস করে - কোর্টের রায়কে এরা মেনে নেয়, তা সে এমনিই হোক বা অ্যানটাই-ডিপ্রেসেন্ট বা মদ খেয়ে।

আর অবশ্যই আছে 'ননীতে চোনা' - একটু খোঁজ নিলেই জানা যায় যে এদের এই খামারগুলোর এই চাষির বৌয়ের সাথে ঐ খামারের ঐ চাষির ভাইয়ের, ঐ খামারের ঐ চাষির বাবার সাথে সেই খামারের সেই চাষির মায়ের এমন সব জটিল সম্পর্ক আছে যা আবার আমরা কোলকাতায় বসে ভাবতেও পারবো না! বলা যেতে পারে যে এদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনে 'বেশ গভীর' ভাবে। ঐ গোরু-ভেড়াদের 'না-মিলন' সুদে-আসলে পুষিয়ে দেয় খামারগুলোর চাষি পরিবারের সদস্যরা। ক্ষেতে শস্য উৎপাদনের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলে খোঁয়াড়ে গোরু-ভেড়া-শুয়োরের উৎপাদন আর খামার পরিবারে শিশু উৎপাদন। বলা বাহুল্য যে এই শিশুদের জিন-পুলের রকম-ফের ঐ শুয়োর-সূর্যমুখী বা ভেড়া-ভুট্টাদের তুলনায় বেশ কম!

ভরা ক্ষেতের সবুজ আর হলুদের সমারোহ দেখতে আমার বেশ লাগে, দেখলেই মনে হয় যে রং-তুলি নিয়ে বসে পড়ি, আর এর খানিকটাকে কাগজের 'ফ্রেমে' বন্দী করে রেখে দি নিজের কাছে। অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের ছুটির দিনের দুপুরগুলোয় যদি কখনো 'একা' লাগে, তখন একাই বেড়িয়ে পড়ি; 'লং' নয়, 'সর্ট-ড্রাইভে' - শহর ছাড়িয়ে। ভরা ক্ষেতগুলো দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়, তখন আবার বাড়ি ফিরে আসি, সাথে নিয়ে আসি ওদের খানিকটাকে 'বন্দী' করেই – কিছুটা আমার ক্যামেরার ফ্রেমে আর বাকীটা আমার মনের ফ্রেমে।

Gautam Sarkar was born and raised in Kolkata, India. He moved to the US for higher study after his graduation from Ballygunge Government high school. He is a research-chemist by academic training and by profession, and a Bengali writer and music lover by heart. Over all, a lover of life!

বিশ্বরূপ কি? কখন এবং কার দর্শন হয়?

শ্রী আচার্য অমল শাস্ত্রী

গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপের দর্শন দিয়েছিলেন। ভাগবত, মহাভারত এবং শ্রীমদ ভগবৎ গীতা, এই তিন মহান ভারতীয় গ্রন্থের রচয়িতা শ্রী ব্যাসদেব ভগবৎ কথার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বও লিখেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'বিশ্বরূপ দর্শন যোগের' মাহাত্ম্যের গূঢ়, অন্তর্নিহিত এবং সারতত্ত্বের ব্যাখা বহু মহান ঋষি মুনিরা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন। যেমন, সপ্তশ্রী জ্ঞানেশ্বর মহারাজ তাঁর জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থে গীতার একাদশ অধ্যায়ের 'বিশ্বরূপ দর্শন যোগ' কে ব্যাপ্ত এবং অদ্ভুত রসের সংমিশ্রনে রচিত বলে ব্যাখা করেছেন।

ভগবৎ ভক্তের জন্যই ভগবানের 'বিশ্বরূপ'। 'বিশ্বরূপ দর্শন যোগ' কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১) বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জুনের প্রার্থনা।

২) শ্রী ভগবানের দ্বারা অর্জুনকে 'দিব্য দৃষ্টি' দান।

৩) অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন।

৪) বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য অর্থাৎ ভক্ত কি করলে বিশ্বরূপের অনুভূতি হয়?

৫) বিশ্বরূপ দর্শনের ফললাভ।

ঈশ্বরের 'বিশ্বরূপ' রূপবিহীন অপরূপা। দর্শন হবার পূর্বে জীবাত্মা অর্থাৎ ভক্ত যে স্থিতিতে বিরাজ করে, তাকে অজ্ঞের স্থিতি বলা হয়। কিন্তু ভগবৎ দর্শনের বা অনুভূতির পর ভক্ত প্রাজ্ঞের স্থিতিতে গমন করে।

অর্জুন ভগবানকে বলছেন, "হে কৃপাবৎসল, হে ভক্তকাম, হে কল্পদ্রুম, আপনি আমার এবং এই নিখিল বিশ্বের ভক্তের ওপর অনুগ্রহ এবং কৃপা করার উদ্দেশ্যেই আপনি বলেছেন, 'নিজেকে জান'?" 'Know thyself'. বহু মহান ঋষি ও সাধুরা বলেছেন 'Forget thyself'.

অর্জুন ভগবানকে বলছেন, "হে পরমপুরুষ পরমাত্মা, আপনি 'ত্বম' শব্দের (তুমি কে?) গীতার প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত তার মূল ব্যাখ্যাও আপনি করেছেন। তারপর সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে দশম অধ্যায় পর্যন্ত 'তৎ' শব্দের (ভগবান কে?) অর্থাৎ পরম ব্রহ্মের মীমাংসাও আপনি করেছেন। তাই আজ আমার 'ত্বম' এবং 'তৎ' শব্দের সম্যক উপলব্ধি হবার ফল স্বরূপ আমার দেহের, মনের কামনা, বাসনা বিদূরিত হয়ে আমি মোহমুক্ত। আজ এখন, কেবল মাত্র আপনার অব্যয় স্বরূপ দর্শনের জন্য আমার আত্মা লালায়িত।"

"হে করুণাসাগর, ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আপনি আমাকে 'জীবাত্মা' স্বরূপ কি এবং 'আত্মা' কে, তার বর্ণনা করেছেন।"

আত্মতত্ত্বের জ্ঞান, দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হবার পর, বিষয় লালসা, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ইত্যাদি থেকে 'আত্মা' সম্পূর্ণ ভিন্ন, আত্মা স্বয়ং প্রকাশ, এই আত্মা অজ, পূর্ণের অংশ এবং মুক্ত। 'এই প্রবজ্ঞের স্থিতি, হে দয়াময়, আপনি আমাকে প্রদান করেছেন।"

অজ্ঞের স্থিতিকে লোকে মনে করে, পড়াশুনা করেনি। ঈশ্বরের জগতে অজ্ঞের অন্য অর্থা "It is a state of mind which always likes to remain with the worldly affairs only and also, the mind is in an in-experience state of Godly affairs." অথবা 'জীবাত্মা' অনিত্য ও 'আমি' লিপ্ত, ব্যস্ত, বদ্ধ , জড়িত।

বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দশ ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আবৃত।

"হে পরমেশ্বর, আপনার অনুগ্রহে আজ আমার 'মোহ বিদূরিত। হে জগৎপ্রভু, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে পরম গূহ্য তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। 'আমি' কে? 'তুমি' কে? তোমার সাথে আমার এবং জগতের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? তারও জ্ঞান আপনি আমাকে প্রদান করেছেন। আপনি আমার শোক নিবৃত্তির জন্য, অনুগ্রহ এবং কৃপা করে আত্মা, অনাত্মার বিবেক বিষয়ের জাগৃতি করেও ব্যাখ্যা করেছেন।"

"হে কমল পত্রাক্ষ, তুমিই আমার আত্মা। তুমিই আমার সব কিছু। আমার চিত্ততে তোমার স্বরূপ উদ্ভাসিত। আমার হৃদরোগ বিদূরিত হয়েছে।"

"All these days, I was suffering from worldly attachment of cancer. Today, now, I am totally cured by your divine answer."

"আজ আমি শান্ত, তোমার গুপ্ত অধ্যাত্ম বিদ্যার জ্ঞান দানে আমি তৃপ্ত। তোমার পরম কৃপাতে আমার দেহের মোহ এবং ভ্রমাত্মক স্থিতি বিদূরিত। মোহ অয়ং বিগতামম।"

এর পরের শ্লোকে অর্জুন বলছেন, "দ্রস্টুম ইচ্ছামি, তে, রূপম, ঐশ্বর্জ্যম্ পুরুষোত্তম্।"

"হে জগৎপ্রভু, হে পুরুষ-উত্তম, তোমার জ্ঞান, ঐশ্বর্জ্য, শক্তি, বীর্জ্যাদি সম্পন্ন, তোমার যে পরম তত্ত্ব রূপ, তা দেখার অভিলাষ আমার মনে।"

পরের শ্লোকে অর্জুনের ভক্তি এবং বিনম্রতা।

" মথ্য ষে, যদি, তত্ শক্যং, ময়া দ্রস্টুম?"

"হে ভগবান, তুমি, তোমার ঐ রূপ আমাকে দেখাবার যোগ্য যদি মনে কর, তাহলে তোমার অরূপ-রসময়, নিত্য আত্মার দর্শন করাও।"

ভগবান ভক্তবৎসল। ভক্তের ভগবান। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের প্রার্থনার ভাষায় ভগবান গদগদ এবং বিহ্বল। ভগবান বলেছেন, " হে পার্থ, তুমি আমার ঐশ্বর্য রূপ দর্শন করো।"

পরমুহূর্তে ভগবানের খেয়াল হল, "এই জগতের জীবাত্মার ইশ্বরের রূপ বা বিশ্বরূপ দেখতে, বুঝতে, উপলব্ধি বা অনুভূতি কোনও দিনই হয়না বা হতে পারে না। "

"ভগবৎ কৃপায়, ঐশ্বরীয়, দিব্য জ্যোতির ধারাতে (transmission of divine power), দেহ বোধ ভস্ম হয়ে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ভগবৎ-স্বরূপ অনুভূতির জন্য জিগীষার সৃষ্টি হয়।"

এই জগতে একটি মাত্র কথা – তা হল জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার অর্থ জানবার, শুনবার, আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা – মানুষের বুদ্ধির কৌতূহল। অথবা, জিজ্ঞাসার অন্য অর্থ হল, বুদ্ধি, দেহ, মনের ইচ্ছা ও কামনা বা বাসনা। কিংবা শঙ্কা ও কুশঙ্কা, যাকে doubt বলা হয়। In Spirituality, doubt is a poison.

এবার জিগীষার অর্থ কি? ভক্তের হৃদয়ে জিগীষার সৃষ্টি কেবল মাত্র ইশ্বরের জন্য হয়। "জিগীষার জাগৃতিতে ভগবানের অনুভূতি হয়। সেই উদগ্র প্রেরণাতে জগতের সর্ব প্রশ্নের সমাধান হয়ে ভক্ত মুমুক্ষু স্থিতিতে গমন করে। মুমুক্ষু স্থিতিতে ভক্তের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। মুক্তির অবস্থায় ভক্ত জগতের থেকে মুক্ত হয়। ভক্ত সমস্ত কামনা, বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ঐশ্বরীয় অনুভূতির রস আস্বাদনে প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে, সর্ব সময়ে ইশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগত থেকে মুক্ত হয়ে, মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে। যা একমাত্র জিগীষার স্থিতির দ্বারাই সম্ভব। Attached with eternity and detached from the world. আজ ভগবৎ ভক্ত অর্জুন জিগীষার স্থিতিতে, মন্দিরের গর্ভ গৃহে অমূর্ত বিগ্রহের সম্মুখে বা ঈশ্বর সান্নিধ্যে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে, রথে ভগবান সামনে, অর্জুন পেছনে। এই জগতের জীব তার সংকুচিত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে, অজ্ঞানের অন্ধকারে নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখে বলেই জীবের ইশ্বরের স্বরূপ বা বিশ্বরূপ উপলব্ধি হয় না। ইশ্বর অনুভূতি হবার জন্য স্থিতির প্রয়োজন হয়। ঐশ্বরীয় জ্যোতির ধারাতে ইশ্বরই স্থিতি নির্মাণ করে দেন। ইশ্বর অনুভূতি হবার নানা প্রকার ভূমি, স্তর বা স্থিতি আছে।

১) জাগ্রত অবস্থা ২) স্বপ্নাবস্থা ৩) সুষুপ্ত অবস্থা ৪) তুরীয় অবস্থা

ইশ্বর দর্শনের লগ্ন বা মুহূর্ত তখনই আসে যখন জীব বা ভক্ত যথার্থ প্রবুদ্ধ হবার পরই ইশ্বরের অনুভূতি করে। এর পূর্ব অবস্থা নিদ্রিত, মৃত, ঘুমন্ত বা অজ্ঞের স্থিতিও বলা হয় অথবা চেতনার অভাবে জড়তায় আচ্ছন্ন, আবদ্ধ বা বদ্ধ জীব ইশ্বরের জগত থেকে মৃত বা নিদ্রিত; প্রকৃত অবস্থা, স্বচেতনার অভাব বা অচেতনার স্থিতিতে স্থিত।

উদাহরণের জন্য মহাভারতের সভাপর্বের ৩৪ অধ্যায়ে শিশুপালও অজ্ঞের স্থিতিতে, খুবই অপ্রিয় কটু বাক্য ভগবানকে বলেছিলেন। যোগী পিতামহ ভীষ্ম তখন শিশুপালকে বললেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই মানবের উৎপত্তি এবং বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সৃষ্ট।"

চর্ম চক্ষুর দ্বারা পরমাত্মার অনুভূতি কোনদিনই সম্ভব নয়। ভৌতিক জগতের মন, চিত্ত, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারে আবৃত এই দেহের চক্ষুতে বিভিন্ন প্রকারের বাধা, বিঘ্ন, শঙ্কা, কুশঙ্কা, প্রশ্ন ও ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়। দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি কেবল মাত্র ভৌতিক জগতেরই জন্য।

অর্জুন আজ চতুর্থ স্থিতিতে ঈশ্বরানুগত, ঈশ্বরান-মুখ, ঈশ্বরান্য অভিলাষা। তাই অর্জুন বন্ধন মুক্ত, ভয় মুক্ত, অন্তরে দিব্য জ্ঞানের ভক্তিতে, তার ভালবাসার দ্বারের অর্গল খুলে গিয়ে, ইশ্বর অনুভূতি করবার জন্য অর্জুনের হৃদয় লালায়িত। অর্জুন দিব্য চক্ষু লাভের শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করেছেন বলেই আজ পরমাত্মার অতি সান্নিধ্যে।

অর্জুন বললেন, "দ্রস্টুম, ইচ্ছামি তে রূপম্।" তখন ভগবান বলছেন, " হে অর্জুন, তোমার এই চর্ম চক্ষু দ্বারা আমার অব্যক্ত রূপ দর্শনে সমর্থ হবে না।" তাই ভগবান বললেন, দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ", অর্থাৎ তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি।

ভগবানের দিব্য জ্যোতির ধারাতে অর্জুনের অন্তর চক্ষু খুলে গেল। দিব্য চক্ষু দান করবার পর ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ কি, তা একটি মাত্র শ্লোক দ্বারা বললেন, "হে পার্থ, আমার এই দেহে, একত্রে অবস্থিত চর-অচর সমস্ত জগত তুমি দর্শন করো। এই শব্দগুলির গূঢ়,গূহ্য, অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই যে, এই বিশ্ব মণ্ডলের মধ্যে চর-অচর, সমস্ত জীব, পদার্থ, হে অর্জুন, তুমি দেখ। এই সমস্ত পদার্থ চিত্তমণ্ডলে প্রতিভাত হয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যা কায়ারূপে রূপান্তরিত হয়, তার পরিণামও তুমি দেখতে পাবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, সব কিছুই তুমি পরাবস্থার (পর-অবস্থা) স্থিতি লাভ করবার ফলেই কুটস্থ স্থিতির ফল স্বরূপ আজ বিশ্বরূপ তোমার কাছে প্রতিভাত হবে। তাই তোমার কিছুই অজানা থাকবে না। আজ তুমি এই অলৌকিক জ্ঞান চক্ষু লাভের দ্বারা (অন্তরচক্ষু উন্মীলিত) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব বস্তু, তাও তুমি উপলব্ধি করতে পারবে।"

অর্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করছিলেন, সেই সময় কুরুক্ষেত্রের ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে এগারো হাজার অক্ষৌহিণী সেনা বর্তমান ছিল। অথচ ভগবানের ঐ দিব্যরূপ বা বিশ্বরূপ কেউই দর্শন করল না বা জানতে পারল না, এটা কি করে সম্ভব? এর এই কারণই হল বিশ্বরূপের বিশেষতা। পরমাত্মার বিশেষ রূপ। ভগবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কোন বিশেষ রূপ ধারণ করেন নি। তাই ভগবান বলছেন, "ময়া, তত ইদম সর্বম"। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপে পূর্বেও পূর্ণ ছিলেন, ভবিষ্যতে পূর্ণ এবং আজ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রেও পূর্ণ। "আমি অব্যক্ত রূপে এই সমস্ত জগত ব্যাপিয়া আছি। স্থিতঃ = আমি আছি অদৃশ্য রূপে।"

ভগবান পূর্ণ এবং পূর্ণতাতে সদা সর্বদা বিরাজমান। সেই পূর্ণ রূপই বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের অর্থ 'absolutism'অর্থাৎ পূর্ণ বা পূর্ণতা। খণ্ডের দ্বারা বা অংশের দ্বারা পূর্ণতার উপলব্ধি সম্ভব নয়। নদী সাগরে মিলে যাবার পর নদীর পূর্ণতা। পূর্ণের অনুভূতি হতে হলে 'to experience fullness, dissolution of self-entity' এর প্রয়োজন হয়। 'শূন্য ধাতু, ভবে ৎ প্রাণঃ'। শূন্য হতে জগত এবং শূন্যতাতে লয়। পরমব্রহ্মের বা পূর্ণতা অনুভূতি জন্য পর-ব্রহ্মের কৃপারও প্রয়োজন হয়। 'There should arise an inner sentiment of love toward infinite or God'.

পরমেশ্বরের অনুভূতির জন্য জগতের সর্ব প্রকারের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে হবে। 'Actually it is a sense of liberation and victory or liberation from worldly attachments.'

অর্জুন ভগবানের দিব্য স্বরূপ দর্শন করবার পর ভগবানের সপ্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

১) ত্বম আদিদেব = যখন কিছুই ছিলনা, তখন তুমিই আদিদেব ছিলে।

২) পুরুষঃ পুরাণস্য = তুমি অনাদি, যুগের অন্ত হলেও তুমি অনাদি।

৩) ত্বম অস্য বিশ্বস্য পরম-নিধানম্ = এই বিশ্বের তুমি পরম নিধান।

৪) বেত্তাসি = তোমাকে কেউ জানতে পারে না, তুমি একমাত্র জ্ঞাতা।

৫) বেদ্যংচ = অর্থাৎ জানবার কিছু নেই তোমাকে ছাড়া।

৬) পরংচ ধাম = তুমি হলে পরম ধাম।

৭) ত্বয়া, ততং বিশ্বম্-অনন্তরূপ = তুমিই বিশ্বের অনন্ত রূপ।

"কৃষ্ণম্ বন্দে জগতগুরুম্, সর্বম্ কর্মম্ শ্রীকৃষ্ণম্ অর্পণম্ অস্তু"। আমার সর্ব শ্রী ভগবানে অর্পণ করে আনন্দ অনুভব করছি।

Acharya Amol Shastri completed his Master Degree on Astrology from Maharaja Sayaji Rao University. Shastriji has studied Bhagwat Gita, Ramayana and Mahabharata extensively and during discourses, he has elaborated the inner and spiritual meaning of the Hindu scripture in various temples of USA and also in India. In his words, 'Gita is a vast subject and is a guide for any one irrespective of caste, creed or religion'. Acharya is Yoga practitioner for last 30 years and has a center at home, in Vestal, NY.

Lake Ontario

View beyond the clouds

Arpan Dasgupta: Age- 12, Grade- 7

About Durga Puja

Banshika Mangal

Introduction: On Durga Puja day, millions of people come together and celebrate the victory of Durga Devi. Durga Devi is the goddess of Shakti (power). People decorate the stage and the temples. After doing the puja of Durga Devi, the people then hold singing and dancing programs on the elaborate stage. It is said that Durga Devi killed the demon Mahishasura. This is why the holiday honors not only life, culture, traditions, and customs, it also celebrates the victory of good over evil.

What is Durga Puja: The Durga Puja is a worship dedicated to Durga Devi. Durga Puja is one of the biggest Hindu religious festivals of India. It celebrated throughout the country with great happiness. This puja is also called Durgotsav or Navaratri. During this puja, the people decorate stages (also called pandals), and bring idols of Durga Devi and her children to home. These idols are the most important part of this puja. On the tenth day of the Ashwin month, which is also called Dashami, the idols of Durga Devi and her children are taken to a body of water, nearby river, or lake. The idols of Durga Devi and her children are then emerged in the water. This day fills everyone with sadness because it marks the farewell of Durga Devi. However they are happy that they had enjoyed the four days and in spirit, they exchange gifts and there are big feasts of sweet and spicy dishes, many mouth-watering desserts, and of course the bhog (religious food given to the gods.) They continue the dancing and singing programs and have a good time.

Who celebrates Durga Puja: People all over India observe Durga Puja, but this holiday is really significant and most acknowledged by the people in West Bengal and Assam. People who do the puja of Durga and Shiva are Bengalis, Assamese, Odias, and Biharis. (Bengalis are Indo-Aryans who are from Bengal. Odias are also Indo-Aryans that are from a region located in eastern India. Assamese are from Assam. They are a mix of many religions: Hindu, Sikhs, Christians, and many more. Biharis are people who live in Bihar which is an Indian state.) This Puja is majorly celebrated in the state of West Bengal in Kolkata.

Where is Durga Puja celebrated: Durga Puja is celebrated all over India, Bengal, most of southern Asia and the rest of the world. One of the most popular places to observe the Durga Puja is in Kolkata. People living in Kolkata, celebrate this festival in ways that can't be put into words. There are fireworks, colorful lights, decorated idols and temples, loud music, and much more. Durga Puja is also celebrated in Assam, Odia, Bengal, India, and Delhi.

When is Durga Puja celebrated: As per the Hindu calendar, the puja starts on the sixth day of the Ashwin month and ends on the tenth day of the Ashwin month which occurs in September or October. That is why this festival occurs in the season of autumn. This worship lasts for four days every year.

Why is Durga Puja celebrated: Durga Devi is honored for many reasons. One of the most important reasons we pray to her is because she defeated the buffalo demon Mahishasura. It was a time of victory of good over evil. Through a long time of praying and meditating, Mahishasura got a boon from Brahma that no human or god could kill him. Using his powers for evil, Mahishasura began to destroy cities and villages. To destroy him, Durga Devi was born and she finally killed this evil buffalo/human. To this day, we celebrate Durga Devi for her braveness, and power.

How is Durga Puja celebrated: People celebrate Durga Puja in many various ways. They decorate the stage and idols with flowers and colorful lights. Women wear new sarees and men wear new kurtas (traditional dresses). People cook only vegetarian food and set of fireworks in their neighborhood. They dance, sing, and do activities each and every day. The celebration lasts for four days. The puja rituals are long and very complicated. There are many parts to it. Still, one thing is for sure, the holiday is a fun time for all.

Conclusion: In conclusion, Durga Puja is a widely popular celebration for Hindus and Bengalis. It is not only a prayer to the gods, it is also a day of fun activities and musical programs. The Durga Puja is a day to honor the goddess Durga Devi and the good she has done for us. Not only is this puja dedicated to Durga Devi, it is also dedicated to her husband Shiva. The Puja is happy time for all. People enjoy putting on new clothes, receiving and exchanging gifts, and most of all, the celebrations of Durga Devi. Jai Maa Durga!

Banshika Mangal: Age- 12, Grade- 7

Ella Bagchi Age 8, Grade 3

Lisa Paul Age 7 Grade 2

Lisa Paul Age 7; Grade 2

Rhea Paul, Age 9; Grade 4

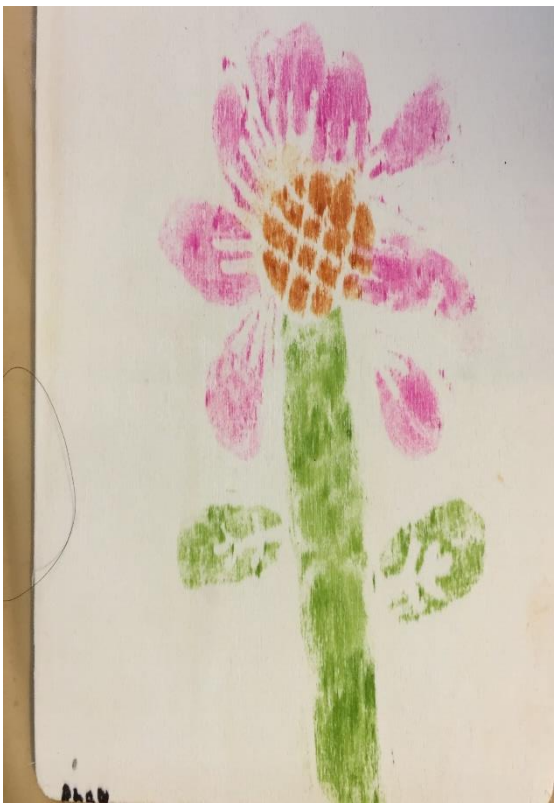

Rhea Paul, Age 9; Grade 4

Sureeta Das age 8; Grade 3

Sriram Chakravadhanula Age11: Grade 6

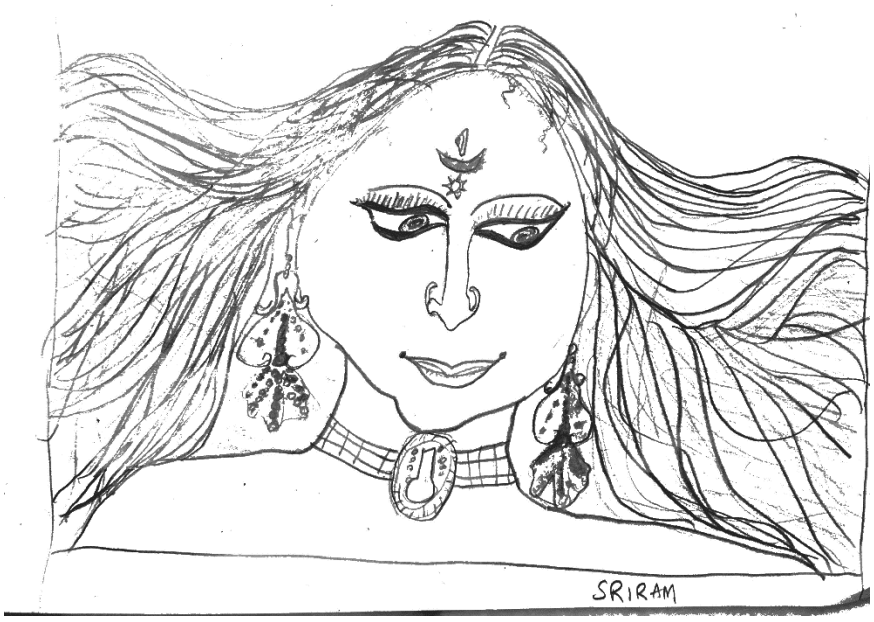

My trip to Agra

Meenakshi Chakravadhanula

This year, on my trip to India during my summer vacation, I went to visit the Taj Mahal. On my way there, I went to visit Fatehpur Sikri and the Agra fort. The great Mughal emperor Akbar lived in Agra fort and visited Fatehpur sikri often. I learnt about the Mughal empire and the seven kings that ruled during that time. The seven Mughal emperors were Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangazeb, and Bahadurshah.

Akbar's grandson Shahjahan had the Taj Mahal built. He had so much love for his wife, Mumtaz Mahal, so he made the Taj Mahal, as a tomb for her. During the process of giving the birth to a child, she died. It took twenty two years to build the Taj Mahal. It was built with pure white marble. The designs laid out on the walls and floors of the monument were done by beautiful colorful stones bought from different parts of the world.

Akbar's courtyard at Agra fort

When Shahjahan was getting old, he decided to build the black Taj Mahal as a tomb for himself, but since he has used up a lot of his money, he couldn't do so. So after he died, they buried him in the Taj Mahal, next to his queen Mumtaz. I also saw the Taj Mahal from its back side, from the place where they wanted to build the black Taj Mahal, now called 'Mehtaab Gardens'. 'Oh what a beautiful sight?'

I also happened to see Agra fort in Agra. It has long and beautiful corridors, big gardens and nice architecture. Akbar's son Jahangir was gifted a huge bath tub by the king of Jaipur, Raja Maan Singh. The bath tub was shaped like a huge cup! I saw the bathtub in the fort.

Agra is known for its famous 'petha'. This is a sweet made out of sugar and green squash, a variety found in India. I really liked the petha!! It is now my favorite sweet.

Meenakshi Chakravadhanula

Age 7; Grade 2

My Adventures in India

Arpan Dasgupta

I woke up with excitement in the air. Today, my parents and I are going to start our journey to India! This year, I graduated to 7th grade and won an award in excellence in photography, I was going to middle school.

First, we have to go to a marriage and then we'll go to India! The marriage was held in Hilton, Boston, I met many of my friends there. There was a grand piano there that me and my friends played our songs we knew.

After the marriage, there was a big party. The hotel had a club inside it. Unfortunately, only one friend came with me into the club. The music was so loud that even when I tried my hardest to cover my ears, the music would still sound like the volume that I would normally listen to music! My friend on the other hand, didn't cover his ears at all. When we came out, these were mine and his exact words.

"Ok, how are your ears not bleeding right now?" I said.

"Everything that I'm hearing right now is kind of muffled." he stated in a worried state.

He even said that his ears were ringing a little bit. That was my first time ever being in a club. Fun, but way too loud!

After the marriage, my parents and I went to our cousin's house. They were planning on going to Europe this summer but their flight cancelled and they lost a lot of money. They were sad so they requested if we could stay at their house before going to India. Nothing really happened there because my 15 year old cousin nephew (yes… I said nephew) doesn't really talk that much. Well, to me at least.

I have 2 nephews. One I was going to visit in India named Zico, who is 5 years old, and another who's in New Jersey and is 3 years older than me, named Rick. From my perspective, relationships in families can get pretty weird.

After a day of staying at our cousin's house, we finally arrived at JFK. My mom and I were the only ones going, but my dad was staying because he had a lot of work to do and we were only going to be gone for two weeks. This was the very first time my dad didn't come to India with me and my mom. We gave our goodbyes and left to India.

I don't know about you, but I have this extremely bad habit of staying awake as much as I can when I'm on flights to take advantage of the movies. I think I watched like 6 movies and they were all 2 hours long. In total, that's 12 hours going straight with no sleep. Then, my mom and I hopped on the next flight and it was 6 hours, I fell dead asleep in the airplane through the whole entire flight.

When we finally arrived at Kolkata, I felt like getting on those tables where you get to write your immigration slip and just sleep on there.

Finally, after the long process of getting our suitcases, my mom and I visit our cousins.

My cousin sister, Tusi told that her son (Zico) was running around the house and then yelled at my sister's mom (My Mashi, "Bhomma") that he's excited, like she didn't understand that enough. Each time we come to India, I give Zico a lot of toys that you can't find in Kolkata. I played a lot with him. I also taught him the basics of chess. I also downloaded a few games on his computer. He calls the bishop an elephant for some odd reason. This year, he told me to buy him pokemon.

My family and I went to this huge mall called Acropolis Mall. It had a huge arcade there, where Zico and I played a lot. My family also bought me many sherwanis and T-Shirts.

I also went to another mall called Metropolis Mall with my cousins who were related with my father biologically. They bought me a few T-Shirts that I liked. I bought my cousin sister, Brishti, a rubik's cube. She instantly mixed it up and said to her eldest brother, Abhik to fix it. He didn't know but I knew, so I offered to solve it. It was hilarious because she was very new to the world of rubik's cubes and didn't know how to solve it. I had a very complex strategy into learning how to solve the rubik's cube.

Step 1: Search up on youtube "How to solve rubik's cube."

Step 2: Get some popcorn and watch the video with your rubik's cube.

Step 3: Solve it!

Step 4: If it didn't work, repeat steps number 1, 2 and 3!!!!

Anyways, after that situation, my mother and I went to Pune to visit my other cousins. My uncle, Shona Mama, loves to take me on trips with his scooter, motorcycle and car. Scooters and motorcycles are very popular in India due to all the traffic there from the overpopulation. My uncle bought me many of my favorite sweets along with many clothes.

All of us (Shona Mama, Mami, Dida, Mashimoni, Tito, my mom and I) went to a hill station, Lonavala, Khandala, and Malouli on top of a mountain where you could see a very beautiful landscape. My cousin brother, Tito, who came all the way from his workplace, Delhi, took me on many adventures with him. I also asked him how old he was because at some point in Kolkata, I asked Tusi if I'm 7 years older than her son, Zico, and she said yes, and it was the same age difference between her and Tito.

At first, I asked if he was 25. "Older," he said. "30?" "Older." "500?" "Older." "500 billion years old?"

He finally answered and said, "I am 133.78 billion years old, because matter was created 133.78 billion years ago by the big bang. Everything you see right now is made up of matter, so am I. Therefore, I am 133.78 billion years old."

That was a pretty good way to get out of telling how old you are and at the same time, give a lesson about of universe. Smooth. He was most probably the only thing that actually kept me away from being bored. We went on for hours chatting about the universe, hacking, and computers. He is a computer whiz.

Anyways, after we arrived to the sight for the breathtaking landscape, we took many photos and went down the mountain to find a place to eat. After eating, we planned on going to this hill where people shower

at from the waterfall, but due to the vigorous rain at India during Monsoon season, there was about a foot of water on the path to the hill where people take showers. My brother and I went on the top of the hill to see the Bhushi Dam from where the water that people take showers from, comes from. My mom along with her sisters were worried. But I was very excited!

While Tito and I were going to Bhushi Dam, all of a sudden, it starts pouring rain! After around 10 to 15 minutes we continue our journey. Tito told me where to step. We finally arrived at the top of the hill and took a selfie. While we were going down the slippery rocks, my brother gave me two options, the very easy steps down the slippery rocks or the big step. I chose the big step and I slipped a little but he was holding my hand so I was okay. The splash of water hit my pants and now they were wet. We both laughed.

While coming back from Bhushi Dam, all of us went to a Dhaba for dinner. It was extremely delicious.

After spending a week in Pune, my mother and I went back to Kolkata again. I was thankful for the opportunity to play more with little Zico.

After 4 days, it was finally time to come back to America. My mother and I were bringing along with us my Meshobaba (Eldest Mashi's husband). To this day, my Meshobaba and I are playing table tennis every day in our basement, walking outside, taking photos, playing the piano, and much more. I also showed him my school and the neighborhood. On the last week of July, we went to Thousand Islands! It was a mesmerizing experience for my Meshobaba. On the first weekend of August, we went to Howe's Cavern. Even after this, there was New York City, Baltimore, Washington D.C, Niagara Falls, and much more! This summer will certainly be one of the most enjoyable summers in my lifetime.

Arpan Dasgupta: Age 12, Grade- 7

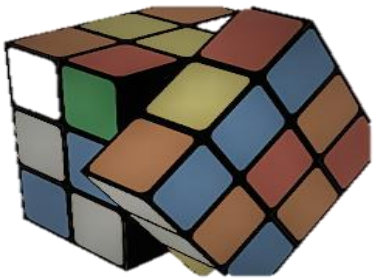

Alpona

Vaswati Biswas

Alpona is a traditional art evolved from a folk one in Bengal. This art is a style of decorating and designing the floor with beautiful designs. In Bengal Alpona is drawn or painted with white liquid comprised of rice powder and water during auspicious occasions like festivities, celebrations or ceremonies. However, nowadays the medium of paintings have been replaced by chalk and paints and other mediums.

Sharing some alpona designs drawn by me during our son's wedding.

Vaswati Biswas was born in Kolkata and is a longtime resident of upstate New York with connection in Santiniketan. She is artistically inclined, a classical kathak dancer, enjoy doing various arts, loves to travel and explore new cultures.

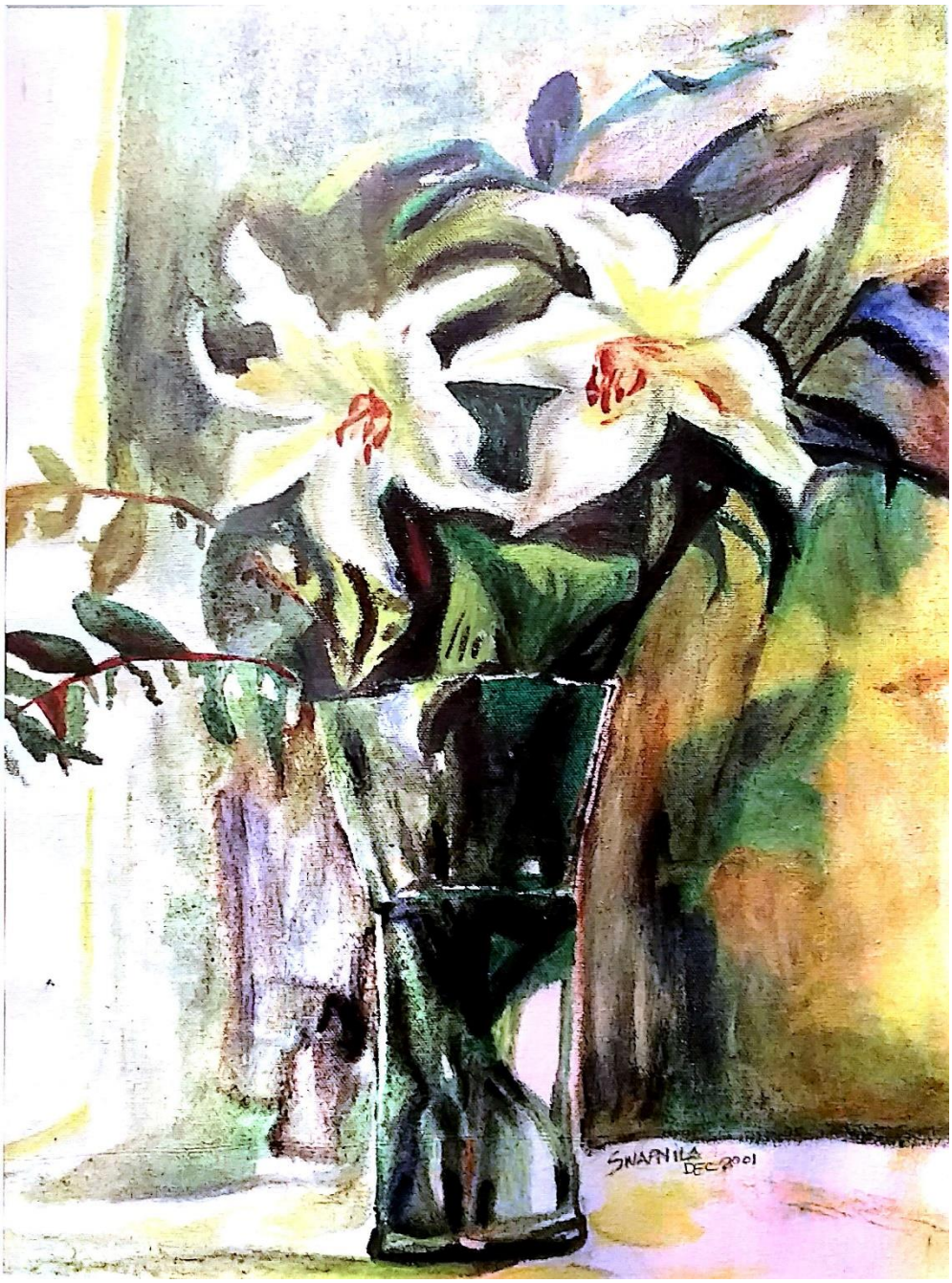

Swapnila is a mother of two daughters and lives in Manlius. She has a background in interior designing. Besides painting, her hobbies include gardening, traveling and cooking. This particular oil painting was inspired by a bouquet of flowers gifted by her husband.

Shakuntala

Dipa lives with her husband Arnab and 11 years old son Arpan in Utica, NY since 2002. Painting is her passion and loves to paint using Water color, Oil paint, Acrylic etc. She got many prizes in All India Art Competitions.

Gopa Roy currently lives in Jadavpur, Calcutta. She loves oil painting, water color, cooking, saree and dress designing and playing Sitar.

Tempest

The Unveiling Ebb

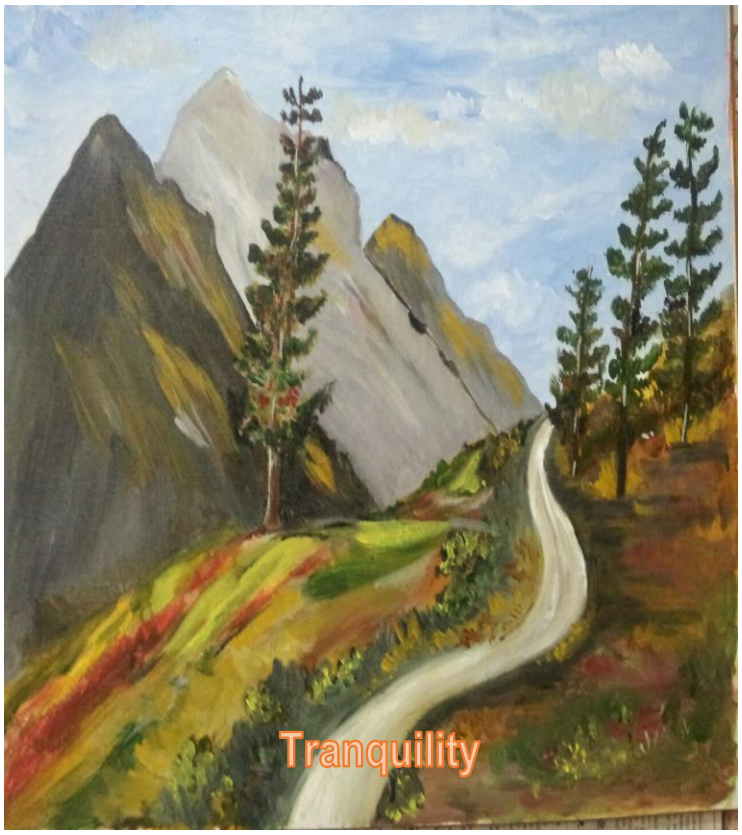

Amrita Banerjee lives in Kolkata. She studied History in Loreto College, Calcutta. Her medium of painting is oil and watercolor.

Destination

Words: Asish Mukherjee

Drawing: Amrita Banerjee

I asked the mighty ocean
That's buoying me all along
"Can you take me to my quay?'
"Sure" roared the sea
While the waves leaped in glee
"But do you know your way?"
I have sailed the calm lagoon
Glowing in the silver moon
And braved your harsh tempest
Seen your heaving waves
Throw foam in different ways
But where's the end of my quest?
I am a puny man
With no means for navigation
Alas I've no direction

"There's no port to greet thee"
Laughed the wide, deep sea
'cause I am your destination".

Asish Mukherjee lives in Ohio, he is a surgeon by profession. Asish loves to read and write about travel.

Asish Mukherjee

A festival to renew

Dipankar Dasgupta

From every corner of the land
They bring their families and friend
It is a time for prayers and devotion
And this has been, for long, a trend

There is color and beauty everywhere
Faces beaming with eagerness and joy
Relationships resurrected and renewed
For some, a time and place to be coy

Mantras read to the beating drum
Fragrance and smoke fill the space
The embodiment of power and Shakti
Showering on all blessings and grace

Some devote their time to the divine
Coming early to soak in the sublime

As each auspicious day progresses
The sound and color reaches prime

I sit in the corner gazing at her beauty
The world around me appearing small
The strength of her gaze uplifts my soul
A renewed feeling, there is hope after all

I think of those who have toiled hard
To make these few days special for all
Somewhere deep down the heart feels sad
Why is human ego making some so small?

I ask for forgiveness before I pose
Why is the world such a complex place
Give us Shakti Ma to cleanse our soul
So ego disappears without a trace.

Dipankar Dasgupta has worked as a professional in the Telecommunication industry for 35 years. He is now an Education entrepreneur. Writing poetry is one of his hobbies. He and his wife Chitra spend time between Greater Chicago, USA and New Delhi, India, and love to travel around the globe. Dipankar is a graduate of IIT Kharagpur and University of Miami, Florida, USA.

Dadu

Gaurav Choudhury

From an inconspicuous nook
On my grand desk,
I held a diary from my mother.
Hitherto, unfettered it lay
With letters to me from her father.

They were handwritten, these letters,
And I saw in them the corrosion of age,
As the words were harder to read through the years.

Those letters stayed with the diary,
Each with a similar message:
Be good, play hard, stay curious, knowledge is power, avoid vanity.
And love - lots of it and unconditional.
For how else could one explain,
Letter after letter despite no answer.

As I get older, childhood's memories fade,
But grown grander!
I looked up to him in wonder,
Watching and learning, in awe,
What seemed so strenuous, is now mild.
I wonder if he, now much older,
Experiences joy vicariously through the vitality of my youth.

He too had a youth.
With horizons unexplored and events yet to unfold.
As wondrous, surprising and painful as mine.
His kaleidoscope was not for me to see,

As mine is not for his to be.

Not for a million nor a dime.

I have watched as time,

Took from him whilst giving to me.

As I now possess life's true currency,

Unconditional love, ensures

The letters are to him, from me.

The Search

Gaurav Choudhury

I do not know, why I am searching,

But through every sub-conscious state I am,

Each search unique and a realm apart.

I often knew I was, but more often did not.

An elevated conscious, is matchless for its subtler counterpart.

For a while,

I am caught in the wave of the world around me,

A log in the current of a stream,

Like the log, I am overwhelmed by that wave around me.

Unlike the log, I have a layered mind,

I can see beyond the wave, and perhaps that'll save me?

It startles me on occasion,

The Pointed futility of each search does poke.

And poke hard.

I seek to be rid off all these searches.

But the layered mind, will now not save me,

Drawn back into these searches,

Mental, emotional and sensual.

My conscious' involvement in this world – contractual,

My sub-conscious' disenchantment – real.

I try to break these bonds,

And begin to slowly shred this dependence.

The hardest one to break is the emotional one,

My conscious craves this captivating cadence,

My spirit's realization is stagnant,

Irks my body and pulses, I am blinded,

By the rhythm and reason of life.

But I try to break these bonds.

My layered mind craves a light.

But trapped by the neon of materialism,

Immersed in this blinded brightness,

While I search for the one truism,

The light, I truly wish upon the ones I loved,

This final weakness has left me fatally blind,

To that which I search, after all searches had ended.

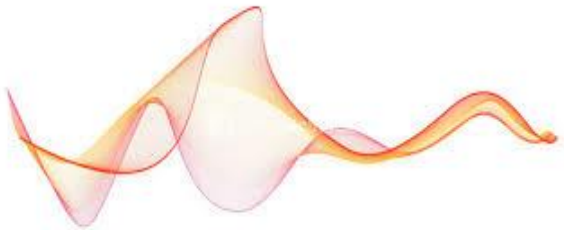

Gaurav Choudhury studied Business Management in University of Pennsylvania. He is a successful investment banker. Poetry is his passion.

Ali Saheb

Aditi Ganguly

The post-Independence period was a difficult decade with constraints in supply of necessities and frugal transactions.

At this time we were in Delhi. We were housed in the Constitution house near India Gate.

The mornings were misty when we went for a walk, with the statue of George VI hathed in a distinctive robe. We returned and went straight for our rewards two biscuits covered with paper would be staring at us from the window ledge. This was a routine Ali Saheb never forgot. Amidst his myriad duties at the Radio station writing of books and striving to reach a higher seat of learning through International research. But nonetheless he would stave off his adulthood and play with us whenever he found the time.

At the time Coca-Cola came into the market - the bottle was a Shree delight although it cost only four anas we were denied the pleasure. Knowing this Ali Saheb would coax his publishers to take us to the India Gate for the forbidden bottle. Ali Saheb spoke different foreign languages and we marveled at his ease of conversation with German and French neighbors. My friend Inge was a sweet friend but she had two hurly burly brothers who were always annoying us. Ali Saheb would intervene and we could play on.

Behind our house there were mulberry bushes and it was my pleasure to get them from the house top, for this my friend Abby came in handy with managing the climbing appliances. Sometimes Ali Saheb came to help with the climbing part. Ali Saheb often went to recite during Tagore's birthday celebrations - - it was mesmerizing to hear him speak amidst musical and dance sequences. The stories of Do Bigha Zameen, Purantan Bhrittyo he narrated with immense emotion and often my mind wandered in the land of the Great Poet. Ali Saheb's contribution in the formation of my ideologies stemmed from his love for nature, human beings and earnestness in performance and motivation. He instilled in me the need for disciplining the mind to follows the command. Stories and excerpts from famous books brought us closer - he was a window of my knowledge.

We parted company when we shifted to a larger premise but every Sunday he would Come over and narrate very happy and positive actions which he had experienced. Thus, my childhood was very much tempered by his teachings. Love pervaded in him for us in such a way that whenever I fell ill he would take the pain to be there with me bringing suparis and sweets offered by the planes to customers - he brought for us even while travelling. I still remember how my friends and I attacked the cleanly clad gentry on holidays. These People wanted to remain without color - but we would ask for ransom to let them off. It so happened that we descended on a band of cleanly clads and threatened to color them with *pichkaris* - after a lengthy confrontation we let them off - only to find that they were Ali Saheb's friend. Our deeds were reported and Ali Saheb got the outcries from them- so much so that he told my Mother - ' Don't be afraid to send them alone anywhere - if anyone takes them home they will return them home with money in return'.

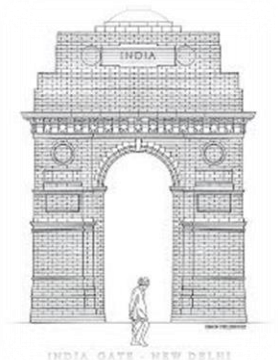

Ali Saheb was Sayyad Mustafa Ali writer of famous novels in Bengali at that time, his family lived in Bangladesh. His contribution to Bengali literature was immense and was known to be lover of Bengal.

Aditi Ganguly studied Economics in College and University. She lives in Kolkata. Writing is her hobby.

Goddess Durga

Archana Susarala

I. Introduction

Goddess Durga represents power over evil. Durga's symbols include yellow colored items, rice bowls, and spoons. Goddess Durga is a beautiful woman said to protect all people with her beautiful hands, is seen as a guardian in the national anthem, and the goddess who defeated Mahisasur, the demon who threatened to destroy the earth and gods themselves (Goddess Durga, 2017).

Durga puja, known as Durgotsava, is celebrated in October, as skies become darker. She displays goodness against evil and is one of many goddesses who are called "Devi". The fiercest form of Devi is Durga who was the eldest and the first goddess to represent energy (Goddess Durga, 2017). Gods handed power to Durga, seeing how capable she was. She rode in a lion to defeat Mahisasur and was so powerful, that as Mahisasur turned into a buffalo, she was still able to defeat him. Durga is a symbol of power and intelligence, as she is seen as unapproachable by Mahisasura. In Sanskrit, Durga means 'fort". Another meaning of Durga is Durgatinashini, meaning "the one who eliminates suffering. Hindus believe that Goddess Durga protects her devotees from the evil world, in addition to removing their miseries (Goddess Durga, 2017).

II. The Many forms of Durga

Goddess Durga has many incarnations: Kali, Bhagavati, Bhavani, Ambika, Lalita, Gauree, Kandalini, Java, and Rajeshwari. Goddess Durga is seen as having united power to kill Mahisasur. Durga has nine appellations or names: Skondamata, Kusumanda, Shailaputri, Kaalratri, Bramacharini, Maha Gauri, Katyayani, Chandraganta, and Siddhidatri (Goddess Durga, 2017). Goddess Durga is referred to as Triyambake, meaning the three-eyed Goddess. Durga's left eye represents desire (the moon) and her right eye represents action (sun). The central eye represents knowledge or fire. Goddess Durga travels on a lion to defeat Mahisasur. The lion represents power, will, and determination (Goddess Durga, 2017).

III. Durga's Many weapons

Durga uses many weapons to defend herself and the country. Each weapon Durga uses represents something different. The Conch shell Durga holds, represents Pranava or the word "om" and indicates her holding onto God in the form of sound. Goddess Durga holds both, a bow and arrow in one hand, showing control over both, kinetic and potential energy. The thunderbolt represents the firmness Durga requires to attack a challenge with confidence. This instrument can break anything it strikes, without itself being

affected. The lotus Durga holds is not fully bloomed, but represents success. In Sanskrit, lotus is called “Pankaja” meaning born of mud and represents continuous growth of spiritual quality, even though people face lust and greed (Goddess Durga, 2017). The Sudharshan chakra is a beautiful discus which spins around the index finger of Goddess Durga. Although the discus does not touch the finger, it shows that the world is under Durga’s control. Durga uses the discus to destroy evil and produce a good environment with good morals in a right way. Durga holds a sword in one of her hands that symbolizes knowledge which is free from all doubts. Durga’s trident (three-pronged spear, especially as an attribute to Neptune) symbolizes three qualities: Satwa (inactivity), Rajas (activity), and Tamas (non-activity). In addition, Goddess Durga removes three types of miseries: mental, physical, and spiritual (Goddess Durga, 2017).

Goddess Durga represents many forms, has many arms, and eyes. She survives with many weapons and one vehicle, indicating strength, determination, and power.

Reference

Goddess Durga. (2017, June 26). Retrieved from

http://www.journeytothegoddess.wordpress.com/2002/09/07/goddess-durga.

The World of Waterlilies

Bulu Dey

Last year I wrote a little about my introduction to the world of waterlilies. I started small.

Soon I got deeply involved into them.

What's very rewarding is their response to your care. They almost never let you down. So let's begin.

There are two kinds of waterlilies. A hardy and a tropical. A hardy is a beautiful full bloom with sturdy leaves. I chose a Colorado, a hardy, peach in color with a hint of orange. The fully opened beautiful Colorado just floats on the surface of the water, slowly undulating in the breeze.

To start at home on the terrace or on the balcony, you just need two tubs. A small one to plant your waterlily. And there is a myriad of them to choose from... Colorado is an easy growing hardy which flowers profusely. There's a mind-boggling variety and rare and expensive ones which one can explore after gaining little experience.

You need a heavy soil, preferably clay soil for your waterlily. Take a 10 " pot and fill with clay, leaving 5 " empty from top. Take your rhizome of the plant and plant it at a 45 degree angle, not at the center, but 3 inches away from the edge of the pot. Be careful to leave the mouth of the rhizome outside the soil. Your plant will grow from here. Needless to say that the roots will be inside the soil. Plant your rhizome firmly and cover partially with a broken tile or so, so that the rhizome does not float and stray in the water

Now fill the pot with water. The newly planted rhizome should have 3 inches of water on top

Immerse the pot gently in the center of the bigger outer tub. The outer tub should be 24 inches in diameter and 14 inches in height. Take a garden hose and leave it in the bigger tub. The water should gently fill the tub. Take care initially to leave only three inches of water over the rhizome. It's essential that the rhizome gets minimum 6 to.8 hours of sunlight. Sunlight is the key to your waterlilies' growth and bloom.

Leave the outer tub undisturbed in a sunny corner of your terrace. You don't need to hoe the soil at all. In seven days new leaves will sprout. Please do not add any fertilizer till you have 6 to seven leaves. This will take at least two months. Now is the time to add fertilizers, lily tabs are available in any nursery or on line. In the beginning Then you suddenly will see a bud peeping out…which will bloom in 5 to 7 days. The joy is boundless. Two tablets every 20 days. Fertilizer is essential for the health of your plant and the size and color of your bloom.

Since the water is stagnant, you will invariably see algae formation on the water. This is normal. To keep your water clean and plant healthy you now need to add small fish in your outer tub. Molly and guppy are two nice varieties, they will keep the water clean by feeding on the algae and mosquito larvae. You don't need to feed your fish externally.

Tropicals are also a very beautiful variety which flower above the surface of the water. They are on a longer stem. And Tropicals flower sometimes continuously. They also have lovely pads (leaves).which are beautiful in themselves.

In the world of your waterlilies, you will see butterflies, dragonflies, among other things, and honeybees buzzing continuously, helping in cross pollination. Every morning is a delight. Every tub is tranquil. Somehow there's a sense of peace and fulfillment which is worth every effort.

So take the plunge. Get the experience of bringing a Lily pond on your terrace. And along with that, your own. Ecosystem...

Waterlily
Colorado

Waterlily
(Colorado)

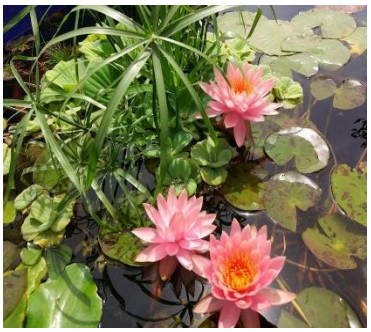

Waterlily
(Colorado)

Bulu Dey is from New Delhi, India. Retired manufacturer / exporter of ladies special occasion dresses. She has always been interested in colors and creative things.

Education

Nita Mitra

I wish I was more informed about the American system of education. Despite my ignorance, what I seem to observe here is that the system is geared to the needs of each student. Instruction is given to each according to the particular needs of the student. Diversity of curricula is its characteristic feature. This in my opinion helps to bring out the best, so that the latent or hidden talent comes out eventually, preparing the student to face the world with open eyes and hands. Insularity and the boundaries break down, allowing each to pursue the path that he or she dreams of. The eventual purpose of education is to free the mind so that it may meet the unanticipated challenges of an ever-changing world order.

I know that this may be a superficial view. Clouded vision notwithstanding, the rays of light do indicate that, if not all, at least some may become giants of coming days. Flaws are many but the efforts to remove these flaws are what counts at the end of the day. Parents whose children are being drawn into this system may come out with suggestions and the state may choose to respond accordingly. Money matters I know. Yet, daydreaming costs nothing.

My own country having a much larger population and being poorer in terms of per capita income, has not been able to afford this luxury of free choice and 'each according to need' type of education. Some experimental pockets do exist but the tragedy is that it is not for all. My hopes are that things may change for the better at our end. As it is, the Mid-Day Meal program has been able to draw greater number of children into schools, at times bringing with them their crawling siblings whom they were required to tend to while their mothers left for any odd job in the rural areas. Schools welcome such toddlers who would be able to enter the fold later and this has improved the drop-out problem. Similarly, others programs have been designed to attract girl children into education. Some provide funds for marriage when they attain adulthood. Others provide cycles to girls under the Kanyashree Program so that they face an easier commute. But funds being scarce, such programs are thinly spread.

However, these seem to have brought about a revolution among parents. Illiterate parents now are keen to avail education for their children in greater numbers. Due to the funds crunch, the school infrastructure is woefully weak. No wonder the level of instruction is not up to the mark, forcing additional burden on the parents to spend hefty amounts on private tuition. Such heavy load on the parents again affects their quality of living. Being unable to save for their needs in their twilight years, they face penury and abject deprivation, especially since there is no social insurance. Such daydreaming that I referred to earlier does and does not

cost anything. My prayer to Ma Durga and to Saraswati, the goddess of learning, is for things to improve, so that a time will come when we too may eventually be able to afford the luxury of free choice and “each according to need”- type of education.

Another feature of the Indian system of education is that after obtaining their school-leaving or high school or graduation degrees, a greater number of students crowd into whatever post-graduation streams that may give them berths. The reason is not that higher education has much to offer them that they cherish. On the contrary, because the job market has shrunk, they have nothing to do and so they enroll themselves at universities. These institutions churn out large number of post-graduates where the human capital gets augmented, yet there are not enough places where they can find proper employment. Comparing this with what happens here is truly revealing. Whereas the education system here prepares the students to face the challenges of globalization, there on the other hand, only a few find rewarding jobs. Others are forced to enter the informal sector with not much stability and security. Their existence is miserable and this is unwarranted. One can only hope that matters improve over time.

I am told that the job market in this country too, is unable to provide jobs to all. The over-load at the institutions of higher learning gets increased over time. Yet, while getting the jobs that were out-sourced back to the Americans may be a possibility, the same may not be true for India. So the education system, the employment situation, presence or absence of social security for all, compounds the problem. Each country has to devise its own strategy to meet the needs of its citizens, picking and choosing from diverse experiments, its very own mix so that social costs are minimized and social benefits are maximized, given its constraints. This truly calls for greater imagination and divine blessings.

Haule, Haule….The lighter side of life!

Sushma Madduri

Champak das works as a senior chef in a small three-star restaurant and hotel in a small suburb in the state of Connecticut in the United States. He is whiling away his life's carriage with a once in a while 'aate jaate, chalthe chalthe..whistle!'

Mrs. Das adorns the 'adarsh gharwaali' title and has helped him drive the carriage effortlessly all these twenty years and has made sure neither of the D.Juniors complained about anything in life, in spite of the meagre income brought home by Papa!

One chilly winter morning, as Mr. Das lazily tossed and turned around in his bed, he heard an unexpected wakeup call from a crow (rare in the US). As it seemed, this intuitive 'cawing' triggered a doubt in his typical Indian superstitious mind and thus he sat up in his bed, a bit worried of what was going to befall upon him that day! His eyes opened to all the 'subh somwaar' (happy Monday) and 'jai bolo ganesh maharaj ki' WhatsApp messages from friends and 'social media' relatives and family. Convinced that some good luck was on his side, he woke up to get ready for work.

As he was preparing to leave home after his breakfast of left-over 'aloo paratha' accompanied by dahi (thanks to Mrs. Das), it struck him that D1. Jr's semester fee was due that day. He soon got to his age old laptop to initiate a payment online. As he completed the formalities (filling up all the 21 odd page details that he does every time), he filled in his credit card details and was clicked a big 'SUBMIT' at the bottom of the screen. To his surprise, the screen froze and an 'ERROR' message popped up in the center of the screen. The message details read out, "the webpage closed unexpectedly, do not go back or click refresh browser!!'

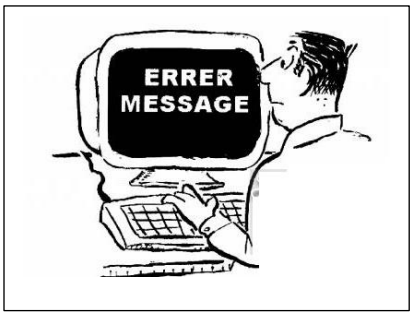

Unable to grind his fifty year old teeth, he tried to settle down in his chair. Then he feebly called out to Mrs. D for a cup of tea. He expected that would get his mind running again for the next step of action for this mishap. In a moment, his cell phone vibrated with a new text message on the locked home screen. The message beeped about a credit card charge for a substantial amount, confirming the activity and asking for his validation! This set a rajdhani express running in Champak's heart! He said to himself, "this implies that the fee payment went through! How did that happen when an ERROR showed up? "

He immediately picked up the phone and called up the credit card company to enquire about the same. After a long wait and several sequential '1s' and '2s' pressed with unmatchable patience, while testing his luck between English and Spanish, the customer service representative came online. He asked her about the credit card charge. She replied back in broken English that since the error occurred on the university's website, he should call and lodge a complaint with them. She also confirmed the credit card has been charged and the payment was due soon.

Champak trembled and now dialed the university's registrar's office to find out about the fee payment. They coldly confirmed that the payment **did not** go through as the error message certified it, and demanded a payment by 5 PM that evening, reminding him of the deadline. They also added that he needs to lodge a complaint with the credit card company about the false charges.

A day yet to start, Champak felt sick in his stomach with this entire transaction. He had been a loyal customer with the credit card company for the past twenty years. It may work out eventually in the end, but honestly, who has time to call the company back and forth a few times to sort this out? Especially for an error on who-know-who's side? The crow seemed to have fulfilled its duty to let us know of this upcoming tamasha!

Naam ke waasthe, the so called, 'sophisticated technology and 24 hour customer service'!

Good were those days when we lived with hardcopies, files and ledgers- and real people to deal problems face-to-face!

No one can be blamed for such errors, yet we have to learn to live with them without complaint!

Durga Puja

Sankar Chanda

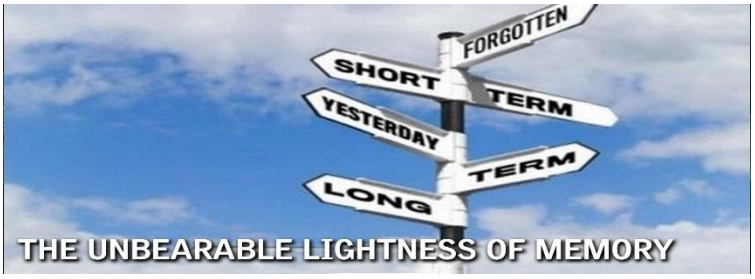

I Remember! I Remember! Or Do I?

I remember, I remember, Where I was used to swing, And thought the air must rush as fresh To swallows on the wing; My spirit flew in feathers then, That is so heavy now, And summer pools could hardly cool The fever on my brow!	I remember, I remember, The fir trees dark and high; I used to think their slender tops Were close against the sky: It was a childish ignorance, But now it is little joy To know I'm farther off from heaven Than when I was a boy. - THOMAS HOOD

On a September morning before Durga Puja, I recited the above lines for a class test at St. Xavier's School, Kolkata. That afternoon, waiting for the measure of my modulation, I looked about to check if the banging in my chest was invoking sniggers at nearby desks. Mercifully my mates too had drums to deal with. Then the thumping paused, as I held my breath. The Reverend Father Lewis Hincq said I had lost marks for presuming to be an old man. I doubted if I would ever exhale. Then he revealed, to my delight, that I had scraped through by the skin of my teeth. I had ₹2 in my pocket, with a plan to double it next day.

But on the way home, blithe of spirit, I spent it recklessly, though on what I cannot for the life of me remember.

That is how memory works, it never comes uncensored. I recall, before growing into long pants, having tripped while skipping across Park Street, with the pell-mell traffic bearing down on me. But I have no memory of getting up and making it to the walkway. So I remain forever sprawled in the middle as a taxi is hell-bent on quashing me.

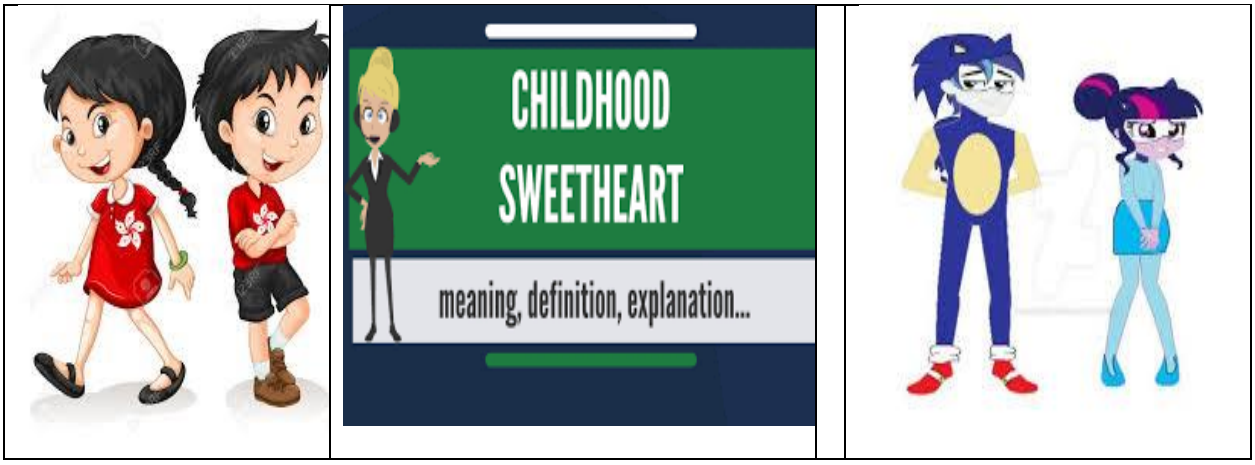

Some years on, one April evening, this time in corduroy baggies, I was swapping sweet nothings with a pretty little miss at her home. Pat Boone was singing in the background:

“Sometimes an April day will suddenly bring showers
Rain to grow the flowers for her first bouquet
But April love can slip right through your fingers
So if she's the one don't let her run away”.

Just then, as I distinctly recollect, at a critical instant, a maid parted the curtain and said in an undertaker’s dark tone, “Ela, your mother summons you”. The words made my blood run cold and convinced me Ela had to appear in a Court and a police escort was waiting with handcuffs. All the peachy promises she made to me and all the sweeping dreams I had spun for her are forever lost. Not a phrase remains to brighten a rainy day.

I look back to see the rubble of the past, a pillar without a top where a majestic portico once stood, a broken bracelet that had graced my lady love, a cluster of jagged slabs where a tower used to soar, a lush garden long gone to seed, grey stones grown over with moss, and tangled vines on crumbling walls. Nothing makes sense of the ruins.

Generally, everything seems fine through the frosted prism of time. Tragedies are mellowed and elbowed out by the interludes of comic relief. Our green years seem sweet now, ice cream cones, chocolate cakes and jelly cubes. The snubbing, bruised knees and Sanskrit parsing have all gone with the wind, the Sanskrit parsing in particular. We remember only the satisfactions and fascinations and wish we could be passionate again.

We forget the many heartbreaks, the tossing and turning of wakeful nights, the tightening of dry throats, and the jumping larynx when one day she declared she could only be our sister, as though we were desperate for more sisters!

Among the beautiful pictures That hang on Memory's wall, Is one of a dim old forest, That seemeth best of all.	I had a little brother, With eyes dark and deep In a dim old forest He lieth in peace asleep.	Therefore, of all the pictures That hang on Memory's wall, The one of the dim old forest Seemeth the best of all. Alice Cary

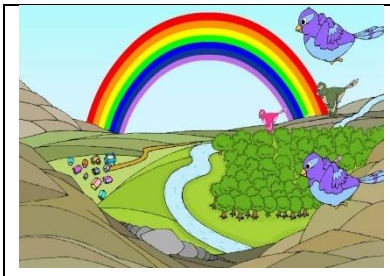

It is the light, not the night that we have in sight when we turn the telescope to the past. There are no thorns to those roses, no dusk after the dawn, no holes on the roads that we roamed, no nettles on the grass we trod. We do not notice the glass that had cracked. And the bees that stung us are, to our faded gaze, but buzzing bearers of honey. Indeed, the Almighty is merciful that such is the case, that the ever lengthening stream of memory appears in silvery trickles, and the distress and regrets of today will be the soft nostalgia of the morrow.

The past is like the Moon, showing only its bright side, letting the ordinary and the ugly slide into the blindness of oblivion. The hates and pains have vanished behind the orb and torment us no more. The glories and laurels are the last to go, bathed in a silky shine, and the longest in sight, fondly recalled alone, and tenderly shared with friends.

It is this seductive charisma of the past, perhaps, that tempts elders to endlessly babble baloney about the “good old days”. The planet appears to have been a paradise then, and Utopia was not a figment of imagination. Men were masculine, and women very feminine. The skies were higher, the seas less choppy, the apples really red, the grapes not so sour, and the rainbows more radiant. As for the gallant acts of the people of yore and the magical happenings, it will take a regiment of marines to believe them all.

I like listening to veterans' tales of those golden moments, assured the grandkids cannot refute them. And I wonder when granddad would insist, when he was their age, the sun often shone at midnight, and boys had fun in lifting a bus by its bumpers.

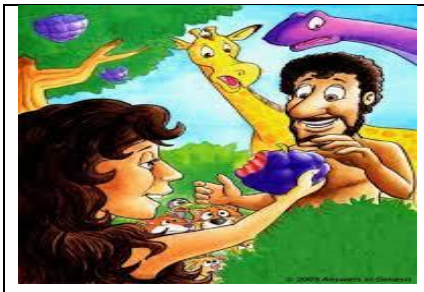

Memory has played games since the first human became old, and will do so again when today's toddlers hobble with age. Adam lived for 930 years. One fancies him, on his 900th birthday, telling his progeny, "I long for that day in the Garden of Eden when Eve plucked an apple as big as the moon."

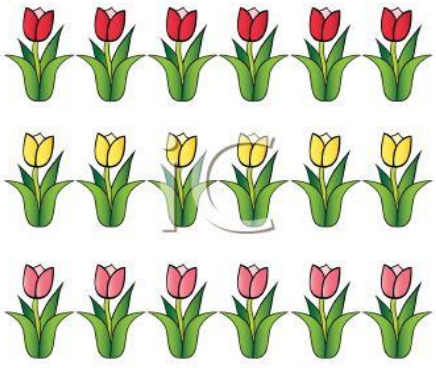

Robert Browning's poem, Patriot Into Traitor, glorifies what is gone:

“It was roses, roses, all the way,
With myrtle mixed in my path like mad.
The house-roofs seemed to heave and sway,
The church-spires flamed, such flags they had,
A year ago on this very day!”

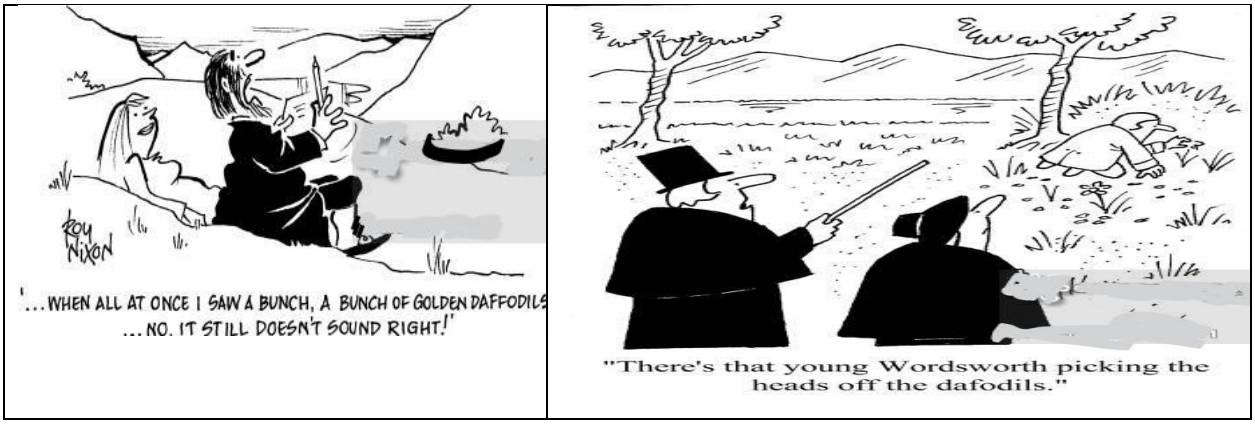

And William Wordsworth in The Daffodils lives is past bliss:

“For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.”

The Victorians garlanded the past with Robin Hood, Ivanhoe and the glamour of Camelot. Life has since shifted gear. Jet aircraft have replaced the horse and buggy. Readers no longer lie under the “greenwood tree” reading a book bound in old brown leather. They now use a glass screen instead. But everyone, like

Richard Llewellyn, has memories titled “How Green Was My Valley”. Smell, touch, music and weather can trigger nostalgia and feelings of physical warmth, as medical studies attest.

By all accounts, the planet has backtracked since the Big Bang. So it must have been supremely sublime for the first people. Indeed, it is still rather nice if the wheels of a passing car do not splash you as they go over a puddle, and you can retain your humour when the room heater conks out on a winter night.

Admittedly the earth was more alluring on that pure dawn of humanity, when the air was clean, and the grass had not been trampled by jostling populations, nor the silence blighted by noisy cities. Our remote ancestors in their floppy frocks must have felt good as they wandered footloose and fancy-free under the new blue sky. They sat on hillocks by their tents playing the lyre as the bleating sheep grazed. The plants grew food and the trees fruit to meet their needs. Life moved smoothly, not yet hindered by greed and sin.

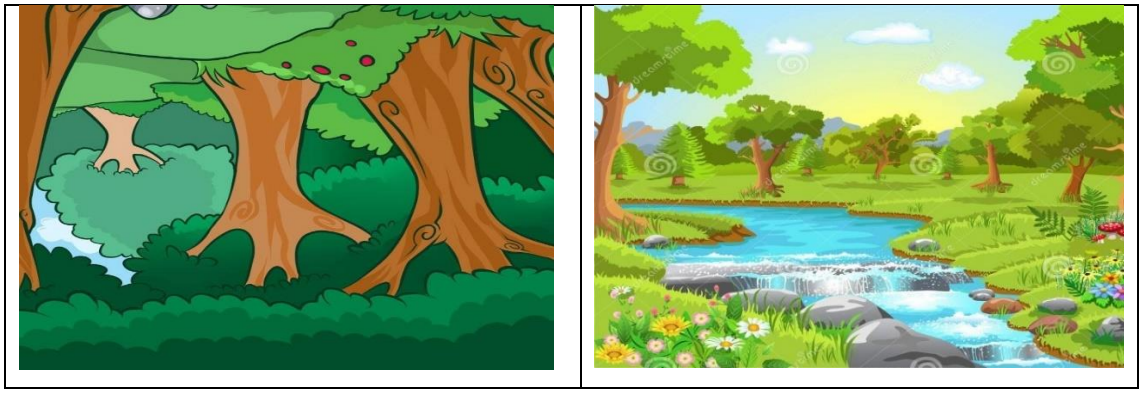

But those days were then. Human infancy was lived in whispering woods by rippling brooks. Tranquility was timeless. Adulthood now swings from doubt to hope, hurrying to meet deadlines. We do not know God's grand plan but believe we fit into it. We make bricks in a kiln, expecting to give shape to a magnificent edifice.

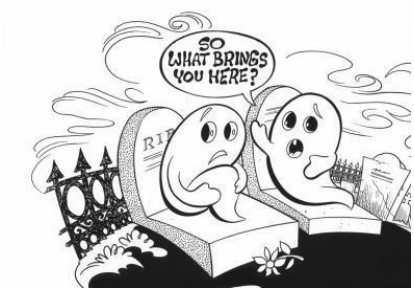

It is wise not to toy with ifs and buts, and the buses we missed. We live in this instant. Let us not go to the graveyard of buried days to raise ghosts. There are faces that will not smile again, and soft voices we will never hear. They have got off the train when their station came. Every wall in the house is a store of stories. We see the hazy forms, and reach out into empty air. We cannot pull back our words, nor retrace our steps. Let us not dig up a misery, nor stick a bone back in the throat. It is risky in a car to shift our gaze from the broad glass in front to the narrow rear-view mirror. Let us forget the lament and go forward in faith.

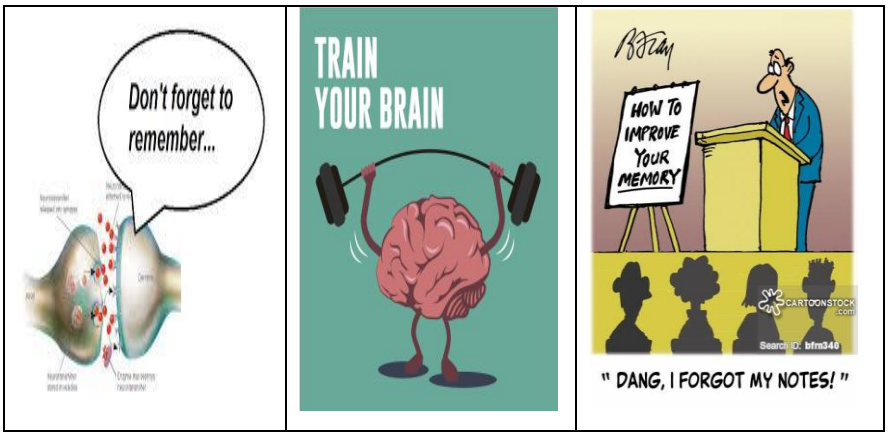

There are advertisements for tablets and trainings to sharpen memory. I guess they can help remind where I left the last umbrella. But I spurn the offers as I enjoy the drenchings in sudden torrents. And I do not wish to develop a knack for flashbacks. Forsooth there is much in most people's lives that is best forgotten. There were occasions when we were long in speech and short in deed. Ah well, we also bore the consequences. Dear God Of Time, take away those memories from our heavy hearts, clear the fears, delete the griefs, and leave only the peace of amnesia. From the garden that was, let us root out the weeds, not the Lillies and Daisies.

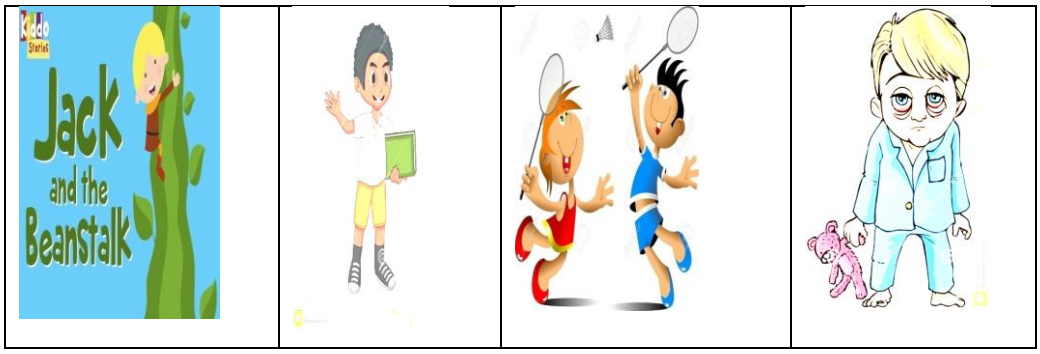

Sometimes, at day's end, I meet the little boy of six that was me so long ago. He tells me the story of Jack And The Beanstalk. He is serious and sincere, and wishes to sail the seven seas. He is more mundane at nine, with no money and wanting to earn lots. I laugh at his simplicity but feel guilty seeing his earnest intent. At fourteen he worries about Sanskrit parsing. And at sixteen, moustache barely visible, he is intrigued by the girl in pigtails and pink ribbons who plays badminton with him. His hair is now neatly combed and detective tales have given way to romantic poems. Love is however tough on badminton players, because parents are tyrants. The boy's face does not suggest happiness ever after, as he goes away. And sleep tiptoes in.

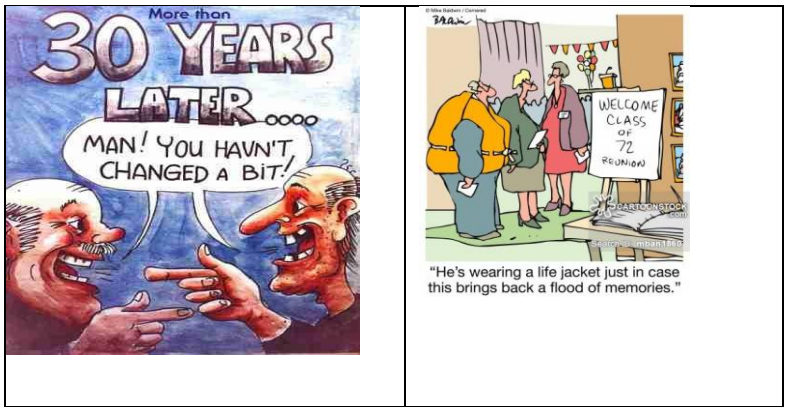

"Auld Lang Syne" means "back in the day". I am moved by the haunting melody of the song and its lyrics that also inspired Rabindranath Tagore's Bengali rendition. It reminisces the togetherness and the ecstasy gone by, the separation, then the reunion. The song proposes "a cup of kindness" for looking back on the past.

Should old acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should old acquaintance be forgot,
and old lang syne?
We'll take a cup of kindness yet,
for auld lang syne.
We two have run about the slopes,
and picked the daisies fine;
But we've wandered many a weary foot,
since auld lang syne.
We two have paddled in the stream,
from morning sun till dine;
But seas between us broad have roared
since auld lang syne.
And there's a hand my trusty friend!
And give me a hand of thine!
And we'll take a right goodwill draught,
for auld lang syne.

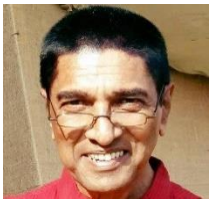

Shankar Chanda is a dreamer, learner and writer from Kolkata, India.

Taj Mahal

Archana Susarla

Introduction

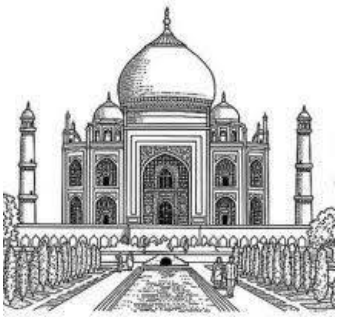

The Taj Mahal (crown of palace) is an ivory-white marble mausoleum (building housing a tomb or tombs) located on the south bank of the Yamuna River in Agra. The Taj Mahal was built by Shah Jahan in 1632 to honor his favorite wife, Mumtaz Mahal. The Taj Mahal is seventeen acres long which includes a mosque (Muslim house of worship), guest house, and has three formal gardens. Although construction of the Taj Mahal was completed in 1643, other phases were added in the next ten years. Formal construction and ended in 1653 and the cost of building the Taj Mahal was thirty-two million rupees. The values of the Taj Mahal went up to fifty-two billion rupees in 2015. In United States dollars, the value is twenty-seven million dollars. The Taj Mahal was built by twenty-thousand artisans, boards of architects, and Ustad Ahmad Lahauri (Court Architect to the Emperor) (Taj Mahal, 2017).

In 1983, the Taj Mahal became the world heritage site by becoming the "Jewel of Muslim Art" in India. The Taj Mahal is the best example of Moghul Architecture and is an example of India's rich history. Annually, seven to eight million people visit the Taj Mahal and it was labeled as one of the new seven wonders of the world in 2001 (Taj Mahal, 2017).

Inspiration

In 1631, Mumtaz Mahal died from giving childbirth to their fourteenth child, Gauhara Begam. The main mausoleum (building, especially a large and stately one, housing a tomb or tombs) was completed in 1643 and surrounding buildings were completed five years later (Taj Mahal, 2017).

I. Architecture and Design

The Taj Mahal is built on Persian and Mughal Architecture. Earlier buildings of the Taj Mahal were built out of red sandstone. Shah Jahan used white marble inlaid with semi-precious stones. Under his directorship, the Taj Mahal reached new levels of beauty (Taj Mahal, 2017).

II. Tomb

The Tomb is the central focus of the Taj Mahal. It has a large white marble structure and consists of a symmetrical building with an Iwan (arch-shaped doorway) topped by a large dome and finial. The tomb is a large, multi-chambered cube with chambered corners. It has an unequal, eight-sided structure that is fifty-five meters on each of the four long sides. The main chamber was Mumtaz Mahal and Shah Jahan's house. Their graves are at the lower level (Taj Mahal, 2017).

The dome is the best feature of the Taj Mahal. It is thirty-five meters high and is called the onion dome or amrud or guava dome due to its shape. The top of the dome has lotus design. The shape of the dome is slightly asymmetrical and mixes Persian and Hindustani decorative elements. The Main Finial

(distinctive ornament at the apex of the roof, pinnacle, canopy or similar structure of a building) was originally made of gold, but later was replaced by bronze in the nineteenth century. The bronze feature consists of Persian and Hindustani decorative elements and the finial is topped by a moon (Taj Mahal, 2017).

The minarets, a traditional element of mosques used by the muezzin (a man who calls Muslims to prayer from a minaret or mosque) to call Islamic faith and prayer, are divided into three equal parts by two working balconies that ring the tower. The top of the tower has a chattri (elevated dome shaped pavilion used as an element on Indian Architecture) that mirrors the design of the tomb. All chattris's have the same decorative elements. The minarets are constructed so if they collapse, the towers will fall away from the tomb (Taj Mahal, 2017).

III. Exterior Decoration

The exterior designs of the Taj Mahal are among the finest of the Mughal Architecture. Decorative elements were made of paint, stucco (fine plaster used for coating wall surfaces or molding into architectural decorations), stone inlays, or carvings. The calligraphy (decorative handwriting) was created in 1609 by Abdul Haq. Most of the calligraphy consists of jasper (black marble) and white marble panels. The calligraphy found on the marble cenotaphs (tomblike monument to someone buried elsewhere) is very delicate and detailed. The tombs below the vaults have elaborate geometric forms. Sandstone buildings consist of white inlays and dark or black inlays on white marbles. Part of the marble buildings have been stained or painted in contrasting colors and consist of complex geometric patterns. The floors and walk ways consist of contrasting tiles. The lower walls of the tomb consist of white marble dados (the lower part of a room that has a different color than the upper part). The polish emphasizes the carving of the dado frames and archway spandrels (triangular space between one-side of the outer curve of an arch, wall and ceiling or framework). The dado frames are decorated with pietra dura (inlay technique of using cut and fitted, highly polished colored stones to create images). The Pietra Dura is a type of decorative art. The spandrels are decorated with pietra dura inlays (ornaments) of stylized, geometric vines and fruits. The inlay stones are yellow marble, jasper, and jade, polished and leveled to the surface of the walls (Taj Mahal, 2017).

IV. Interior Decoration

The inner chamber is an octagon with an entry on each side. The bodies of Shah Jahan and Mumtaz Mahal are plain crypt beneath the inner chamber, with their faces turned right to Mecca. The trees and fountains are given scientific names. The tomb in the Taj Mahal garden is located at the end of the garden. When the garden was first built, there was an abundance of roses, daffodils, and fruit trees. The Taj Mahal's garden deteriorated as the Mughal Empire declined. By the end of the nineteenth century, Britain controlled most of India and managed the Taj Mahal, changing the landscaping (Taj Mahal, 2017).

V. Outlying Buildings

The Taj Mahal's complex is bordered with three sides and consists of red sand stone walls. The side facing the river is open and the outside walls consist of several mausoleums (building housing tombs) of Shah Jahan and Mumtaz Mahal. The main gateway is built of marble. The ceilings and walls have elaborated geometric designs. The far end of the complex consists of red sandstone buildings and the

western building was used as a guesthouse. The floor of the mosque is laid with five-hundred sixty-nine black marble prayer rugs. The outlying buildings were completed in 1643 (Taj Mahal, 2017).

VI. Tourism

In 2001, the Taj Mahal attracted two-million visitors which increased to eight- million in 2014. Indian citizens have a much lower entrance fee than foreigners. Tours to the Taj Mahal are usually in October, November, and February. The Taj Mahal is very clean and tourists either walk or ride the electric bus. The town south of the Taj Mahal (Taj Ganji), originally had markets. The Taj Mahal is one of the Seven Wonders of the World and is also included in the new sever wonders of the world. The Taj Mahal is open thirteen hours daily, except on Friday, where is open from twelve to two p.m. for prayers. On the day of the full moon, the Taj Mahal is open for night viewing, as well as on the two days before and after the full moon. Security reasons permit only five items to be brought into the Taj Mahal (water in transparent bottles, mall video and still cameras, mobile phones, and ladies purses).

The Taj Mahal is a very elaborate building and one of the Seven Wonders of the World, as well as one of the new Seven Wonders of the World. The tombs and decorations are very complex and it is a very famous building toured by thousands of people annually.

Reference

Taj Mahal https://en.wikipedia.org/wkik/wikipedia. Retrieved July 3, 2017.

Archana Susarla lives in Vestal, New York. She is a graduate of SUNY Oneonta with a BS in Psychology. She works with Alzheimer's patients engaging them with social activity and memory stimulation.

Courtesy Does Not Cost Much?

Nita Mitra

In Economics we have been taught about Cost Benefit Analysis at the beginning of the Intermediate level classes. We have been instructed to weigh both the costs and the benefits of an action. And obviously if the costs outweigh the benefits, it is not worth- while to undertake the action. In contrast if the benefits exceed the costs the action may be taken up. Individuals gain from such an action.

This piece of writing does not all deal with the subject of Economics or its syllabi. Rather it dwells upon the general impression of mine when I came to America to visit my grandson and his parents. Let me confess that I felt a little scared about general atmosphere of racialism and hatred that is being witnessed world over. Isms apart, in all parts of the world issues relating to class, caste, race, gender have been surfacing for quite some time. Diversity seems to be losing ground to uniformity. Ranging from our food habits, religion, political affiliation, to sexual orientation and so on, society requires us to be conformists. Are these required to be at the top of our agenda? The answer is no and yes at the same time. The point I would like to stress is that we are both diverse and similar at the same time. Diversity in languages, food habits, dress code, beliefs and orientation apart, we tend to converge at the core. For example, motherhood/fatherhood and its joys and pains are same world over. Similarly love, solidarity, fraternity do not vary across continents. This brings me to the point that I would like to stress upon. Civility and courtesy is present in all of us. So is cruelty and animosity. My American experience is that I have found people here to be helpful, cordial and warm. In streets, parks, market places I am surprised that they all greet me ------they may be a gardener, a municipal worker or a fellow tenant of the housing colony in which I am staying It may cost them nothing I know, but my gain is the general level of well-being that I experience. This is not my home, my country or nationality. Yet I feel that I too belong to this place and its people. This welfare enhancement defies calculation. My welfare increases but when courtesy does not cost much to these people, I wonder what benefits they may derive from such action. Is it their innate nature to be warm or is it that the melting pot syndrome is strong here? India's noble laureate had called his motherland to wake up to the fact that the Indian subcontinent had welcomed from ancient times, streams of people of different races and cultures who have contributed to the essence of its nationality. This embracing civilization is what constitutes the spirit of being an Indian. I would be wrong if I were to attribute it only to India. I have found it to be true for America also. This is what I mean by unity in diversity.

I have just finished a book by Naomi Klein entitled No Is Not Enough. I think this impression of mine about the American people and their response to an unknown Indian like me, may indeed give her added impetus to write that people are capable of saying "Yes". Open heartedness and cooperation can exist. But, the way people cooperate can also be altered. For instant Yuval N Harari in his book called'' Sapiens: A Brief History of Humankind" writes "Prior To Industrial Revolution(IR) , the daily life of most humans ran its course within three ancient frames: the nuclear family, the extended family and the local intimate community……..". All this has changed dramatically over the last two centuries. The market got immense powers and over time states and markets weakened the traditional bonds of family and community. As people were to become individuals their liberation came at a cost. Loss of strong families and communities not only breached countless generations of human social arrangements, it also brought in alienation.

This again makes it necessary for us to take look into what Economics has to offer in this respect. When does the community extend a helping hand or when does family cushioning matter? Theories about migrants from similar socio-economic strata getting help from their co-migrants when they relocate or disowning their lesser co-migrants when they come from well-off families also illustrate the point that there are two different sides to the problem of community and migration. We would like to hope for the existence of the strong families and community bond so that Homo sapiens may hold each other's hands both in good times and bad times. I do not know what these ramblings of mine add up to. However, qualitative differences do exist between the country side and urban areas and within the urban areas between the small towns and the large metropolises. People may or may not have the time for each other. Modern Times have

made man only a cog in the wheels as Charlie Chaplin so beautifully projected in his sensitive film. My point is that it may not take a full second to say hello or good day. It may not entail time cost. But it does entail the benefit of well-being. Give and take is what modern times may well afford. My self does acknowledge this when I am nestled in a small town within America. Here courtesy abounds and I do benefit from the largesse of the people here. A big thank you from my end.

Nita Mitra has a PhD in Economics from University of Calcutta. She taught development Economics, Indian Economics and Labor Economics in the same University. She now lives in Kolkata and loves to travel & read.

DhobiDa

Sushma Madduri

Dhobida's nephew Narasimha who now lives with us in India.

I recently visited a dry cleaner for a minor repair on a pair of my work pants. This undertaking occurred due to inevitable circumstances. As a first timer, I was worried inside, wondering what would be the charges for a last-minute job such as this one. I was preparing myself for a job interview that day, and to my horror that morning, found that the pants were out of shape with one of the leg lengths sweeping the floor behind my shoe completely detached from its original hemline. I clearly had not expected this 'dhOkaa' in the last minute and of course had no time left for a quick home fix. Honestly, I am not entitled to call it a deceit. Such a catastrophe doesn't happen overnight, I am sure the fatigue presented itself in several stages leading to this failure, but wasn't strong enough to win my attention!

I Googled on 'Alterations and tailoring near me' and hastily headed towards the dry cleaner outlet. My Naani's words reverberated in my ears, "a stitch in time saves nine", as she first taught me how to render such quick fixes in my childhood. I sighed lazily and moved on, cursing myself for not paying attention. For each time I hit up on these pants in the wardrobe I kept switching to some other outfit or even avoided the need.

At the alteration desk a lady received me with a bright smile on her face and asked me about the job to be done. I handed her the pair of pants and informed about the repair needed. She replied back with confidence about an easy fix and added that needed a couple of days as she had orders lined up before this one. I insisted that this was urgent, and I needed it done that day. Without a change in her smile, she said, "With pleasure, Ma'm! We do have a 'same day order' option, but that would cost you a little more. Would you like to try that?" I replied, "Well, I don't really have a choice here. Please go ahead". She quickly jotted down the order number and repair details on a piece of paper and handed me the receipt. She asked me to stop by at 5 PM that evening to pick up the pants. I now really softened my voice with almost tears in my eyes and blurted out about the interview and seasoned up my statement saying that she was my life boat for the day. She seemed to be convinced with my honesty and got to work promptly. She turned back and said, "Listen, I wouldn't usually take orders like this but in your case I'm just doing it this one time!" I smiled uneasily at that remark and very well deserved that 'finishing' stroke for my laziness. In a few minutes, I thanked her profusely and walked out after paying 3/4 of the pants' price for the single hem she just rendered. A typical middle-class head like mine with my jaws dropped would faint thinking about the little handy sewing machine in Walmart that would probably cost half the price of this repair!!

As I got into my car and started driving back home I travelled down my memory lane into my childhood that brought back fresh memories of my childhood neighborhood and its most efficient people! Awards of recognition in order of ranking go to DhobiDa, Pavan tailors DarjiDa, Sahib bhai (banana vendor) and bubblingum kaka (vegetable vendor) and of course not to forget the cobbler (I don't know his name..!). Golden were those days with those friendly people around. Easy repairs and quick fixes were as easy as spare change. I never thought, that these things would be time consuming, out of reach and expensive in my own lifetime!

A special mention to DhobiDa in this narrative- first, because he is my all-time favorite, and second, because I spent more time with him than any others in the list above. My summer vacations passed by at my Naani's house in Hyderabad, India. DhobiDa occupied a small open space in front of the house that was originally intended for the garage. My Naana drove a ravishing Bajaj Chetak, and hence, we never had the need for the garage. All the kids in our street christened DhobiDa with a title, 'khaDak maanush' or our own local iron man! He indeed handled a heavy 'istree dabba', an old fashioned iron box that he used to press clothes with. He had loads and loads of laundry that needed to be delivered piled up on a huge 'orange' TV stand that covered up the rear wall of the garage. He had some more loads down the staircase that lead to the terrace. His 'aDDaa' was the most happening place in the galli (street), with a few customers coming in with soiled clothes, while a few others going out with clothes neatly pressed and hidden in old newspapers. Some of the customers stopped by for a quick chat with him. The topics scanned the entire world, starting from the daal-chawal price increase, cricket, rental properties in the neighborhood, all the way to nuclear weapon tests by China. DhobiDa never appeared ignorant. According to me, he knew everything! Tall, dark, skinny and handsome at about 65, he had this special maharaja style 'mooch' that made him stand out in a crowd!

I don't really recall when he came in to live at my Naani's garage.My favorite pastime activities were to watch him load his iron box with charcoal and watch him make his special 'chilli rasam'. The very thought brings water in my mouth.

Our summer evening activity was to climb onto the compound wall and watch people and traffic on the street. As soon as we spotted DhobiDa at the end of the street with his treasure hunt (a huge sack of charcoal) from the local flea market, our faces brightened up. The next half hour or so would be so entertaining that even the best snack (puri-halwa) wouldn't move us from the compound wall! We were all eyes on DhobiDa as he unloaded his sack on the floor on a spread out newspaper. He would start sorting out the good charcoal from the light and less utility ones. He would gently strike each and every piece of charcoal on the ground. 'Survival of the fittest' was decided with this pressure test! The good ones burn till the end, while the brittle, it would crumple to powder sooner. These would go right to the bottom of the box or be use ones would be used as fire starters. Dhobida would then load the iron box with all the smaller pieces first, and carefully pack the box tight with bigger pieces to last till the end. He pressed silk and linen when the heat is low and would shift to the cottons and heavy stuff as the heat caught on. This is how those iron boxes are managed economically and efficiently, since they don't have a heat control knob on them. 'Wah ! kya idea hain sir ji ??'. These days, I struggle managing the heat on clothes (which turn out mostly underpressed or overpressed) even with the most sophisticated electric competitors!

DhobiDa always had spare change under the warm blanket on his work bench. He probably left it for us kids to treat ourselves to some goodies or for some hungry souls that passed by the street. He never

asked or enquired for any 'missing' change! We all thought he was such an understanding man! He was like a 'yogi' in the forest. He only earned enough to feed himself and for his supplies, and did not care about the rest. He was popular for his 'istree' and his famous folding technique. I heard people compliment it, "DhobiDa's fold is unmatchable. No one else can do it. He is the master. I don't mind waiting for a week or two for my shirt, but I need only him to do press it for me!" I learnt how to press clothes by merely observing him every day.

One night, a robber crept up the wall that separated my Naani's house from our neighbor's. He silently picked up the long staff (we used to pluck guavas with) from the window sill and tried to pull out my Naana's shirt hung on a hook in the hallway. He probably expected some change or cash in the shirt pocket. My aunt who saw the staff's shadow in the hallway started screaming loudly, and this woke up DhobiDa. He ran as fast as lightning and chased the robber around the house. A few minutes later, he came back to enquire if we all were safe and assured us of no theft done.

One of my most comical yet philosophical conversations with Dhobida was about death. There was a cremation ground a few blocks right down the street, a little secluded and spread out deeper into the woods. Hence, once in a while we used to see an 'anthim yaatra' (the last journey) of departed souls far across the street to the final destination. On one of those sights, I asked him with an honest doubt on my face, "DhobiDa, when will you die? And then what do you want us to do with your iron box?" He probably wasn't expecting that question from me; and instantly burst out into laughter. Then, he proudly brushed his mooch upwards with his hand and replied, "This chiranjeevi (immortal) will never die, beti! You will see for yourself!!" I was so relieved that moment, don't know why! But to my surprise, he kept his word! His sudden disappearance indeed remains an unsolved mystery for even today. About a year before my Naani passed away, he went on a trip to Tirupathi. To our shock and surprise, he never returned. His family tried to find his whereabouts, but all in vain. I personally knew that he couldn't have received Naani's death easily. He probably had an intuition, which made him leave like that without a notice. They were considered brother and sister by everyone in the neighborhood, including my Naana. Born out of different homes but brought together by fate, she fed him and gave him shelter and he ran errands for her simply out of joy. The first lesson of humanity and unconditional friendship was taught at home for all of us!

I am a teacher by profession and an ardent lover of nature by heart. I strongly believe that our very being is always influenced and improved by observing two important facts of life: Mother Nature and People!

Nine Different Places Navratri is Celebrated

Archana Susarla

Navratri (nav meaning “nine”, and ratri meaning “night”) is a festival celebrated in October for nine nights, with a different event happening each night. On the tenth day, Durga defeated the demon Mahisasur. This day known as Vijayadashmi means day of “triumph”. During Navratri, people sing and dance. Each state in India, celebrates Navratri in a different way. Navratri is a big festival in Gujarat, Bengal, Assam, Dehli, Punjab, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, and Kerala (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

I. Gujarat- Navratri is a big festival in Gujarat, in Western India. People wear colorful costumes and perform the Garba dance around Goddess Durga, using dandiya sticks. In addition, they do puja to Goddess Durga and fast for nine days (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

II. Bengal and Assam- Saptami, Ashtami, and Navami are the last three days of Navratri and Dashami is the tenth day. These four days are widely celebrated in Bengal and Assam, both which are in Eastern India. However, people do not fast in these states. On the contrary, they have big feasts. People make idols of Goddess Durga. In Bengal and Assam, Durga Puja is bigger than Ganesh Puja (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

III. Delhi- Navratri and Durga Puja are combined in Dehli, the capital of India. Dehli which has a large population of Bengali’s, has Ramlila performances. People have stage shows and display Ram’s life. On Vijay Dashami, Statues of Ravana are burnt (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

IV. Punjab- In Punjab, Navratri is celebrated by fasting, instead of singing and dancing. The first seven days of Navratri are celebrated with pujas and fasting. People chant hymns all night and sing devotional songs. Fasting stops on either the eighth or ninth day or the nine forms of Durga are worshipped by nine girls (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

V. Tamilnadu- In Tamilnadu, Saraswati, Lakshmi, and Durga are the three primary goddesses worshipped during Navratri. Married women invite other married women and pray that their husbands live long lives. Unmarried women pray for matches. Part of the celebrations in Tamilnadu include Gold, an arrangement of nine stairs, each which represents each day of Navratri. People place goddesses on the stairs and worship them for nine days. After Vijayadashami, the gods are placed in the nearest body of water (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

VI. Andhra Pradesh and Telangana- During Navratri, Andhra Pradesh and Telangana celebrate Bathukamma Panduga. The name Bathukamma Panduga comes from the word Bathukamma. In Telugu, Bathu means

"life" and "amma" means "mother". Bathukamma Panduga begins on the day of Mahalaya Ammavasya and the festivities end on Ashwayuja Ashtami. The rest of India refers to this festival as Durgashtami, which falls two days before Dussehara. Boddemma, which is celebrated after Bathukamma, is a seven-day festival marking end of the Monsoon in this region. Bathukamma refers to a beautiful flower stack, arranged with unique seasonal flowers (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016). Most of the seasonal flowers are arranged in seven layers in the shape of Temple Gopuram and have medicinal value. Goddess Durga is celebrated in the form of Bathukamma, the patron goddess of womanhood. Navratri is more of a feminine festival as women dress in saris. On Vijayadashmi, Bathukamma's are put in water as a sign of farewell (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

VII. Karnataka- In Karnataka, Navaratri and Vijayadashmi are very important festivals. Mysore (originally called Mysuru), a city in Karnataka, is blessed with the biggest and grandest festivals. Beginning in 1600's, the Wodeyars (rulers of the region) began using the festival as a display of power. Durga is very special in Mysore because Mahishasura is from this city. Mysore Palace, Mysore's most famous landmark, lights up during Navratri, and ends with a grand procession on Vijayadashmi (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

VIII. Kerala- Kerala is the most literate state in India and they celebrate Navratri by encouraging children to educate themselves on the last three days of the festival. The last three days of Navratri are known as Ashtami, Navami, and Dashami. Education is a priority for people who live in Kerala and they worship Goddess Saraswati, who grants them knowledge and wisdom (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

IX. During Navratri, Himachali's (people from Himachal Pradesh) visit relatives and friends. The Hidimba Temple in Kullu attracts hundreds of devotees during Navratri. There are large processions honoring the deities of Hidimba that start in Kulu and end in Dhalpur on Vijayadashami (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

Navratri is celebrated in several parts of India in very grand ways. Each state different traditions, clothes, and food adding to the festivities of Navratri (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).

References

Nine Different Places that Navratri is celebrated (2016).

http://www.makemytrip.com/blod/navratri_celebrations. Published: October 8, 2016. Retrieved June 28. 2017.

It's All about Puffins

Pradipta Chatterji

I have always had considerable curiosity about exotic animals and birds but that never led me into anything more than reading books on unusual and interesting creatures, like penguins in the artic, the extinct Dodo birds from Mauritius Islands and similar other species until I visited Reykjavik, the capital of Iceland. We went to Iceland for my husband Manas's conference on disaster management. Iceland is prone to natural disaster because of its location, making it continuously geothermally active. It has 30 active volcanic systems including approximately 130 volcanoes within 4 volcanic zones. However Iceland also has other attractions that are even more alive than volcanoes, Blue lagoons and geysers…..and that are their Puffin Islands. Puffins are rare birds seen only in countries near the arctic.

Iceland is the temporary home for about 60 percent of the world's Atlantic puffins. Iceland's puffins are the Atlantic puffins from North Atlantic Ocean. Atlantic puffins spend most of their lives in sea but come to land to breed and nest in Iceland between early April and September every year. Icelanders call the Puffin bird *Lundi*. Total population of puffins are 8 to 10 million in Iceland.

These stocky and short birds are black and white in color like the Penguins, but they are from different families. Puffins are sea birds, they paddle along on the surface and dive underwater if they spot prey. They rest on sea-waves when not swimming. Puffins can stand upright on land, their body is made for swimming and diving and they can also fly. These birds spend most of their lives in water coming up once a year to raise only one chick.

An adult puffin's bill changes color in the mating season, becoming orange or bright yellow. The feathers around their bills also look different. The beak loses brightness during the winter but blooms into bright orange color in the springtime- possibly to attract potential mates.

Puffins have the ability to catch and dangle many fish in their beaks at the same time as they have spines in their tongues and roofs of their mouths. They feed on herring and sand eels. They are not only good swimmers but can also flap their wings very fast up to 400 times every minute thus reaching speeds of 80 km an hour.

One doesn't need to even travel far from Reykjavik, the capital of Iceland, to see puffins. Lundey and Akurey are two small islands located in the Reykjavík bay area, these islands are rocky with small cliffs and slopes and have vibrant birdlife. A short boat ride from the old harbor of Reykjavik took us to Lundey and Akurey which are home to several thousands of the Icelandic Puffins. Lundy is just 5 minutes sailing from Reykjavik, has a puffin colony of 20,000 birds. Only about a half-mile off Reykjavik in the Kollafjordur fjord is Akurey Island, another Puffin Island, housing the largest puffin colony of the fjord's six islands, and many

other native birds as well. Depending on the tides and conditions on the islands the captain decides each morning which island to sail towards.

The tour boats are especially designed to go as close as possible to these islands' rocky shores. Due to their shallow draught, upon arrival the engine is turned off, and binoculars are provided to allow passengers to observe the birds and the beautiful surroundings.

These uninhabited islands offer the rich birdlife their own territory, and tranquility. It is not possible to go onshore and watch the birds, but one can see the place, where the puffins make their burrows.

The puffins nest in the same site to breed year after year, laying a single egg in late April or early May and then feeding the fledgling for a month or two before deserting the nest.

,

Puffins make their burrows by digging into dirt by their beaks and their feet. The little puffin birds nest on the island in the burrows they dig for safety and warmth. Their burrows are about as long as an adult human's arm. These islands are rocky and full of steep cliffs making perfect construction site for puffins.

The Atlantic Puffin is both fascinating and unusual. There are many reason why locals, artists and tourists alike are attracted by these brilliantly shaded seabirds.

However we're only able to spot a few puffins here and there even with our binoculars, and it was quite difficult to take any pictures while they were floating on the ocean as they continued to fly away quickly. Possibly they wanted to avoid the trespassers. Similarly we searched throughout their private island with our zoomed camera lenses but was able to locate only a few of them.

As we bade goodbye to this beautiful land, I was overcome with the feeling that we humans are intruding into the private space of these diverse life forms for our own curiosity and commercial gains. Beauty is often spoiled by touch, and it may be best to leave nature's creations to flourish in their native glory.

Pradipta Chatterji lives in Vestal, NY and works in the field of mental health, writing is her hobby.

Greater Binghamton Bengali Association: 2017

Committees	Participating Members
Finance	Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Pranab Datta, Samir Biswas.
Publicity	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Ashim Datta, Parveen Paul, Aniruddha Banerjee, Manas Chatterji.
Puja Magazine	Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Sayak Sengupta, Ashim Datta.
Puja Ayojon	Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Anasua Datta, Sheema Roychowdhury, Pradipta Chatterji, Shamla Chebolu, Radha Punjabi, Abha Banerjee, Maitrayee Ganguly, Dipa Dasgupta, Sonal Srivastava.
Prasad & Bhog	Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury, Shamla Chebolu.
Decoration	Ashish Srivastava, Satyajit Kulkarni, Vaswati Biswas, Dipa Dasgupta, Parveen Paul.
Lunch & Dinner	Subal Kumbhakar, Dilip Hari, Aniruddha Banerjee, Ashim Datta.
Pratima Transfer	Samir Biswas, Aniruddha Banerjee, Ashish Srivastava, Satyajit Kulkarni.
Local Artist Cultural Program	Utpal Roychowdhury, Aniruddha Banerjee.
Invited Artist Cultural Program	Dilip Hari.
Audio Visual Setup	John Kanazawich, Ashish Srivastava.
Hall management	Samir Biswas, Dilip Hari, Sheema Roychowdhury, Maitrayee Ganguly.
Reception	Utpal Roychowdhury, Samir Biswas.
Cross Functional Coordination	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas.
Patrons & Donors	Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta Chatterjee, Hiren & Dipali Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray.

Greater Binghamton Bengali Association: 2017

Saturday, September 23, 2017

Durga Puja Programs

Morning Session:	
8:00 AM – 12:30 PM	Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)
12:30 PM – 12.45 PM	Prasad
1:00 PM – 2:00 PM	Vegetarian Lunch
2:00 PM – 2:30 PM	Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
2:30 PM – 3:00 PM	Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

3:00 PM – 6:00 PM	Break (volunteers assemble in ICC at 5:45 PM)

Evening Session:	
6:00 PM – 6:30 PM	Sandhya Aarti + Dhunuchi Dance
6:35 PM – 7:15 PM	Local Talent Showcase – Youngsters
7:15 PM – 7:50 PM	Local Talent Showcase - Adults
8:00 PM – 9:00 PM	Dinner
9:10 PM –11:40 PM	Invited Artists (Shreyasi Bhattacharya)

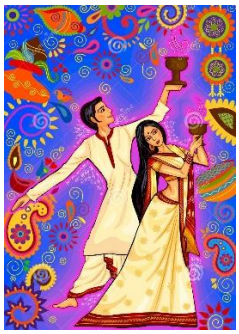

Greater Binghamton Bengali Association: 2017

Durga Puja Programs: Saturday, September 23, 2017

Morning Session:	
8:00 AM – 12:30 PM	Puja Puspanjali at 12:15 PM
12:30 PM – 12:45 PM	Prasad
1:00 PM – 2:00 PM	Vegetarian Lunch
2:00 PM – 2:30 PM	Dashami Puja + Puspanjali + Bisharjan
2:30 PM – 3:00 PM	Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

Shreyasi Bhattacharya
Sa Re Ga Ma – 2009
Second Runner Up

3:00 PM – 6:00 PM	Break

Evening Session:	
6:00 PM – 6:30 PM	Sandhya Aarti + Dhunuchi Dance
6:35 PM – 7:15 PM	Local Talent Showcase - Youngsters
7:15 PM – 7:50 PM	Local Talent Showcase - Adults
8:00 PM – 9:00 PM	Dinner
9:10 PM –11:40 PM	Invited Artist (Shreyasi Bhattacharya)

Puja Contribution:*
$20 per person (Morning Session: Puja+ Lunch); **$30 per person** (Evening Session: Dinner+ Entertainment); **$40 per person** (Entire Program)
Patrons: $300/family, **Donors:** $100/family **$10** Full time student Free admission for children (18 years or less)

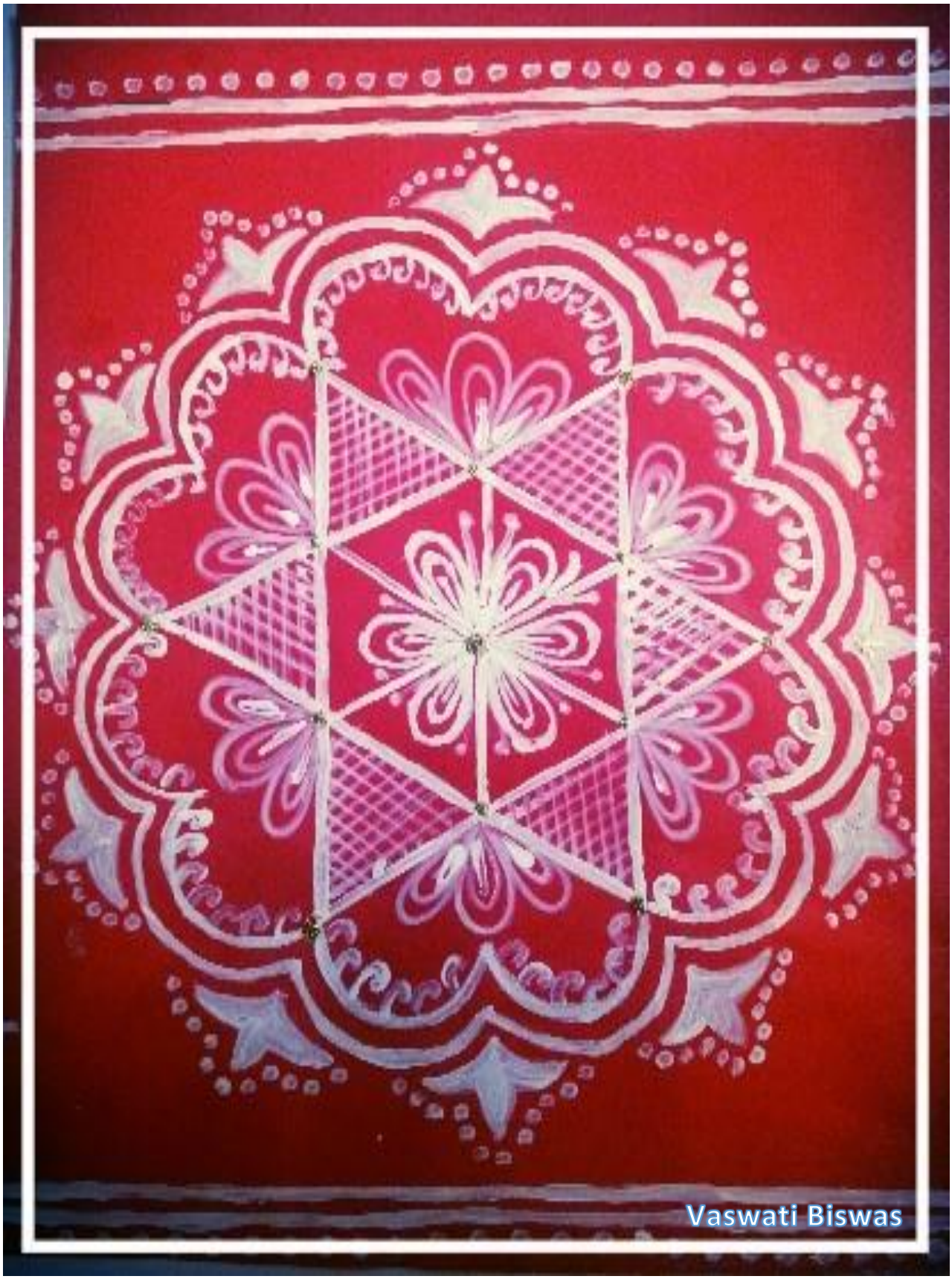
Vaswati Biswas